চিত্তবিনোদিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়।

(ঝটিকার পূর্ব্বে নির্ব্বাত অবস্থা।)

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ভারতবর্ষে অতি প্রশান্ত ভাবে প্রবেশ করে। হিমালয় হইতে দক্ষিণ মহাসাগর এবং সিন্ধুনদ হইতে ঐরাবতী নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের বলে ও কৌশলে একছত্র হইয়া অপূর্ব্ব শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল শিখ্ মহারাজা রণজিৎ সিংহের সুন্দর রাজ্য ইংরাজাধিকার-ভুক্ত হইয়া পঞ্জাব নামে খ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে সুবুদ্ধি জন লরেন্সের শাসনে পঞ্জাব নিষ্কণ্টক রহিয়াছে। পূর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা ডালহাউসির কৌশলে বিনা যুদ্ধে বিনা ব্যয়ে স্বাধীন অযোধ্যা-খণ্ডও অধুনা কোম্পানির হস্তগত। তত্রত্য প্রজাগণ অরাজকতা জনিত বিবিধ প্রপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রিটিস রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রণালী দৃষ্টে আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতেছে। অযোধ্যার রাজা হীন-বল ও নারীস্বভাবাক্রান্ত, এ প্রযুক্ত থাকা না থাকায় সমান। এক বৎসরও অতীত হয় নাই, অযোধ্যার দূরীভূত নবাব ওয়াজেদ আলি খাঁ অগণ্য রমণী-মালায় পরিবৃত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ মুচিখোলায়, কোম্পানির দত্ত মুস্-হারার উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছেন। যতদিন অযোধ্যায় ছিলেন মধ্যে মধ্যে পারিষদবর্গ ও দুষ্ট লোকের চেষ্টায় কিছু কিছু গোলমালের আশঙ্কা হইতে পারিত, কিন্তু কলিকাতার নিকটে থাকিয়া দূরস্থ অযোধ্যায় কোন প্রকার অসন্তোষ উদ্দীপন করা সম্ভব নহে। নবাব অপেক্ষা তাঁহার মাতার অধিকতর বুদ্ধি ও পৌরুষ ছিল। তিনি স্বয়ং পৌত্রের সহিত কোম্পানির অন্যায় রাজ্যাপহরণ জন্য বিক্টোরিয়া মহারাণীর নিকট অভি-যোগ করিতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অধ্যবসায়-শীলা বেগম স্বকার্য্য সাধনের পূর্ব্বেই লোকান্তরগত হয়েন। সুতরাং সে

চেষ্টা নিষ্ফল হইল। অধুনা ইন্দ্রিয়পরবশ অবরোধবাসী ওয়াজেদ আলি হইতে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনাই নাই। বিশেষতঃ অল্প দিন হইল প্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞ হেনরী লরেন্সের উপর অযোধ্যার ভার ন্যস্ত করিয়া, বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তা মহাত্মা ক্যানিং অযোধ্যার জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন।

একা অযোধ্যা শাসনেই তাবৎ করদ ও মিত্র রাজ্য শাসিত রহিল। কাশ্মীর বিকানির, জয়পুর, গোয়ালিয়র, ঝান্সি, বুন্দেলখণ্ড ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক প্রতিক্ষণে আজ্ঞাকারীর ন্যায় তদাদেশ পালন ব্যতীত রক্ষা পাওয়া ভার। প্রজাপালন বা রাজ্য শাসনের কোন নিয়ম যদি কোম্পানির অভিমত না হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে বিষম বিপত্তি। অধীন রাজগণ বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রজাগণ ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট-প্রিয়। না হইবে কেন? বটবৃক্ষতল ছাড়িয়া কেহ কি ক্ষুদ্র কদলী বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে? সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে নাম মাত্র রাজা জানেন। এক্ষণে তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা এইমাত্র, যে ইংরাজী রাজনীতি ও শাসন প্রণালী স্বীয় স্বীয় প্রদেশে অনুকরণ করতঃ ব্রিটিস্ গবর্ণ-মেণ্টের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। কোম্পানির প্রধান শাসনকর্ত্তার দর-বারে যিনি মান্য হইলেন, তিনিই আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন।

অযোধ্যার উত্তর হিমালয়ের অধিত্যকাস্থ নেপাল রাজ্য অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বটে; কিন্তু বনাভ্যন্তরস্থ পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির যেরূপ শৃগালের স্বাধীন আবাস স্থল, উহা তদ্রূপ। কোম্পানি মনে করিলে স্বচ্ছন্দে উহা হস্তগত করিতে পারেন। নেপালীরাও স্বীয় বনাকীর্ণ পার্ব্বতীয় প্রদেশ ছাড়িয়া সমভূমির কোন বিপর্য্যয় ঘটাইতে অক্ষম। অধিকন্তু নেপালরাজ সুবুদ্ধি মন্ত্রীর পরামর্শে ইংরাজগণের সহিত বিবাদ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু। ভুটান তদপেক্ষা হীন প্রদেশ।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশেও আশঙ্কার লেশ মাত্র নাই। তাবৎ ভারত বর্ষ এরূপ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, যে সেনাপতি আন্‌সন্ শিমলায় নিরুদ্বেগে আরাম করিতেছেন। ভারতীয় সেনাগণ অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অন্য শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, এমত সম্ভাবনাও নাই। উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে সমুদ্র, যাহার উপর ইংরাজ অপেক্ষা বলবান্ অদ্যাপি পৃথিবীতে কোন জাতিই নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের

কিয়দংশ আসিয়া খণ্ডের অন্যান্য দেশের সহিত যুক্ত আছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ পশ্চিমে কাবুল। উভয়ের কেহই ভারতরাজ্যের সমকক্ষ নহে। পাছে তাহাদের যোগে দুরন্ত শত্রু ভারতসীমার কোন উৎপাত ঘটায়, এজন্য সুচতুর কোম্পানি বাহাদুর উহাদিগকে সন্ধি দ্বারা বদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে পেগু প্রদেশ ভারতরাজ্যভুক্ত করিয়া আভা রাজধানীর সহিত সন্ধি বন্ধন হইয়াছে। অল্পদিন হইল কাবুলাধিকারী দোস্ত মহম্মদ কোম্পানির সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া তাহার সাহায্যে আপনাকে পারস্যাধিপতির আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

প্রবল রাজগণ আক্রমিত না হইলে অন্যকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত হয়। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানিয়া ছিলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে শত্রুর সম্ভাবনা নাই। তবে কি ভারতের অশীতি সহস্র সেনা অনর্থক বসিয়া খাইবে? ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা যুক্তি বিরুদ্ধ, কারণ বলহীন হইলে শত্রু উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু সেনার জন্য যে প্রভূত অর্থব্যয় হইতেছে, তাহার কোন লাভ লইতে হইবেক।

ভারতীয় বল দ্বারা অন্যান্য রাজত্ব লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার এক প্রতিবন্ধক ছিল। দেশীয় সেনা অধিকাংশ হিন্দু, তাহারা জাতি নাশ আশঙ্কায় ভারত ত্যাগে নিতান্ত বিমুখ। যৎকালে ব্রহ্মদেশ হইতে পেগু বিভাগ ভারতরাজ্যভুক্ত হয়, হিন্দু সিপাহিরা "কালাপাণি" (সমুদ্র) পার হইতে চাহে নাই। তজ্জন্য গত ১৮৫৬ সালে এক রাজবিধি প্রচলিত হয়, যে তৎকাল হইতে সেনা দল-ভুক্ত হইবার কালে "গবর্ণমেণ্ট যেখানে পাঠাইবেন সেই খানেই যাইব" এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক। ব্রহ্মদেশের পার্শ্বে চীনদেশ এবং কাবুলের পার্শ্বে পারস্য। শেষোক্ত দেশের রাজা হিরাট আক্রমণ করিয়া দোস্ত মহম্মদের বিপক্ষতাচরণ করিলেন, এই বলিয়া সেনাপতি আউট্‌রাম তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং চীনদেশে লর্ড এলগিন্ কোন বিবাদ উপলক্ষে কতিপয় ভারতীয় সেনা লইয়া গমন করিয়াছেন। পেগুতে অদ্যাপি ব্রিটিস্ সেনা আছে। বস্তুতঃ বিলাতী সেনা প্রায়ই ভারতবর্ষে নাই। আবশ্যকও বোধ হয় নাই।

ভারতবর্ষ এরূপ শান্তভাব বোধ হয় কখনই ধারণ করে নাই। অতি সূক্ষ্মদর্শী কূটজ্ঞ ভীরু-স্বভাব ব্যক্তিরা, যাহারা রজ্জুকে সর্পভ্রম করেন, এরূপ লোকও অনুমান করিতে পারেন নাই কোথা হইতে শত্রুদ্ভবের সম্ভাবনা।

এক্ষণকার শান্তি ইউরোপীয়গণেরই অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছিল। দেশীয় স্বাধীন রাজ্য আর নাই। ভারতবর্ষে এমন স্থল নাই, যেখানে তাঁহারা স্বদেশের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। স্ত্রীপুত্র লইয়া দেশীয়গণের মানাস্পদ হইয়া সুখে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের স্বদেশীয়ের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষে আসিতে ভয় করেন, ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয়রা মনে করিতেছেন তাঁহারা অতি নির্ব্বোধ; হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলেন! ভারতবর্ষ ধন মান মর্য্যাদার নিরাপদ স্থল।

কিন্তু এই অপরূপ শান্তি কি কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার সূচনা? ইউরোপীয়গণের এরূপ নিঃশঙ্ক ভাব কি কোন অনর্থের মূল? কে বলিতে পারে?

১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে যে সাধারণ শান্তির কথা কহিলাম তাহা সত্য কি না, সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠকগণের প্রত্যয়ার্থ তাঁহাদিগকে একবার মীরট নিবাসী রেমণ্ড সাহেবের বাঙ্গলাতে লইয়া যাই। পাঠক মহাশয়েরা স্বচক্ষে দেখুন পশ্চিম প্রদেশে ইংরাজেরা কিরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(রেমণ্ড পরিবার ও এক হিন্দুস্থানী যুবা।)

রেমণ্ড সাহেব ভোজনান্তে কেদারার উপর অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় রহিয়াছেন। সম্মুখে একটি প্রশস্ত মেহোগিনী নির্ম্মিত মেজ সুচিক্কণ বহুমূল্য আস্তরণে আবৃত। তদুপরি সুদৃশ্য পুষ্পাধার, গজদন্ত-নির্ম্মিত কলমদান, নানা প্রকার খেলানা এবং শিলাময় দাড়িম্ব আম্রাদির প্রতিরূপ এবং দুই এক খানি পুস্তক অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। একটি সুসজ্জিত আতপশালা প্রজ্বলিত হইয়া গৃহকে আলোকিত এবং মাঘের প্রাক্‌কালীন তীব্র শীতল বায়ুকে উত্তপ্ত করিতেছে। সাহেবের হস্তে এক খানি বৃহৎ সংবাদ পত্র, পড়িতেছেন কি না বলা যায় না। কিন্তু কথোপকথনের ভাবগতি অনুসারে এক একবার মেজের উপর পতিত ও এক একবার সাহেবের করস্থ হইয়া তাঁহার মুখাবরণ স্বরূপ হইতেছে। রেমণ্ড সাহেবের বর্ণ রক্তের ন্যায়; কপালে ও কপোলে

অগণ্য ব্রণ থাকাতে এরূপ বর্ণ হইয়াছে; নচেৎ গ্রীবা ও ললাটের ঊর্দ্ধ ভাগ শ্বেতবর্ণ। বোধ হয় যৌবনকালে অধিকতর সুন্দর ছিলেন, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অসহ্য সূর্য্যোত্তাপে মুখটি বিকৃত হইয়াছে। চক্ষু, কেশ শ্মশ্রু পিঙ্গল বর্ণ, এবং শ্মশ্রুর মধ্যভাগ ও গোঁপ ক্ষৌরযুক্ত। বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইবেক। ভ্রূমধ্য ললাট ও বদনের উভয় পার্শ্বে ত্রিবলী রেখায় বয়স ও পরিশ্রান্ত জীবনের পরিচয় দেয়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও ক্রোধ-প্রকাশক, দেখিলে ভয় হয়।

সাহেব দক্ষিণ হস্তে মেজের উপর ভর দিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে পার্শ্বস্থ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। বিবির আকার সাহেবের বিপরীত। কেশ চক্ষু ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণ দুগ্ধালক্তকের ন্যায়, দৃষ্টি অতি প্রশান্ত ও দয়া-প্রকাশক। শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল। বয়স অনুমান চল্লিস বৎসর। দেখিলে ভক্তি ও বিশ্বাসের উদয় হয়। বিবি রেমণ্ডের এই কৃষ্ণবর্ণ কেশ তাঁহার স্বামীর সাময়িক উপহাস ও নিন্দার স্থল। সাহেব কহিলেন, "প্রিয়ে এনি! বয়সে তোমার কেশপাশ ঘৃণিত মসীরূপ ত্যাগ করিয়া শ্বেতবর্ণ হইলে কথঞ্চিৎ নয়ন তৃপ্তিকর হইতে পারে, কিন্তু তোমার কাকচক্ষু আমার অক্ষিশূল থাকিবে! তুমি যদি মহামান্য জেনেরেল—সাহেবের কন্যা না হইতে, যদি এতাদৃশ সদ্‌গুণযুক্তা না হইতে, এবং প্রণয় যদি যৌবন কালে অন্ধ না হইত, তাহা হইলে কদাপি তোমাকে পরিণয় করিয়া আমার পবিত্রকুল কলঙ্কিত করিতাম না। বিবি সাহেবের প্রকৃতি জানিয়া রুষ্টা না হইয়া উপহাসচ্ছলে কহিলেন, 'হাঁ কালচুলে যে জেমির কত ঘৃণা তাহা বারাণসীর ইন্দুমতীর কেশপাশে পরিচয় আছে।' জেমস সংবাদ পত্র যেন মনোযোগ দিয়া পড়িতেছেন এই ভাবে মুখটি ঢাকিলেন। সুতরাং লজ্জিত হইলেন কি না বুঝা গেল না। কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন 'প্রাণাধিকা এমিতে তোমার প্রতিরূপ থাকাতেই পিঙ্গলাক্ষ জ্যাক্‌সন কুলে কালী পড়িয়াছে। হায়! এত যত্ন করিয়া প্রসব কালে তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাই, তথাপি এমি মাতৃরূপানুযায়ী হইল! এমি যদি কোন প্রেমান্ধ ব্যক্তির চক্ষে না পড়ে, (তুমি যেরূপ আমার চক্ষে প্রেম ধূলি ক্ষেপণ করিয়াছিলে)—তাহাকে সদ্বংশে বিবাহ দিতে হইলে প্রভূত অর্থের আবশ্যক। কেন না বিশুদ্ধ ইংরাজের নয়নে মাতৃসদৃশী এমি সুন্দরী নহেন।' কুরূপা বলিলে নারীমাত্রেই বিরক্ত হয়। প্রশান্তস্বভাবা এন্‌ও কিছু ক্ষুণ্ণ

হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ইঁহার যেরূপ মন তেমনি সকলকে ভাবেন, আপনি অর্থ লোভে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া এরূপ ভাবিতেছেন। পরে মেজের উপর হইতে অন্যমনস্ক ভাবে একখানি পুস্তক খুলিতে খুলিতে হঠাৎ স্বামীর ভগিনীর চিত্রপট দেখাইয়া কহিলেন; 'আমরা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সুতরাং এতদ্রূপ পিঙ্গলকেশী, বিড়ালাক্ষি ও বকের ন্যায় লম্বগ্রীব সুন্দরী হইতে পারি কি?'

সাহেব। বটেইত! হেঞ্জিষ্টের পবিত্র শোণিত যে শরীর মধ্যে চলে, তাহার লোমের কালী পর্য্যন্ত দূর হয় এবং মস্তক অহঙ্কারে উন্নত থাকে।

বিবি। তোমার বংশের মসীর সহিত চিরবিরোধ না?

সাহেব। 'সত্যইত! আমার পবিত্র বংশ অসিজীবী, মসীজীবী নহে। এই নরাধমই কেবল অসির পরিবর্ত্তে মসী ব্যবহার, এবং পিঙ্গলাক্ষির পরিবর্ত্তে কাকচক্ষুর সহবাসে কলঙ্কিত হইয়াছে' বলিয়া সগর্ব্বে ক্ষুদ্রাক্ষরপূর্ণ এক বিস্তীর্ণ বংশাবলী ভিত্তিফলক হইতে আনয়ন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, 'দেখ! আমার পঞ্চাশৎ উর্দ্ধতন পুরুষ জন্ রেমণ্ড উইলিয়মের বিপক্ষে দেশ রক্ষাহেতু সম্মুখ যুদ্ধে হত হন; তাঁহার পৌত্র রিচার্ড রেমণ্ড ইংলণ্ডের মহা সনন্দ পত্রের (মাগনা কার্টা) প্রধান উদ্যোগী; আমার ত্রিংশ পুরুষ উইলিয়ম রেমণ্ড স্পেনীয় আরমেডা জয় করেন;—হেনরী রেমণ্ড—'বিবি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রধান প্রধান লর্ডেরা এত দিনের বংশাবলী ঠিক্ রাখিতে পারে না, আর তোমার পঞ্চাশৎ পুরুষ অভ্রান্ত!" এই কথায় রেমণ্ড সাহেব কুপিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ভারতীয়া, তুমি বংশমর্য্যাদার কি জান?"

এমন সময় একটি হিন্দুস্থানী যুবা সহসা উপস্থিত হওয়াতে বিবি বলিলেন, 'বিজয় সিং! এত ব্যগ্র দেখিতেছি কেন? বৈস।' লালা বিজয় সিংহ অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 'মেম্! একটী কর্ম্মপ্রার্থী যুবা সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান।' বিবি সাহেবের মুখ পানে চাহিলেন এবং সাহেব ছোট একটি ঘণ্টা বাজাইবা মাত্র 'খোদাবন্' বলিয়া জড়সড় ভাবে এক জমাদার উপস্থিত! সাহেব—'বাবুকো ইঁয়া আনে কহ।' 'জো হুকুম খোদাবন্' বলিয়া জমাদার অল্পক্ষণেই এক জন পশ্চিম দেশ বাসী বাঙ্গালী বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিল। আগন্তুক মেম্ ও সাহেবকে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া একটী আবেদন পত্র দিল। সাহেব কহিলেন 'ইয়েঃ অসি রোপেয়াকা কাম্‌মেঁ এক বহুত্ লায়েক্ আদ্‌মী মকরর্ হো চুকা।' বিজয়

ইংরাজীতে বলিলেন, 'কৈ কর্ম্মালয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিত কাহাকে দেখিতে পাই না।' সাহেব কহিলেন 'কেন চারু অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কোথা পাইব?'

চারুর নামে লালার আনন নীলবর্ণ হইল; বলিলেন "কি? সেই চেঙ্গড়া ছোক্‌রা চেরো—যে অদ্যাপি দুই টাকার পদেও অভিষিক্ত হয় নাই, সে এই সুবুদ্ধি কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা যোগ্য হইল? জানিলাম আজ কাল অনুরোধই অর্থাগমের সোপান, তোষামোদ ও প্রিয়পাত্রতাই যোগ্যতা। সেই বৃদ্ধ কর্ম্মের বাহির কাশী নাথই ধূর্ত্ততা প্রযুক্ত স্বীয় আত্মীয়ের প্রতি আপনাকে পক্ষপাতী করিয়াছেন। নচেৎ নূতন ব্যক্তিকে এত উচ্চ পদ আপনি কখনই প্রদান করেন নাই। আপনার চক্ষে যদি চাতুরীর ধূলিমুষ্টি ক্ষেপণ না হইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন!" বলিয়া অভিমানে অধোমুখে রহিলেন। বিবি কহিলেন, বিজয়! চারুচন্দ্রের সুখ্যাতি ত সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, তুমিই পূর্ব্বে কত গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছ। এখন বুঝি তুমি তাহাকে সরল চক্ষুতে দেখ না?'

লালা। মেম্! তখন জানিতাম না, যে সেই অসভ্য বালক আপন সাধ্যাতীত দুরাকাঙ্ক্ষা করিবেক।

সাহে। বিজয়! তুমি বিরক্ত হও কেন? প্রধান কর্ম্মচারীর অনুরোধ তোমা অপেক্ষা অধিক নহে; চারুচন্দ্রের যোগ্যতা আমি স্বচক্ষে না দেখিলে বাঙ্গালীকে একেবারে এরূপ উচ্চপদ কদাপি দিতাম না। চারু অনভিজ্ঞ হইয়া প্রধান কর্ম্মচারীরও যোগ্য। আমি যদিও অন্ধ হই, তাবৎ কর্ম্মালয়ও কি তদ্রূপ? যাহা হউক (আগন্তুকের প্রতি) তোম ক্যা কাম্ করতা থা?

আগ। হুজুর হামারা সারটিফিকেট হায় দেখিয়ে। হাম দশ্ বরস্ তক্ পুলীস্‌মেঁ কেরাণী থা।

সাহে। তলব্ কেত্তা মিল্‌তা থা?

আগ। দস্ রোপেয়াসে শুরু কর্‌কে আজ্ তক্ বিশ্ রোপেয়াকা হদ্‌মেঁ পৌঁছা।

সাহে। বিজয়! তোমার অনুরোধে ইহাকে ত্রিশ টাকার পদটি দিলাম।

লালা। চারু উর্দ্দু ভাল জানে না, নূতন লোক, তাহাকেই ঐপদ দেওয়া উচিত।

সাহে। আচ্ছা এক মাস পরীক্ষা কাল রহিল, ইহার মধ্যে চারু অপেক্ষা যদি ইনি যোগ্য হন, ইঁহাদের স্থান পরিবর্ত্তন করা যাইবেক, এই কথা

বলিয়া বিজয়কে স্তোকবাক্যে ভুলাইলেন। আগন্তুক হৃষ্ট হইয়া নত শিরে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

বিবি ঘণ্টা বাজাইবা মাত্র 'খোদাবন্' বলিয়া জমাদার উপস্থিত হইল। 'বাবা লোগোঁকো সেলাম দেও' বিবির এই আজ্ঞা পাইয়া 'হুকুম খোদাবন্' বলিয়া পার্শ্বস্থ এক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। যবনিকার অন্তরাল হইতে একটি ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা গোপন ভাবে উঁকি মারিতে ছিলেন। বিবির এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র যে ঘরে এমি একাকিনী পড়িতেছিলেন, তথায় গিয়া কহিলেন, "এমি এমি! বড় মেম্ আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, চল।" এমি হাস্য বদনে কহিলেন "ভগ্নি! ওখানে বুঝি বিজয় সিংহ আছেন?" হেলেনা অপ্রতিভ হইলেন এবং তাঁহার কপোল দ্বয়ে রক্তবর্ণের আভাস দেখিয়া, এমি কহিলেন "তবেত ওখানে যাইতেই হইবে? চল।" হেলেনা কহিলেন 'আমি কি মিথ্যা কহিতেছি? ঐ দেখ জমাদার আসিয়াছে।'

এমি ও হেলেনা উপস্থিত হইলে বিবি কহিলেন "নেলি! (হেলেনাকে আদরে এইরূপেই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন) বিজয়কে তোমাদের বাল্যোচিত মধুর আলাপনে প্রফুল্লকর।" হেলেনা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে বিজয়ের অভিমান-গম্ভীর মুখকমলের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমি কহিলেন "মাতঃ! ভ্রাতা বিজয় এরূপ বিষণ্ণ কেন?" বিবি কহিলেন "উহার অনভিমতে চারুকে পদ প্রদানে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।" "কেন পিতাত কখনই বিজয়ের অনুরোধ অতিক্রম করেন না?" বিবি কহিলেন "বাছা! উনি যে চারুর বিপক্ষে অনুরোধ করিবেন তাহা জানিতেন না। চারুর অসাধারণ ক্ষমতা, গুণ ও নম্রতার বশীভূত হইয়াই এরূপ করিয়াছেন; নচেৎ দেশীয়ের প্রতি অহঙ্কারী রেমণ্ড কি কখন এত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন?"

এ দিকে হেলেনা বিজয়কে লইয়া গৃহের অপর পার্শ্বে গিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন এবং ক্ষণেক পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উভয়ে বারাণ্ডায় বেড়াইতে লাগিলেন। তখন সাহেব কহিলেন "বোধ হয় চারুর অভ্যুদয়ে বিজয়ের ঈর্ষার উদয় হইয়াছে। বিজয় অতি নির্ব্বোধ! সহস্র গুণাধার হইলেও কি কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিবেক? সহস্র দোষাকর হইলেও বিজয়কে কি কদাপি অবহেলা করিতে পারি? এক্ষণে

বিজয় ও নেলীর বিবাহ দিতে পারিলে চরিতার্থ হই। এন্! তুমি হেলেনার কি মত জান?" বিবি কহিলেন "বিজয় অতি সুশিক্ষিত, চতুর, কার্য্যদক্ষ ও মর্য্যাদাজ্ঞ,—হেলেনার কেনই বা তাঁহাকে বিবাহ করিতে অমত হইবেক? তবে যদি তাঁহার হিন্দুস্থানী বেশ মনোনীত না হয়।" এমি কহিলেন "কেন, পিতার ভয়েই বিজয় ভদ্রবেশ ধারণ করেন না, নচেৎ দেশীয় বেশ তিনি আমাদিগের ন্যায় ঘৃণা করেন। শুনিয়াছি তিনি এক্ষণে বিবাহে প্রস্তুত নহেন।" সাহেব বুঝিলেন উপযুক্ত যৌতুকাভাবে। এবং পাছে সরলা এমি তদ্বিষয়ে কিছু অনুরোধ করে এই ভয়ে কথোপকথন স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া, অযোধ্যার জয়, ভারতের শান্তি ইত্যাদি বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের অভাবে তাঁহার কমিসেরিয়ট ডিপার্টমেণ্টের হ্রাস হইবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—কারণ, যুদ্ধ সম্ভাবনা না থাকিলে সেনার প্রতি অনাদর হইবেক ও তৎপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আয়োজনকারীগণের মর্য্যাদা থাকিবেক না। তিনি ইচ্ছা করেন এই নির্জীব দেশ ও নির্জীব লেখনীব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ চীন দেশে করে করবাল গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বংশমর্য্যাদা রক্ষা করেন। এমি বাল-স্বভাব-প্রযুক্ত পিতা তাঁহাদিগকে অসহায় ফেলিয়া যাইবেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রেমণ্ড সগর্ব্বে কহিলেন "ভীরু মেষগণের দেশে তোমাদের ভয় কি? ভারতবর্ষে এমন লোক নাই যে ইংরাজগণের উপর অত্যাচার করে। সিংহী একাকিনী থাকিলেও তাহাকে মেষ পালের ভয় করিতে হয় না।"

তৃতীয় অধ্যায়।

(বসুজ মহাশয় ও তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র।—
লালা বিজয় সিংহ কে?)

রেমণ্ড সাহেব পূর্ব্বে সেনাদলভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। আত্মগৌরব, বংশ মর্য্যাদা ও জাতীয় অহঙ্কার তাঁহাকে সাহসী যোদ্ধার উপযোগী করিয়াছিল। এদেশীয় লোকের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। দেশীয়দের সহিত বাক্যালাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করা অপমানের বিষয় জ্ঞান করি-

তেন। যৌবনসুলভ উদ্দাম চরিত্র ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রযুক্ত তিনি ভগ্নোৎসাহ ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কোন এক বিশুদ্ধ ইংরাজ বংশীয় ধনী জেনেরলের একমাত্র কন্যা "এনের" সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হয়। কিন্তু "এন্" ভারতবর্ষজাত ও তাঁহার মাতা এদেশীয়া ছিলেন বলিয়া উদ্ধত রেমণ্ড তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন নাই। এক্ষণে ধন লোভে উক্ত পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দেনার দায় হইতে মুক্ত হইলেন! চরিত্রও প্রায় সংশোধিত হইল। কিন্তু লোভ ও দাম্ভিকতা বৃদ্ধি পাইল। পত্নী ব্যতীত দুই একটি উপপত্নীও ছিল, তদনুরোধে এবং যৌবনের হ্রাসে সাহসের হ্রাস প্রযুক্ত তিনি শ্বশুর ও আত্মীয়গণের সাহায্যে সিভিল লাইনে প্রবেশ করিলেন। পরে পুনর্ব্বার সেনাভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধা না পাইয়া কমিসেরিয়েট ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা হইয়া আপনাকে সেনা সংক্রান্ত বোধে কথঞ্চিৎ আত্মগৌরব রক্ষা করিতেছেন।

কমিসেরিয়েটের প্রধান কর্ম্মচারী কাশীনাথ বসু। কাশীনাথ অতি বিচক্ষণ কর্ম্মদক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি; দোষের মধ্যে ভীরু ও অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু। ইছাপুরের উত্তর এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার নিবাস ছিল। প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পশ্চিমে কর্ম্ম করিতেছেন। এক্ষণে বয়স ষাটি বৎসর; শুক্ল কেশ, দন্তহীন বদন, লোল মাংস অঙ্গযষ্টি কিঞ্চিৎ বক্র ইত্যাদি দৃষ্টে তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রাচীন বোধ হয়। আজ কাল আড়াই শত টাকা মাসিক বেতন পান এবং উপরীতে প্রায় এক সহস্র পূর্ণ করিয়া লন। কিন্তু খরচও বিস্তর বাসায় প্রায় এক শত জন অন্নভোগী; দোল দুর্গোৎসব, তীর্থ যাত্রা ইত্যাদিতে অধিকাংশ ব্যয় হয়। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ও একটি বিধবা কন্যা এবং এক বৎসর হইল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেশ হইতে আনয়ন করিয়া পুত্র নির্বিশেষে পালন করিতেছেন। বসুজ মহাশয়ের সে কালের পোষাক। মস্তকে হাতে বাঁধা সাদা পাগড়ী, পরিধান ঘাঘরাওয়ালা যোড়া ওঁ ঢলঢলে ইজার এবং মোজা বিহীন পায়ে অর্দ্ধহস্তপরিমিত শুণ্ডবিশিষ্ট জরীর জুতা। কপালে ও কর্ণমূলে রক্তচন্দন ও গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা। গৃহে নাইট্ ক্যাপ, বেনিয়ান ও কাষ্ঠ পাদুকা বেশ। হস্তে একখানি সোণার ইষ্টিকবজ, কটিদেশে রৌপ্য গোট ও টিকিতে একটি সোণার মাদুলী এবং গলায় তুলসীমালা। বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা পারস্য ভাষায় হইয়াছিল। ইংরাজী শত দুই শব্দ (২০০ কথা) শিখিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবলীতে আজও নূতন

নূতন কথা নিবেশিত হইতেছে যথা—রেলওয়ে টেলিগ্রাফ, গ্যাস ইত্যাদি।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম চারুচন্দ্র। চারু কলিকাতার নব্য যুবা সুশিক্ষিত ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ দীক্ষিত এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে ভীরুতা ও কুসংস্কার তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই। সুতরাং পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রে মিল হওয়া দুষ্কর। পিতৃব্য অনেক ক্লেশ করেন, ভ্রাতুষ্পুত্র ও অনেক সহ্য করেন। বসুজ মহাশয় চারুচন্দ্রের বেশ ও শিক্ষা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। আসিবা মাত্রই একখানি বাজু ও একছড়া গোট পরিতে দিলেন। বিস্তর অনিচ্ছা প্রকাশে এবং বয়সের স্বল্পতা হেতু টিকি, মালা ও কোঁটা হইতে ক্ষমা করা হইল। গুটিকতক হাত কাটা বেনিয়ান এবং কর্ম্মালয়ের জন্য পাগড়ী হাফ্ চাপকান ও শুণ্ডযুক্ত জরীর জুতা সংগৃহীত হইল। পারস্য ভাষা শিখিবার জন্য একটি মুন্সী রাখিয়া দিলেন এবং স্বহস্ত লিখিত বাক্যাবলীটি পড়িতে দিলেন। চারু কি করেন! জ্যেষ্ঠতাতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও চারুকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়া ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতার বহির্ভূত। বৃদ্ধের যত্ন তাঁহার ক্লেশকর হইলেও তিনি মনোভঙ্গ আশঙ্কায় কিছু বলিতেন না। তবে গোপনে যতদূর সাধ্য এড়াইবার চেষ্টা করিতেন। বাজু গোট পরিতেন না। স্নানের সময় বাজুখানি পরিতেন পাছে জেঠা মহাশয় না দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন। কোন স্থানে যাইতে হইলে বাটি হইতে জরীর জুতা ও বেনিয়ান পরিয়া কটিদেশে রুমাল বাঁধিতেন; কিন্তু পীরান, ইংরাজী জুতা উড়ানী নিকটস্থ কোন গোপনীয় স্থল হইতে লইতেন।

বসুজ মহাশয় জানিতেন চারু ইংরাজী শিখিয়াছে বটে কিন্তু কখন কর্ম্ম কাজ করে নাই। সুতরাং আদব কায়েদা ও কার্য্যপ্রথাদি বিষয়ে অজ্ঞ। অতএব তিনি স্বীয় কর্ম্মালয়ে উপরোক্ত রূপে শরীর ও বুদ্ধি সংস্কৃত করিয়া একজন কর্ম্মার্থী (এপ্রেণ্টিস্) করিয়া রাখিলেন। পাছে অশিক্ষিতাবস্থায় সাহেবের বিষনয়নে পড়ে, এজন্য সাবধানে চারুকে গোপন করিয়া রাখিতেন। সাহেব আসিবার সময় এক ঘরে লুকাইয়া রাখিতেন। বালক ও কার্য্যাক্ষম জানিয়া কোন কার্য্যেরই ভার দিতেন না। এইরূপে চারুচন্দ্রের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস হইল। অতিস্নেহই তাঁহার উন্নতির কণ্টক হইল। কিন্তু অগ্নি বস্ত্রে ঢাকা থাকে না, যথার্থ গুণ কতদিন অব্যক্ত থাকে? বৃদ্ধের সাবধানতা সত্ত্বেও সাহেব কখন কখন সহসা কর্ম্মালয়ে উপস্থিত

হইয়া প্রশ্নাদি করিতেন। কর্ম্মচারীরা অধিকাংশই মূর্খ ও ভীরু সুতরাং চারুই প্রয়োজনীয় উত্তর দানে সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতেন। বৃদ্ধ ব্যতীত তাবৎ কর্ম্মচারীরা জানিয়াছেন, চারু বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে অনভিজ্ঞ হইয়াও তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম রূপে চালাইতে পারেন। আবার সাহেবকে তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট দেখিয়া সাহেবের সম্মুখে যাইতে হইলে চারু-কেই পাঠাইতেন। সাহেবও অনেক সময় অন্যান্য কর্ম্মচারীর অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ ইংরাজীতে বিরক্ত হইয়া চারুকে পাঠাইয়া দিতে কহিতেন। কিন্তু এ সকল বসুজ মহাশয়ের অগোচরে। পরম্পরায় এই কথা শুনিয়া তিনি তাবৎ কর্ম্ম-চারীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার অশিক্ষিত বালক চারুচন্দ্রের সর্ব্বনাশ না করেন। চারু-চন্দ্রকেও ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেন, বলিতেন 'বৎস চারু! তুমি নব্য বালক, আমরা তোমা অপেক্ষা তিন গুণ বয়োজ্যেষ্ঠ, তোমার পিতা অপে-ক্ষাও গুরু, আমাদের কথা অবহেলা করিও না। বিদ্যা শিখিয়াছ বটে কিন্তু লোকব্যবহার ও অর্থোপার্জ্জন বিদ্যা আমাদের নিকট শিখিতে হইবেক। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে তোমাকে আমার বিষয়ের ও কর্ম্মের উত্তরাধিকারী করি; কিন্তু উতলা হইলে সকল নষ্ট হইবে।'

লোকে বলিত চারু সাহেবের প্রিয়, বৃদ্ধ তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। এক দিবস প্রধান কর্ম্মচারী রেমণ্ড সাহেবের নিকট কোন কথা বলিবার জন্য প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছেন, সাহেব অন্য একটী কাজ করিতেছেন, কেমন করিয়া সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন ভাবিতেছেন, আরও দুই একজন কতক কাগজ লইয়া দাঁড়াইয়া সাহেবের অবসর দেখিতেছে, এমত সময় চারু সহসা গৃহে প্রবেশ করিয়া সাহেবকে অভিবাদন পুরঃসর স্পষ্ট বিশুদ্ধ ইংরাজীতে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া গেলেন। বৃদ্ধ দেখিয়া অবাক হইলেন এবং সাহেবের সহাস্য বদন দৃষ্টে লোকের কথা নিতান্ত অলীক নহে মনে করিলেন। মনে মনে চারুকে একটি পদে নিযুক্ত করিতে স্থিরসংকল্প করিলেন। আহ্লাদে সিদ্ধেশ্বরীর পূজার্থে এক শত টাকা তুলিয়া রাখিলেন। তৎকালে কর্ম্মালয়ে দুইটি পদ শূন্য হয়, একটি অশীতি এবং অপরটি ত্রিংশৎ টাকা বেতনের। বৃদ্ধ সাহসে ভর করিয়া শেষোক্ত পদে ছয় মাস কাল পরীক্ষায় অর্দ্ধেক বেতনে ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিযুক্ত করিয়া, কম্পিত হৃদয়ে সাহেবের অনুমতি চাহিতে গেলেন। সাহেব চারুকে একে-

ধারে অশীতি টাকার পদে নিযুক্ত করিলেন; এবং প্রধান কর্ম্মচারীর অসন্তোষ ও ভয় দৃষ্টে কহিলেন "ডরোমৎ, তোমারা ভাতিজা অভি তোমারা হি কাম্ মেঁ লায়েক্ হায়্।" পর দিন স্বস্ত্যয়ন, তুলসী ও সিদ্ধেশ্বরী পূজার আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্রাদি চারুচন্দ্রের উত্তরীয় বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়া কর্ম্ম স্থানে বসাইলেন। এমত সময় লালা বিজয় সিংহ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মপ্রার্থী ব্যক্তিকে লইয়া কাশীনাথের নিকট উপস্থিত হইল। কাশীনাথ আবেদন পত্র দেখিয়াই প্রথমে ভীত হইলেন, পরে তদুপরি রেমণ্ড সাহেবের আদেশ পাঠে নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু পাছে লালা সাহেব অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে মনে মনে মুস্কীল আসানের পূজার জন্য দশ টাকা মানিলেন। আগন্তুককে ত্রিশ টাকার পদে বসাইলেন।

লালা ইত্যবসরে কর্ম্মালয়ে গেলেন। যাইবা মাত্র কর্ম্মচারীগণ সশঙ্কভাবে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে মনোযোগ দিল এবং গাত্রোত্থান পুরঃসর তাঁহাকে অভিবাদন করিল। লালা চারুচন্দ্রের নিকট গিয়া কহিলেন "চারু! তোমার এত উচ্চপদ প্রার্থনা করা উচিত হয় নাই। যাহাহউক এক মাস পরীক্ষা কালের মধ্যে সম্যক্ দক্ষতা প্রদর্শন না করিতে পারিলে পদচ্যুত হইয়া তোমার উপযুক্ত ত্রিশ টাকা বেতনের পদে নিযুক্ত হইবে। চারু কহিলেন "জেঠা মহাশয় ঐ কর্ম্মই আমার জন্য প্রার্থনা করেন, সাহেব নিজে এই পদ প্রদান করিয়াছেন।" এতচ্ছ্রবণে লালা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এই চালাক বাঙ্গালী যুবা নিজগুণে উদ্ধত রেমণ্ডকেও বশীভূত করিয়াছে! যাহা হউক ইহার অভ্যুদয়ে বাধা না দিলে আমার মান থাকা দায়। মান মনুষ্যজীবনের সারাংশ ভদ্রলোকের প্রাণবায়ু। যদি এই যুবাকে কেহ কেহ ক্ষমতা ও গুণে আমার সমতুল্য জ্ঞান করে, অবশ্যই আমার অদ্বিতীয় মান খর্ব্ব হইবে, সুতরাং আমার জীবন মৃত্যু অপেক্ষা প্রার্থনীয় হইবেক না!

কর্ম্মালয়ে সকলেই জানিত বিজয় সিংহ সর্ব্ব গুণান্বিত ও সাহেবের অসাধারণ প্রিয়পাত্র। এক্ষণে চারুচন্দ্রের বিনয়নম্র গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে তাঁহারা চারুকেই সমধিক ভক্তি করিতে লাগিলেন। বিজয়ের কীর্ত্তি সূর্য্য কিরণের ন্যায়; দোষ গুণ বিচার করা দূরে থাকুক দেখিতেই ভয় হয়। চারুচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না সকলকে মুগ্ধ করিলেক। লোক যেরূপ কার্য্য কালে সূর্য্যালোক প্রার্থনা করে, কিন্তু চন্দ্রালোকের শোভা নিঃস্বার্থভাবে

দেখে, কর্ম্মচারীরা কর্ম্ম প্রার্থনায় বিজয়ের প্রশংসা করিতেন এবং নিঃস্বার্থ-ভাবে চারুর গুণানুবাদ করিতেন।

লালা বিজয় সিংহ কে? কেনই বা রেমণ্ড সাহেব তাঁহার এত অনুরোধ রক্ষা করেন? সাহেবের পরিবারের সহিত তাঁহার এত যোগ কেন? তাহার গূঢ় মর্ম্ম রেমণ্ড সাহেবই জানেন। সকলে এই মাত্র শ্রুত আছেন রেমণ্ড সাহেবের ভগিনীর পালনপুত্র বিজয় সিংহ। মৃত সহোদরার অনুরোধে রেমণ্ড বিজয়কে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। জাত্যভিমান প্রযুক্ত তাঁহাকে ইংরাজী বেশ পরিতে দেন না, নচেৎ স্বপরিবারের ন্যায় দেখেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রমণী দ্বয়।

রেমণ্ড সাহেব বাটীতেই কর্ম্মালয়ের অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন সুতরাং বসুজ মহাশয়কে সর্ব্বদাই ম্লেচ্ছ ভবনে গমন করিয়া স্নান করিতে হইত। এক্ষণে চারুকে যোগ্য দেখিয়া তিনি প্রয়োজন হইলে প্রায়ই তাহাকে সাহেবের বাটীতে পাঠাইতেন। চারুচন্দ্রের গুণানুবাদ শুনিয়া বিবিরা তাঁহাকে দেখিবার জন্যে কৌতূহলাক্রান্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বেশ ও ইংরাজী রীতি নীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা দৃষ্টে তাঁহারা প্রথম প্রথম তাঁহাকে সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় দেখিতেন। পরে সমধিক বাক্যালাপে তাঁহার আন্তরিক গুণ অপরিচিত রহিল না। সকলে তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মনুষ্যের মুখশ্রীতে স্বভাব প্রকাশ পায়, অথবা আমরা যাহার যে গুণ আছে জানি তাহার তদনুরূপ মুখশ্রী কল্পনা করি, ইহা সন্দেহ স্থল। আমরা যাহাকে সুচতুর জ্ঞানবান্ জানি, তাহার চক্ষু হইতে যেন জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে দেখা যায়। যাহাকে ক্রোধী জানি তাহার ভ্রূতে যেন ক্রোধ আক্রোশ করিতেছে দেখিতে পাই। যাহাকে অসচ্চরিত্র জানি, তাহার কাম যেন প্রতি ব্রণেই প্রকাশ পায়। ফলতঃ যাহাকে ভাল বাসি তাহার মুখশ্রীও সুন্দর দেখি, যাহাকে মন্দ জানি তাহার বাহ্য আকারও বিশ্রী দেখি।

প্রথমে চারুচন্দ্রের বর্ণ, দেহের আয়তন এবং কথোপকথনে দক্ষতা, বিজয় অপেক্ষা ন্যূন দেখিয়া হেলেনা ও এমি তাঁহাকে সামান্য বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করিয়াছিলেন। এক্ষণে গুণজ্ঞ হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে অপূর্ব্ব লাবণ্য, তাঁহার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব অঙ্গযষ্টিতে অপূর্ব্ব সুগঠন এবং তাঁহার নিরীহভাবে, বিনয়, সুশীলতা ও সুমধুরতা দেখিতে লাগিলেন। হেলেনা চারুকে বিজয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধম জানিলেন। এমি কাহারও পক্ষপাতিনী ছিলেন না, সুতরাং চারুচন্দ্রের কোমল শ্রী বিজয়ের চঞ্চলাকৃতি হইতে তাঁহার চক্ষের অধিকতর শোভনীয় বোধ হইল। বাস্তবিক চারুচন্দ্র সুন্দর পুরুষ। বয়স দ্বাবিংশ হইবে এবং বিজয় অপেক্ষা দুই তিন বৎসর ন্যূন বোধ হয়। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি গৌরবর্ণ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। সদ্বংশজাত এবং সুশিক্ষিত বলিয়া তাঁহার শ্রী লাবণ্যময়ী, বাক্য মধুময়, দৃষ্টি ভদ্র ও বিনয়নম্র, এবং গতি মনোহর।

বাঙ্গালীসুলভ, যুবজনসুলভ, লজ্জাপ্রযুক্ত চারুচন্দ্র হেলেনা ও এমির সহিত কথোপকথন কালে অধোমুখে থাকিতেন। অনেক দিন যাতায়াত করিতেছেন এক দিনও তাঁহাদের মুখশ্রী দেখেন নাই। এক দিবস দৈবাৎ হেলেনা ও এমির মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, ইহারা দুইটী অপূর্ব্ব রমণী-রত্ন। অনিমেষলোচনে আশ্চর্য্য হইয়া অন্যমনস্কে দেখিতেছেন, এমন সময় প্রগল্‌ভা হেলেনা হাসিয়া কহিলেন "চারু কি দেখিতেছ, আমাদিগের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী দেখিতেছ?" চারু অপ্রতিভ হইয়া অধোমুখ হইলেন। তিনি জানিতেন ইংরাজী রীত্যনুসারে এইরূপ প্রশ্নে উত্তর না দেওয়া অভদ্রতা, এজন্য বলিলেন "বিধাতা আপনাদের দুই জনকে সর্ব্ব বিষয়ে বিভিন্ন করিয়া কিরূপে সমান করিলেন বুঝিতে পারি না, অনেক তুলনা করিয়াও কে ন্যূন দেখিতে পাই না।" চারু অন্যায় বলেন নাই।

হেলেনা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, তাঁহার জ্যোতিতে যেন গৃহ আলোকিত রহিয়াছে—এমির বর্ণ অপেক্ষাকৃত তেজোহীন, কিন্তু অধিকরক্ত শ্বেতমিশ্রিত। হেলেনার সূক্ষ্ম সুবিন্যস্ত কেশপাশ এমনি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত, যে কেহ যেন এক এক গাছি করিয়া সাজাইয়াছে। ঈষদারক্তবর্ণ সিঁথি নিবিড় মেঘাভ্যন্তরস্থ বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে; সাভরণ সুঠাম বেণী মস্তককে উজ্জ্বল করিয়াছে; এবং বিক্ষিপ্ত অলকাগুচ্ছ গৌরবর্ণ মুখপদ্মকে অধিকতর প্রিয়দর্শন করিয়াছে। এমির কেশরাশি তাদৃশ বিন্যস্ত নহে,

সামান্যভাবে একটি শ্বেতবর্ণ পুঁতিগ্রন্থিত জালে আবদ্ধ; তথাপি তাঁহার মস্তক খদ্যোত পরিশোভিত বৃক্ষের ন্যায়, অথবা অমানিশার নক্ষত্রময় গগনের ন্যায় এবং শ্বেত সিথি মন্দাকিনীর ন্যায় শোভনীয় হইয়া, অল্প মনোহর হয় নাই! কুন্তলবিহীন হইয়া এমির সরল চন্দ্রাননের কমনীয় কান্তি যেন অধিকতর স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। হেলেনার লোচনদ্বয় বিশাল, চঞ্চল, ও গতিপূর্ণ; সর্ব্বদাই হাস্যযুক্ত; যাহার উপর সে দৃষ্টি পড়ে, তৎক্ষণাৎ চাঞ্চল্য জন্মায়; সে "কটাক্ষে মুনির মন টলে।" এমির চক্ষু সুদীর্ঘ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, স্থির ও অর্দ্ধমুকুলিত স্নিগ্ধ ও শান্ত-ভাবপূর্ণ, দেখিলে স্নেহের উদয় হয়। হেলেনার চক্ষুর প্রতি অন্যে দৃষ্টি করিতে ভয় পায়; এমির নয়নদ্বয় কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতে ভীত; লজ্জাবতী লতার পত্র যেরূপ স্পর্শ মাত্রে মুদিত হয়, দৃষ্টিমাত্রে এমির সলজ্জ নেত্রদ্বয় মুকুলিত হইয়া যায়। হেলেনার লোচন অপর চক্ষুকে আকর্ষণ করে, এমির নয়ন উপযাচক চক্ষুকে স্থির ও আবদ্ধ করিয়া রাখে। উভয়েরই নাসিকা সুগঠিত, অথচ বিভিন্ন প্রকার; নিজ নিজ আননের উপযুক্ত। এমির নাসারন্ধ্র নিশ্চল, হেলেনার কখন কখন স্ফীত হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। হেলেনার ললাট নিটোল মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং উভয় পার্শ্ব ক্রমে নিম্ন হইয়াছে; এমির অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও শ্বেতবর্ণ। গণ্ডস্থলাপেক্ষা হেলেনার কপোল প্রদেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ, এমির প্রায় সমতল। হেলেনার কপোলের বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছে, কখন লজ্জা ও অভিমানে আরক্ত বর্ণ, কখন বা দুঃখে ও ভয়ে পাংশুবর্ণ। এমির লজ্জা, ভয়, অভিমান সকলই পক্ষ্মদ্বয় নিমীলনেই প্রকাশ পায়। এমির ওষ্ঠাধর অর্দ্ধপক্ব তরমুজের মধ্যভাগের ন্যায়, শ্বেতবর্ণের ভিতর হইতে গাঢ় গোলাপী আভাস প্রকাশ পায়; হেলেনার অধিকতর লালবর্ণ। হেলেনার ওষ্ঠ কিছু সূক্ষ্ম এবং এমির অধর কিঞ্চিৎ স্থূল, নচেৎ উভয়ের বদন সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর। রমণীরা সূক্ষ্ম ওষ্ঠ, মুখরার চিহ্ন বলিয়া নিন্দা করেন; কিন্তু তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ হেলেনার সূক্ষ্ম সচঞ্চল হাস্যবিস্ফারিত বিম্বোষ্ঠ পরিশোভিত মুক্তামালা সদৃশ দশন পঙক্তি দেখিলে, সহৃদয় ব্যক্তিরা বুঝিবেন, সৃষ্টির কোন বস্তুরই সহিত তাহার তুলনা হয় না। সে হাস্যে অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হয়। ক্ষণেকের জন্যও মনের অন্ধকার মুক্ত হয়, দুঃখ দূর হয়। এমির অধরের কোমল ভাগ কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ বলিয়া অপেক্ষাকৃত স্থূল দেখায়, তাহাতে সৌন্দর্য্যের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে।

স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য জনিত এমির হাস্যাভাব, তদীয় অধরের সুমধুর ভঙ্গীতে বিলক্ষণ মোচন হইয়াছে। গোলাপের দলের ন্যায় সরস অধর কি রমণীয় হইয়াছে! বোধ হয় যেন বদন হইতে অনবরত অমৃত ধারা নিঃস্যন্দিত হইতেছে। আবার ঈষদ্ধাস্যকালীন যিনি একবার এমির কমনীয় ওষ্ঠাধরের ঈষৎ সঞ্চালন, ঈষৎ বিকম্পন দেখিয়াছেন, সরোবরের বাতকম্পিত তরঙ্গোপরি প্রতিবিম্বিত শরচ্চন্দ্রের নৃত্য আর তাঁহার নিকট শোভা পায় না! একের আনন কিঞ্চিৎ গোল, অন্যের কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। হেলেনার আনন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও সুসজ্জিত, এমির—চন্দ্রের ন্যায় বিশদ। স্থূলকায় প্রযুক্ত হেলেনার দীর্ঘতা এবং কৃশতা প্রযুক্ত এমির খর্ব্বতা, অনুভব হয় না। তদ্ভিন্ন উভয়েরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সুগোল ও সুকোমল। বোধ হয় যেন কোমল মাংস পেশীমাত্রেই শরীরদ্বয় গঠিত হইয়াছে; অস্থির অস্তিত্ব সন্দেহ স্থল।

হেলেনার বয়স ষোড়শ বৎসর, নবযৌবনা। যৌবনের লালিত্য, শ্রী, স্বর ও গতিতে প্রকাশ পাইতেছে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সৌরভ ছুটিতেছে। এমি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া, যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন, এখন বালিকা বা তরুণী উভয়ই বলা যায়। বালস্বভাবসুলভ চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে যৌবনের গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। প্রণয় কাহাকে কহে জানেন না, কিন্তু হৃদয় মুকুলিত, অনুরাগ হিল্লোল স্পর্শে অল্প দিনেই বিকশিত হইতে পারে। যৌবনোচিত লালিত্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পূর্ণিতা প্রাপ্ত হইতেছে। হেলেনার সৌন্দর্য্য যুবজনেরই আকর্ষক—এমির মাধুর্য্য বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই মনোহারী। একের নিশ্চিন্ত তরলভাব, অন্যের চিন্তাশীল গম্ভীরভাব। উভয়েই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—কুটিলতা ও কপটতা কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না। হেলেনা স্পষ্টবাদিনী সরলা, এমি বিশ্বস্তহৃদয়া সরলা। হেলেনা মনের ভাব গোপন করিতে পারেন না, স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এজন্য তিনি প্রগল্‌ভা বলিয়া খ্যাত। অভিমান, ভয় ইত্যাদি ভাবোদয় হইলেই হেলেনা বাক্যেতে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। এমি মৌনস্বভাব; ভাবোদয়ে মুকুলিতাক্ষি হইয়া অধোবদনে নিরুত্তর থাকেন। হেলেনা তর্কে পরাজিত হইয়াও পরাজয় করেন, এমি বিজয়ী হইয়াও পরাজিত হয়েন। হেলেনা প্রস্ফুটিত মল্লিকা ফুল, দূর হইতে সৌরভে ও সরল শ্বেতবর্ণে বিলাসীগণকে আকর্ষণ করে। এমি গোলাপ মুকুলের ন্যায়, তাঁহার অনতি পরিস্ফুট রূপ, অনতি পরিস্ফুট সৌরভ অল্প লোককে আকর্ষণ করে, কিন্তু

কেহ যদি যত্নে গ্রহণ করেন, মধুর গন্ধে তৃপ্ত হইতে থাকিবেন, কদাপি বিরক্ত হইবেন না; বরং ক্রমে অধিকতর সৌরভ ভোগ করিবেন।

অঙ্গ সৌষ্ঠব দৃষ্টে এবং প্যারিবারিক অবস্থা দৃষ্টেও হেলেনাকে এমির সহোদরা বোধ হয় না, অথচ তিনি নিতান্ত এমির সহচরীর ন্যায় নহেন; মেরও সাহেব তাঁহাকে বিলক্ষণ ভাল বাসেন। হেলেনা কে? তাহার উত্তর এক্ষণে দেওয়া যাইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

(স্বেচ্ছাচারিণী বঙ্গবালা—হেলেনা কে?)

কালীঘাটে কোন এক কুলীন ব্রাহ্মণের দুই তিনটী কন্যার মধ্যে ইন্দুমতী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। উপযুক্ত পাত্রাভাবে ইন্দুমতীর পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। ইন্দুমতীর একটী ভ্রাতা কালেজে পড়িতেন। তিনি দেশের কুরীতি ও পিতার কুলাভিমান সংশোধনে অক্ষম। পাছে, ভগিনীগণ বিবাহাভাবে বিপথগামিনী হয়েন, তাঁহাদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য স্বয়ং বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। মধ্যমা ইন্দুমতী সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শিনী হইলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজী এক রকম শিখিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে যখন ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল হইল, মন যৌবনমদে মত্ত হইল, এবং হৃদয় সাহসে পূর্ণ হইল, ইন্দুমতী দেশীয় কুরীতির প্রতি মনে মনে খড়্গাহস্ত হইলেন এবং "সামাজিক নিয়ম যদি আমাদের অমঙ্গল করে, আমরা প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক, সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিবিধান করিব"—এই মনে করিয়া প্রতিবেশী এক নব্য সুশিক্ষিত কায়স্থ সন্তানকে পতিভাবে মনোনীত করিলেন। উভয়ের প্রণয় দৃঢ় হইলে এক দিবস ইন্দুমতী কহিলেন "প্রিয়তম! যদি তুমি আমাদের গোপনীয় প্রতিজ্ঞা সামাজিক বিবাহ বন্ধনের ন্যায় সুদৃঢ় ও জীবনব্যাপী বোধ কর এবং আমাকে একমাত্র সহধর্ম্মিণী জ্ঞান করিয়া অন্য কোন স্ত্রীকে পত্নী বা উপপত্নী ভাবে গ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমার চিরদাসী হই। নচেৎ দেশ রীতি ভয়ে গোপনে বিবাহ করিতেছি বলিয়া আমি

স্বৈরিণী বা ভ্রষ্টা নহি, বিবাহিত পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করা দুরে থাকুক, মনেও স্থান দিব না। তোমার যদি এত সাহস না থাকে, আর আমায় প্রণয়ের কথা কহিও না। আমি তোমাকে হৃদয়ে পতিরূপে বরণ করিয়া চিরদিন অবিবাহিতাবস্থায় থাকিব।" রূপবতী, যুবতী, বিদ্যাবত ও সরলা স্ত্রীর এক অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে—ইন্দুমতীর কথা কায়স্থ যুবা অবহেলা করিতে পারিলেন না, উহাঁদের গান্ধর্ব্ব বা সম্মতিবিবাহ হইল।

কয়েক মাস পরে ইন্দুমতী ও তাঁহার ভগিনীগণের এক বর স্থির হইল। ইন্দুমতী বিলক্ষণ বুঝিলেন কৌলীন্যপ্রিয় পিতা কোন মতে তাঁহাকে উপস্থিত সঙ্কট হইতে মুক্তিদান করিবেন না। আর পৌরজনেরা গোপন বর্ণসঙ্কর বিবাহে অনুমোদন করিবে না, বরং 'গুপ্ত প্রণয়' কুলীন কন্যার চির রীতি বলিয়া উপেক্ষা করত অধিকতর জিদের সহিত বিবাহ দেওয়াইবেন। সুতরাং তাঁহার মনোগত প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলে কলঙ্ক মাত্র রটনা হইবেক, অব্যাহতি হইবে না। তখন নিরুপায় ভাবিয়া ইন্দুমতী স্বীয় স্বামীর সহিত পলায়ন করিয়া কাশীবাসী হইলেন। যুবা তথায় কোন এক পদে নিযুক্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়ে স্ত্রীপুরুষ ভাবে থাকেন; কিন্তু ইন্দুমতী গোপন ব্যবহারের লোক নহেন। জিজ্ঞাসিতা হইলে আপনাদিগের প্রকৃত পরিচয় দানে কুণ্ঠিতা হইতেন না। হইবেনই বা কেন? তাঁহার বিবেচনায় তাঁহাদের কার্য্য নির্ম্মল বরং শ্রেয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কিন্তু লোকে তাঁহার অভিনব সামাজিক শাস্ত্র বুঝিবে কেন? তাঁহাদের অবস্থা লোকে জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে উপপতি উপপত্নী জ্ঞান করিতেন। সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে ইংরাজী ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। ইন্দুমতী প্রায় গাউন্ পরিয়া মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। রেমণ্ড সাহেব কিশোর বয়সে যখন বিলক্ষণ লম্পট ছিলেন, ইহাঁকে প্রেম চক্ষে দেখেন এবং অর্থলোভ সুখ লাভাদি নানা প্রলোভনেও তাঁহার সতীত্ব নাশ করিতে পারেন নাই। পরে ইন্দুমতী বিধবা হইলেন। একে অসহায়া বিদেশিনী, আবার সামাজিক অবস্থায় শ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিচিত নহেন। সামান্যা সন্দিগ্ধচরিত্রা নারীবোধে লম্পটেরা তাঁহাকে হস্তগত করিতে পর্য্যুৎসুক হইয়া অল্পেই বুঝিল ইন্দুমতী তাদৃশী নহেন। যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিতাবলম্বনে ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন ও দুষ্টগণের বিরক্তি হইতে অব্যাহতি পাই-

লেন বটে; কিন্তু ক্রমে তাঁহার উপজীবিকার হ্রাস হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ ব্যতীত আর শরীর ও ধর্ম্ম রক্ষার উপায় নাই। পতি গ্রহণ, তাঁহার অভিনব সামাজিক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। তখন তিনি রেমণ্ড সাহেবকে বিবাহ করিতে সম্মতা হন। রেমণ্ড সাহেব ইন্দুমতী ব্যতীত অন্য কোন নারীকে আর পত্নী বা উপপত্নী ভাবে গ্রহণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করিলেন। এক্ষণে ইন্দুমতী জাত্যভিমান প্রযুক্ত আর বিবি বেশ ধরিতেন না; সাহেবকে বারাণসী সাটী, ও দেশীয় অলঙ্কারাদি দিতে হইত! ইন্দুমতী সহবাসে রেমণ্ডের লাম্পট্য দূর হইয়াছিল। কিন্তু ধূর্ত্ত রেমণ্ড সেই নিরীহ কায়স্থ যুবার ন্যায় প্রতিজ্ঞাপরায়ণ নহেন, গোপনীয় প্রতিজ্ঞাপালনের লোক নহেন। অর্থ লোভে লোলুপ হইয়া গোপনীয় প্রতিজ্ঞাকে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি এন্‌কে বিবাহ করেন। ঐ বিবাহ ভিন্ন স্থলে সম্পন্ন বলিয়া ইন্দুমতীর অগোচর ছিল। বিবাহ বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ইন্দুমতী সংসারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বিধবা বেশ ধারণ করিলেন। ইন্দুমতী অন্যের ভোগ্য পুরুষ সহবাস নিতান্ত ঘৃণা করেন। তখন তিনি সামাজিক নিয়ম হেলন এবং গোপন বিবাহ জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অন্তরে এরূপ আঘাত পাইলেন, যে দুই বৎসর কাল পীড়িত রহিলেন। ইন্দুমতী এ সময়ে গর্ভবতী না থাকিলে হয় ত এক দিন আত্মহত্যাও করিতেন। ঐ দুই বৎসর কাশীতে বিধবা বেশে রহিলেন। পরে সাহেবের ঔরসজাতা কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। কন্যার নাম প্রভাবতী। প্রভাবতীর রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার জন্য সাহেবের অনেক ব্যয় হইতে লাগিল। লজ্জা ভয়ে তাহাকে স্বভবনে আনিতে পারেন নাই।

এমি গর্ভে বিবি রেমণ্ড ইংলণ্ডে গমন করেন এবং এমির ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতাস্থ কোন আত্মীয়া বিবির নিকট বালিকাটিকে শিক্ষার্থে রাখিয়া এন্ স্বীয় স্বামীর কর্ম্ম স্থানে যান। এমি ভদ্রবংশোচিত সুশিক্ষা পাইলেন, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষতা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার প্রতিপালিকার অগোচরে ধর্ম্মযাজিকা স্ত্রীগণের সাহায্যে অল্প অল্প বাঙ্গালা ভাষাও শিখিলেন। উহাঁদের সহিত এমির প্রণয় জন্মিল। তিনি তাঁহাদের সহিত ভদ্র বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে গিয়া দেখিতেন বাঙ্গালীরা নিতান্ত অসভ্য জন্তুর ন্যায় নহে। তাঁহাদেরও ভাবভঙ্গী রীতি নীতি মনুষ্যের ন্যায়, ভদ্র বিবিদের ন্যায়। কেবল তাঁহাদের বেশ

অভব্য ও অসভ্য। এমির প্রতিপালিকাও রেমণ্ড সাহেবের ন্যায় জাত্যভি-মানী। এমি হীন বাঙ্গালীর বাটীতে যায় শুনিয়া অনেক ভৎর্সনা করি-তেন। এমিও ধর্ম্মযাজিকাগণের বাক্যানুসারে কহিতেন সকল মনুষ্যই এক আদমের সন্তান, এক ঈশ্বরের সৃষ্টি ও প্রতিবিম্ব; ত্বকের বর্ণ দৃষ্টে ভ্রাতাকে ঘৃণা করা পাপ। এ কথায় নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সেই বিবি রেমণ্ড সাহেবকে লিখিয়া এমিকে তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। এমি এরূপে পাদরি বিবিদের কুৎসিত দৃষ্টান্ত হইতে রক্ষিত হইলেন! কিন্তু সমবয়স্কাভাবে সর্ব্ব-দাই দুঃখিতা থাকেন। তদ্দৃষ্টে রেমণ্ড প্রভাবতীকে সঙ্গিনী করিবার প্রস্তাব করেন; এন্‌ও সম্মতা হন। সাহেবের খরচ বাঁচিল। বিবিও এমিকে তৎসহবাসে হৃষ্টমনা দেখিয়া প্রভাবতীকে কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগি- প্রভাবতীর নাম হেলেনা রহিল এবং এমির অনুরোধে তাঁহার বাঙ্গালী বেশ দূর হইয়া ইংরাজী বেশ হইল। এমি হেলেনার নিকট গোপনে বাঙ্গালা শিখিতে লাগিলেন, হেলেনা এমির নিকট ইংরাজী রীতি নীতি শিখিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(বিজয়ের দুরাশা ও অদ্ভুত দর্শন শাস্ত্র—বসুজা
মহাশয়ের ভয়।)

এই অল্প দিনের পরিচয়েই পাঠকবর্গ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, হেলেনা বিজয়া-নুরাগিণী; তাহার এই যৌবনসুলভ বদান্যতা সুপাত্রে পতিত ও গুরুজনানু-মোদিত। কিন্তু বিজয় কি প্রণয়রূপ করপ্রসারণে হেলেনার কোমল হৃদয় আলিঙ্গন করেন? পূর্ব্বে বলা গিয়াছে বিজয়ের বিবাহে মত নাই—তাহার মর্ম্ম কি? বিজয় হেলেনাকে ঘৃণা বা অবহেলা করেন না। প্রত্যুত কখন কখন হেলেনার সৌন্দর্য্য, যৌবন, প্রেম দৃষ্টি ও মধুর ভাবে আকৃষ্ট হইয়া বিজয়ের মনে যুবজন-প্রার্থনীয় রমণীরত্ন লাভে ঔৎসুক্য জন্মে। হেলেনার বিদ্যা বুদ্ধি, বাঙ্‌নৈপুণ্য ও অকপট প্রেম দেখিয়া বিজয়ের মন কি অচল থাকিতে পারে? তাঁহার হৃদয় রক্তমাংসময়, পাষাণনির্ম্মিত নহে! বিশুদ্ধ প্রেম উদাসীনের নীরস হৃদয়েও প্রেম রস সঞ্চার করিতে পারে। অতএব বিজয়ের মনে কখনও যে প্রণয়েচ্ছা উদয় হইত না তাহা বলা যায় না। কিন্তু

উদয় হইবামাত্র পুরুষোচিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সে ইচ্ছাকে নিলীন করিয়া ফেলিত।

বিজয়ের হৃদয় মানেচ্ছায় পূর্ণ; উচ্চাশা করা তাঁহার স্বাধীন মনের নিত্য অলঙ্কার। অদ্বিতীয় প্রশংসাপাত্র হইবেন নচেৎ তাঁহার জীবন বৃথা! যাহাতে মান বৃদ্ধি হয় তাহাই শ্রেয়ঃ—যাহাতে খর্ব্ব হয় তাহা হেয়। বিজয় সুবিবেচক, সাহসিক, সরল ও সদয় পুরুষ। কিন্তু তাঁহার মানের পথে কেহ কণ্টক প্রদান করিলে, তিনি অভীষ্ট সাধনার্থ রাভসিক, ভীরু, খল ও নির্দ্দয় কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহারেও ঘৃণা বোধ করেন না। মানেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জেদও বিলক্ষণ আছে। রেমণ্ড বংশীয় অহঙ্কার, হিন্দুস্থানীর সাহস ও জেদ এবং বাঙ্গালীর চাতুরী ও বুদ্ধি কৌশল তাঁহাতে একত্র বাস করে। মনুষ্যের হৃদয়ে একটী ভাবের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইলে অন্যান্য ভাবচয় স্থান পায় না তদ্দ্বারা হৃদয় এরূপ আবৃত থাকে যে অন্য ভাবোত্তেজক অবস্থার সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎকার সংঘটন হয় না। মানেচ্ছা বিজয়ের প্রেম-প্রবণ তরুণ হৃদয়কে কোমল শঙ্খ শম্বুকের ন্যায় এরূপ কঠিন আবরণে আবৃত করিয়াছে, যে বজ্রভেদী সুতীক্ষ্ণ প্রেমও তাহা ভেদ করিতে পারে না। অন্যমনস্কে অসাবধানে হেলেনার প্রণয়বাণে বিদ্ধ হইলে অমনি সচেতন হইয়া সে বাণ উৎক্ষেপপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকবচ পরিধান করেন। প্রণয় তাঁহাকে পরিণয়ে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। বিবাহে যদি মান বৃদ্ধি হয়, তবে বিবাহ করিতে পারেন। জারজা, পরান্নভোগিনী বাঙ্গালী কন্যা প্রভাবতী, সহস্র গুণবতী হইলেও, তৎসম্মিলনে অহঙ্কারী বিজয়ের মানহানি বোধ হয়। স্নিগ্ধস্বভাব অথবা যুবজনোচিত নার্য্যনুরাগ * প্রযুক্ত হেলেনাকে স্পষ্টতঃ নিরাশ করিতে চাহেন না। বিজয়ের ইচ্ছা এমিকে বিবাহ করেন। হেলেনা তাঁহার চক্ষে অধিক সুন্দরী, কিন্তু এমি সদ্বংশসম্ভূতা। প্রণয়ার্থ হেলেনা প্রার্থনীয়া, বিবাহার্থ এমি প্রার্থনীয়া।

বিজয়ের ন্যায় ব্যক্তির জাত্যভিমানী রেমণ্ড বংশে বিবাহেচ্ছা দুরাশা মাত্র। কিন্তু তিনি মানার্জ্জন জন্য অসম্ভব আশাও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন এবং তাহা সম্ভব করণার্থ আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও অধ্যবসায় প্রকাশে ক্রটি করেন না। তিনি ভাবিলেন সরল নির্ব্বোধ বালিকা এমিকে কৌশলে প্রেম

---

* নারী + অনুরাগ—নার্য্যনুরাগ (Chivalry)

জালে বদ্ধ করিতে পারিলে, হয়ত একমাত্র কন্যার সুখার্থে, সদয়া এনের অনুরোধে, রেমণ্ডের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে পারে। ইউরোপীয় বেশ ধারণে তাঁহার বর্ণ ও আকার প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং বিদেশে নাম ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিলে এ বিবাহ অসংলগ্ন বোধ হইবেক না অতএব এমির হৃদয়ে প্রণয় উদ্ভাবন অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট সুখ্যাতি ও সম্মানভাজন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধে প্রণয় মান হইতে উৎপন্ন—কারণ মানই সকল ভাবের মূল, সকল কার্য্যের উত্তেজক। এই অদ্ভুত দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে তিনি এমির মনে চারুর প্রতি অনুরাগ আবিষ্কার করিলেন। এমি চারুর গুণানুবাদ ও সমাদর করেন, ইহাতেই প্রণয় লক্ষণ বুঝিয়া তিনি ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার চক্ষে চারুকে দেখিতে লাগিলেন। একেত চারুর প্রতি বিষদৃষ্টি, আবার সে এমির হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছে এই বোধে তাঁহাকে অসূয়া দৃষ্টিতে দেখিলেন। চারুর একটি ভ্রম, একটি দোষ দেখিবা মাত্র, এক খানিকে সাত খানি করিয়া এমির নিকট পরিচয় দিতেন, যে চারুর প্রতি অসম্ভ্রম ও অশ্রদ্ধা জন্মে। এমি বিশ্বাস না করিলে তর্কের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে যাইতেন। তর্কে পড়িয়া তর্কের অনুরোধেই এমি চারুর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার দোষ ক্ষালন ও গুণানুবাদ করিতেন। ক্রমে চারুর পক্ষাবলম্বন প্রযুক্ত এমি যথার্থ তাঁহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। আর তিনি চারুর দোষ মাত্রও দেখিতে পান না, বাঙ্গালী বলিয়াও ঘৃণা করেন না।

অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় এমি চারুচন্দ্রকে ভাল বাসিতেন। তাঁহাকে দেখিতে বা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে আনন্দ বোধ করিতেন। চারুও এমির স্নিগ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। কর্ম্মোপলক্ষে এমির সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথন করিতে পাইলে বড়ই প্রীত হইতেন। বস্তুতঃ উভয়েরই মনে অল্প অল্প অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুরাগ ভ্রাতৃস্নেহও নহে, সৌহৃদ্যও নহে, প্রণয়ও নহে। এক ভাবাপন্ন আত্মাদ্বয়ের পরস্পর স্বাভাবিক আকর্ষণে যে ঐক্য, যে অনুরাগ জন্মে, উহা তাহাই। এ অনুরাগ অতি সাধারণ, অতি মৃদু। উভয়ের বংশ-মর্য্যাদায় ঐক্য থাকিলে ভ্রাতৃস্নেহ বলা যাইতে পারিত, অবস্থার ঐক্য থাকিলে ইহা সৌহৃদ্যে পরিণত হইত, এবং সম্মিলনের সম্ভাবনা থাকিলে ইহা হইতে প্রণয়ও উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু এমি ধনী, মানী. ইংরাজী বিবি ও

প্রভুকন্যা—চারু দরিদ্র বাঙ্গালী ও সামান্য কর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, সৌহৃদ্য বা প্রণয় কিছুই সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহাদের সে অনু-রাগ সামান্য অনুরাগ মাত্র রহিল।

বিজয় ভাবিলেন যত দিন চারুচন্দ্রের গুণ এমির সম্মুখে প্রকাশ পাইবে, বিজয়ের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং তাঁহার দর্শন শাস্ত্র মতে প্রণয় হইবারও সম্ভাবনা নাই। অতএব চারুকে দূরীভূত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি কৌশলে চারুকে দূর দেশে পাঠাইলেন। তৎকালে একদল পীড়িত সেনাকে নৈনিতাল পাঠান হইতেছিল, তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু আয়োজনার্থ এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি আবশ্যক। বিজয়ের পরামর্শে চারুকেই পাঠান হইল। সেনার সহিত দূরে যাইতে হইল, পিতৃ-তুল্য বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য বন্ধুগণকে ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া চারু দুঃখিত হইলেন। অল্প দিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এই আশায় এবং প্রভু-কার্য্যে অবহেলা অনুচিত বোধে মনকে শান্ত করিলেন। দুই মাস গতে চারু প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দৈব, মীরট চারু শূন্য করিবার এক অভাবনীয় উপায় বিজয়কে করিয়া দিল। আসিবা মাত্র বসুজ মহাশয় চারুচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেশে যাইবেন বলিলেন।

তৎকালে মীরট প্রদেশের সিপাহীগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ ও গোলোযোগ জন্মিয়াছিল। "রাইফেল্" নামক নূতন প্রকার বন্দুক এবং তদুপযোগী "কারট্রিজ" (অর্থাৎ বারুদের মোড়ক) ব্যবহার শিক্ষা জন্য দমদমা, এবং অম্বালাতে এক একটী শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। উক্ত কারট্রিজ এক প্রকার চিক্কণ কাগজে প্রস্তুত এবং চর্ব্বীদ্বারা সংলগ্ন। ব্যবহার কালে তাহা দন্তদ্বারা কর্ত্তন করিতে হইবেক। অনেক দিন অবধি সিপাহীরা কোম্পানীর উপর বিরক্ত ছিল। ইংরাজেরা বলে ও কৌশলে হিন্দু জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবেন এই ভয় তাহাদের মনে প্রবেশ করিয়াছিল। কর্ণেল হুইলার প্রভৃতি ধর্ম্মযাজক সেনাপতিরা স্পষ্টই সিপাহীদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে হিন্দু বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হইল। ১৮৫৬ সালে সিপাহীগণকে ভারত ত্যাগ করিয়া সমুদ্র পার হইতে হইবেক আজ্ঞা হইল। ইহাতে বলপূর্ব্বক ভারতের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা গোরা লোকের অভিপ্রায় যেন স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। এক্ষণকার দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ ও তাড়িত-বার্ত্তাবহ সংস্থাপন, নির্ব্বোধ সিপাহীরা উক্ত অভিপ্রায়ের উপায় বলিয়া স্থির করিল।

তাহারা ভাবিল পাছে সিপাহীরা বাধক হয়, এজন্য অল্প দিন হইল বিধর্ম্মী শিখগণকে ইংরাজেরা সেনাভুক্ত করিয়াছে। অতএব শীঘ্রই এক জনরব হইয়া উঠিল, যে উক্ত কারট্রিজ কাগজে গো এবং শূকরের বসা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া আছে, যে দন্তদ্বারা টোটা কাটিলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীর জাতি নষ্ট হইবে। গৃহে স্থান না পাইয়া জাত্যন্তর হইয়া তাহারা খৃষ্টান হইবে এবং তাহাদের সাহায্যে তাবৎ হিন্দু মুসলমানগণকে বলদ্বারা খৃষ্টান করা হইবেক। বারাক্‌পুরে সর্ব্বদাই রজনীতে (ব্যারাকে) সৈনাগারে অগ্নি লাগিতে লাগিল। ২২এ জানুয়ারি দমদমার রাইট্ সাহেব এই অসন্তোষের বিষয় বারাকপুরের সেনাপতি "হিয়ারসে" দ্বারা গবর্ণমেণ্টে সংবাদ দিলেন। ২৭ জানুয়ারি গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিলেন, বসার পরিবর্ত্তে সিপাহীরা নিজে নিজে যে কোনরূপ আটা ব্যবহার করুক এবং শিক্ষাকালে টোটা দন্তদ্বারা কর্ত্তন না করিয়া হস্তদ্বারা ছিড়িবার অনুমতি দেওয়া হইল। তথাপি অসন্তোষ গেল না।

হিন্দুদিগের এই কুসংস্কার দেখিয়া মুসলমানেরা পুনর্ব্বার রাজত্ব পাইবার আশা করিতে লাগিলেন। এক জনরব তুলিয়া দিলেন যে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যাপহরণ করে, ১৮৫৭ সালে একশত বৎসর হইল,—এইবারে তাহাদের রাজত্ব নাশ হইবে; কারণ ভারতবর্ষে একশত বর্ষের অধিক কোন জাতিই রাজ্য করিতে পারে না। অন্যান্য দুষ্ট লোকের চেষ্টায় সিপাহীদিগের জ্ঞাপনার্থ ভিতর ভিতর দূত প্রেরিত হইল। পশ্চিমে প্রতি পল্লীতে পাঁচ ছয় খানি করিয়া চপাটী চৌকীদারগণ দ্বারা চালিত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সিপাহীদের পরামর্শ চলিতে লাগিল। ইংরাজেরা ব্যতীত সকলেই বুঝিলেন কোন এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিবেক। আবার মীরটে এক জনরব উঠিল, যে সিপাহীদের খাদ্য আটাতে মৃত দেহের হাড়গুঁড়া মিশ্রিত করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত ভীত হইয়া একে একে বিদায় লইল। কাশীনাথও ভীত হইয়া দেশে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তদভাবে কর্ম্মালয়ের গোলযোগ ঘটিবে বলিয়া রেমণ্ড সাহেব ছুটি দিলেন না। চারু নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু বিজয় নিজ অভিসন্ধি সাধনের জন্য উপায়ান্বেষণে রহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

(বিদ্রোহের সূত্রপাত—টোটাকাটা—৩৪শ ও ১৯শ পল্টন—
কলিকাতার ভয়—মঙ্গলপাঁড়ে—চারুর অভ্যুদয়।)

এই টোটা কাটার বিষম ব্যাপারটির সূত্রপাত প্রথমে বারাকপুরেই হয়। কথিত আছে, একদা এক ব্রাহ্মণ জাতীয় সিপাহীর নিকট এক চামার উপস্থিত হইয়া কূপ হইতে জলোত্তলন করিতে যাওয়াতে, নীচ জাতি বলিয়া সিপাহী সগর্ব্বে তাহাকে দূরে থাকিতে কহিল। চামার বিদ্রূপ ভাবে উত্তর দিল "ক্যা ? সিপাহীকা জাত হায়্! তোমারা জাত মারনেকা কস্‌দ্ হোতা হায়্; মেরে দোকান্ পর্ আকে দেখ্‌লিজো টোটেমেঁ গাউকা চর্ব্বী লগা দেতাহুঁ' উহি টোটে তোম্‌লোগ্‌কো দাঁত্ সে কাট্‌নে হোগা! কিস্ তরহসে জাত বঁচাও গে ?" তদবধি সিপাহীরা ভীত ও সন্দিগ্ধ হইয়া নানা প্রকার অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। কখন বা সৈন্যাধ্যক্ষগণের নিকট অভিযোগ করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা অবিশ্বাস করে, কখন বা গোপনে দলবদ্ধ হইয়া কুপরামর্শ করে। এই অসন্তোষের কারণ অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, যে নূতন কার্‌ট্রিজ প্রস্তত করিতে যে সংলগ্নক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা মোম ও বসা যুক্ত। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে ঐ বসা আয়োজন কালে যাহাতে ঘৃণিত গো বসা না থাকে এরূপ কোন যত্ন লওয়া হয় নাই। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রস্তত কার্‌ট্রিজ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। সন্দেহ অতি ভয়ানক ভাব! একবার কোন হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করে এবং ইহা সহজে অপনীত হইবার নহে। প্রভুভক্ত সিপাহীগণ, যাহারা কোম্পানীর লবণ খাইয়া কদাপি বিশ্বাসঘাতক হয় নাই, যাহারা সুখী গোরা সেনাদিগকে আয়োজিত খাদ্য প্রদান করিয়া আপনারা যৎকিঞ্চিৎ চেনা (ছোলা) আহার করিয়া বা প্রায় অনাহারেই যুদ্ধ করিয়াছে; যাহারা বিজাতীয়, বিধর্ম্মী, অদৃশ্য কোম্পানির আজ্ঞাপালন শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিত; যাহারা কোম্পানীর জয়পতাকা স্বদেশের বিপক্ষে, হিন্দুরাজগণের বিপক্ষে, আনন্দের সহিত উড্ডীন করিয়াছে—সেই বিশ্বস্ত সেনাগণ প্রভুকে এক্ষণে দুষ্ট, ভীরু, খল ও নির্দ্দয় শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। এই কারটিজ ব্যবহার নিষেধে

প্রভুর স্নেহ ও যত্ন না বুঝিয়া সিপাহীরা দোষ স্বীকার ও ভীরুতা মাত্র জানিল। কেহ কেহ চিক্কণ কাগজকেও বসাযুক্ত বলিল। জেনেরেল হিয়ারসে তাহাদের সম্মুখে কাগজ পরীক্ষা করাইয়া দেখাইলেন, তথাপি তাহাদের ভ্রম গেল না—অথবা তাহারা আর বিশ্বাস করিতে পারে না, প্রভুভক্ত সিপাহী অন্তরে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে!

তৎকালে চতুস্ত্রিংশ পদাতিক সিপাহীদলের (৩৪ শ রেজিমেণ্ট) অধিকাংশ বারাকপুরে ছিল। তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের মনে পূর্ব্বাবধি কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে প্রভুদ্বেষ জন্মিয়া ছিল। ইতিপূর্ব্বে রাণীগঞ্জে থাকিতেই তাহারা মধ্যে মধ্যে রজনীতে সৈন্যাগারে অগ্নি প্রদান করিত। এক্ষণে বারাকপুরেও উক্ত রূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। যাহা হউক দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ চতুস্ত্রিংশ সেনার এক দল বহরমপুরে পাঠান হয়। বহরমপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরেই পুরাতন মুরশিদাবাদ নগর। তথায় অদ্যাপি বাঙ্গালার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার উত্তরাধিকারী বাস করিতেছেন। বহরমপুরে ঊনবিংশ পদাতিক সেনা ছিল (১৯শ রেজিমেণ্ট)। ২৮এ ফেব্রুয়ারি প্রাতে তাহাদের পরীক্ষা হইবে। তৎপূর্ব্ব দিবসে দুষ্ট চতুস্ত্রিংশেরা নির্দ্দোষী ঊনবিংশগণকে বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিতে লাগিল, যেহেতু কল্য তাহাদিগকে গোরা লোকেরা গো-বসাযুক্ত টোটা কাটাইয়া জাত্যন্তর ও ধর্ম্মান্তর করিবেক। তাহারা ভীত হইয়া পরামর্শ চাহিলে চতুস্ত্রিংশেরা বলপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিতে পরামর্শ দিল এবং বারাকপুরের তাবৎ সিপাহী বিদ্রোহে প্রস্তুত, তথাপি টোটা কাটিবে না, এই কথা বলিয়া উহাদিগকে সাহস প্রদান করিল। ২৭এ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাকালে পর দিবস প্রাতের রণাভিনয় (প্যারেড্) জন্য নিয়মিত টোটা বিলির সময় সিপাহীরা তাহা গ্রহণ করিল না। সেনাধ্যক্ষ মিচেল্ এই সংবাদ পাইয়া সিপাহীদিগের সুবাদারগণকে সম্মুখে রাখিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন ও ভয় দেখাইলেন এবং কহিলেন এ পুরাতন টোটা, প্রতিদিন ইহার ব্যবহার হইতেছে, অদ্য কেবল দুষ্টতা প্রযুক্ত বৃথা ধর্ম্মনাশ-ভয় ভাণ করিতেছ। মিচেল্ সাহেবের ক্রোধ ও ভয় প্রদর্শন দেখিয়া সিপাহীরা বিলক্ষণ সন্দিগ্ধ হইল এবং পাছে কামান আনিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করে এই ভয়ে সশস্ত্র জাগরিত রহিল। বাস্তবিকই আরটিলারী ও অশ্বারোহীগণ ঐ সিপাহীগণের বিপক্ষে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের উপর কোন

অত্যাচার হইবেক না, এই অঙ্গীকার পাইয়া ভীত সিপাহীরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শান্ত হইল। পর দিবস প্রাতে তাহারা যথেষ্ট অনুতাপ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তথাপি যুদ্ধসম্বন্ধীয় রাজনীতি অনুসারে উহারা বিদ্রোহী নামে দূষিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহের সমাচার পাইয়া লর্ড ক্যানিং মনস্থ করিলেন উহাদিগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠিন দণ্ড দিয়া একেবারে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিবেন। কিন্তু পাছে গোলোযোগ ঘটে এজন্য মান্দ্রাজ ও পেগু হইতে ইউরোপীয় সেনা আনয়নে সচেষ্ট হইলেন।

সপ্ততি সংখ্যক সৈন্যের কতিপয় সিপাহী কলিকাতার দুর্গ, ধনাগার, টাঁকশাল ও গবর্ণমেণ্ট হাউস্ রক্ষার্থ নিবেশিত ছিল। গুপ্তচরদ্বারা প্রকাশিত হইল যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট রজনীতে উহারা বিশ্বাসঘাতকতাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ধৃত হইয়া কেহ কেহ দোষ স্বীকার করিয়া তাবৎ সংকল্প বলিয়া দিল। পরে মঙ্গল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী ভাংপানে উন্মত্ত হইয়া ২৯এ মার্চ দিবসে চতুস্ত্রিংশ সেনাগারের সম্মুখে সশস্ত্র দাঁড়াইয়া বিদ্রোহার্থে সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ কর্ণেল বাঘ্ ও তৎ সহকারী সাহেবকে আহত করিল। অন্য সিপাহীরা তাহাকে ধৃত করা বা বাধা দেওয়া দূরে থাকুক্ বরং তাহার হইয়া সাহেবদ্বয়কে মারিতে উদ্যত হয়। সৈনিক নিয়মের বিচারে মঙ্গল পাঁড়ের প্রাণদণ্ড হইল এবং যদিও তাবৎ দল, যাহারা চক্ষে এই বিদ্রোহ কার্য্য দেখিয়াও নিবারণ করে নাই ঐ নিয়মানুসারে দোষী, তথাপি জন কয়েক ভিন্ন অন্য কাহারও কোন প্রকার শাস্তি হইল না। ইত্যবসরে পেগু হইতে ইউরোপীয় সেনা উপস্থিত হইল। তাহাদের বলে বারাকপুরের সমস্ত সেনার সম্মুখে, ঊনবিংশ পদাতিকগণকে বহরমপুর হইতে বারাকপুরে আনয়ন করিয়া তৎকৃত বিদ্রোহের শাস্তি প্রদত্ত হইল। ৩১এ মার্চ উহাদিগকে দলভঙ্গ (ডিস্‌ব্যাণ্ড) করা হয় অর্থাৎ প্রতি সৈনিককে নিরস্ত্র করিয়া, পদচ্যুত করা হইল। অনুতপ্ত ঊনবিংশেরা কোন কথাই কহিল না, কেবল মাত্র তাহাদের বিপথগামী করিবার কারণ যে চতুস্ত্রিংশ সেনাদল তাহাদের শাসনার্থ একবার মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্র প্রার্থনা করিল। তাহারা বলিল যে বারাকপুরে আসিলে উক্ত দলের কয়েক জন লোক তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে নিষেধ করে এবং বিদ্রোহের পরামর্শ দেয়। গবর্ণমেণ্ট সে কথায়

মনোযোগ দিলেন না, তখন দিতে পারেন কি না সন্দেহ। যাহাহউক কর্ম্ম-চ্যুত সিপাহীরা দ্বারবানাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, কেহ বা দেশে গিয়া, শান্ত রহিল—তাহারা পরেও কখনও বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দেয় নাই। ভয়ঙ্কর ঘটনার পূর্ব্বে তৎকারণ রূপ কতকগুলি ভ্রম সূচনা হয়। দোষী চতুস্ত্রিংশ সেনার পরিবর্ত্তে নির্দ্দোষী ঊনবিংশের শাস্তি হইল।

বিদ্রোহানল কলিকাতার নিকট হইতেই ধূমায়মান হইতেছিল, কিন্তু তাহার কুণ্ড পশ্চিম প্রদেশেই স্থির ছিল। রাজধানীর নিকট, ইংরাজভক্ত বাঙ্গালীগণের দেশে বিদ্রোহীদের জয়াশা নাই। বারাকপুরস্থ সিপাহীগণ পশ্চিম প্রদেশস্থ ভ্রাতাগণ হইতেই আপনাদের অভীষ্ট সাধন আশা করিয়াছিল। অতি আশ্চর্য্য উপায়ে সেনাসংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা পশ্চিম প্রদেশস্থ তাবৎ সিপাহীগণের গোচর হইত—কখন ফকীর সন্ন্যাসী দ্বারা, কখন চপাটী প্রেরণ দ্বারা এবং কখন বা অন্যান্য অনির্দ্দিষ্ট উপায়ে, বহরমপুরের বিদ্রোহ, মঙ্গল পাঁড়ের ব্যাপার, বিদ্যুৎ গতিতে মীরটের সেনাগণের মধ্যে প্রচারিত হইল। মীরট বিদ্রোহানল উদ্দীপনের উপযুক্ত স্থল। মীরট দিল্লী প্রদেশে স্থিত। দিল্লীতে অদ্যাপি বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গের বংশ বাদশাহ উপাধি ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন। হিন্দুস্থানীদিগের, সিপাহীদিগের চক্ষে দিল্লীই প্রার্থনীয় নগর। অযোধ্যায় সুযোগ্য হেনরী লরেন্স রহিয়াছেন, অম্বালাতে সেনাপতির আবাস, আগ্রাতে শাসনকর্ত্তা কালভিন্‌ ও পঞ্জাবে জন্‌ লরেন্স রহিয়াছেন। মীরট কেবল সেনার আবাস, অথচ দিল্লীর নিকটবর্ত্তী, সেখানে সৈন্যাধ্যক্ষ হেভিট ব্যতীত ক্ষমতাপন্ন ইউরোপীয় আর কেহ নাই। ইংরাজগণের, গবর্ণমেণ্টের জানিবার পূর্ব্বে বাজারে বিদ্রোহের তাবৎ সংবাদ প্রচারিত হয়। কর্ম্মচারীরা ভীত হইয়া একে একে পলায়ন করিল। কাশী-নাথ অনুমতি না পাইয়া অগত্যা রহিলেন, কিন্তু পরিবারকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন; এবং চারুকে লইয়া নিজে শীঘ্র যাইবেন এরূপ চেষ্টায় রহি-লেন। মঙ্গল পাঁড়ের ব্যাপার শুনিয়া ভীত হইয়া তিনি কর্ম্ম হইতে একে-বারে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করেন। চারুকেও তদ্রূপ করিতে কহিলেন, কিন্তু চারু তেমন নহেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন, ইংরাজ রাজ্য সহজে অপহৃত হইবার নহে। বিদ্রোহ হইলে দেশের ও দেশবাসীর প্রভূত অনি-ষ্টই হইবেক। যাহাতে মঙ্গলের কোন প্রত্যাশা নাই, এরূপ ঘটনা নিবা-রণ করিতে সকল লোকেরই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। বিদ্রোহ

সম্ভাবনা কালে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণকে অধিকতর মনোযোগ পূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত—কেন না তাহারা অবহেলা করিলে শত্রুরা সাহস পাইবেক। বিশেষতঃ উপস্থিত যুদ্ধে কমিসেরিয়েটের বিশেষ প্রয়োজন হইবে, এ সময় কর্ম্মদক্ষ রাজকর্ম্মচারীর কর্ম্মত্যাগ কৃতঘ্নতাচরণ, ও সর্ব্ব প্রকারে অনুচিত কার্য্য। চারুচন্দ্রের এই সুবিবেকী কথা বৃদ্ধের বিষময় জ্ঞান হইল। তিনি বুঝিলেন নির্ব্বোধ বালক আত্মনাশে অন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক কিরূপে চারুকে লইয়া নিরাপদে মীরট ত্যাগ করিতে পারেন ইহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল।

৮ই মে প্রাতঃকালে সিপাহীগণের রণাভিনয় কালে তাহাদিগকে নূতন কারট্রিজ দেওয়া হইল। অধিকাংশ সিপাহী তাহা গ্রহণ করিল না। সিপাহী দিগের এই অস্বীকার বিদ্রোহের সূত্রপাত বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাজারে প্রচার হইল। কাশীনাথ তখন পলায়নই শ্রেয় বোধ করিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও চারুকে সম্মত করিতে পারিলেন না। চারু অনেক নিষেধ করিলেন, বুঝাইলেন, বলিলেন "রাজার বিপদ কালে প্রজারা সাহায্যে পরাঙ্মুখ হইয়া নিজ নিজ ধন প্রাণ রক্ষার্থ ব্যস্ত হইলে না ধন প্রাণ রক্ষা হয়, না রাজ্য রক্ষা হয়। যদি বিদ্রোহই হইয়া উঠে, তাহা হইলে পলাইয়া রক্ষা পাইবারই বা সম্ভাবনা কি? শত্রু হস্তে পড়িতে কতক্ষণ? দেশে ও পথে উৎপাতও হইতে পারে। জঘন্য বিদ্রোহী বা তস্করের হস্তে ধন প্রাণ রক্ষার্থে ধর্ম্ম-ত্যাগ করা ও কর্ত্তব্য-বিমুখ হওয়া অপেক্ষা, কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয় ও যুক্তিসংগত। চারুচন্দ্র কদাপি কর্ত্তব্য পথে বিমুখ হইবেন না।" বৃদ্ধ হতাশ হইলেন।

বৃদ্ধেরা আত্মরক্ষায় অত্যন্ত ব্যস্ত, প্রাণভয় তাহাদেরই অধিক, সুতরাং প্রাণভয়ে আত্মম্ভরী হইয়া কাশীনাথ পুত্রসম চারুকে ফেলিয়াই পলায়ন পর হইলেন! এই সংবাদ পাইবামাত্র রেমণ্ড সাহেব যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন এবং দেশীয়ের ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও জঘন্য ব্যবহারের প্রতি যথাশক্তি ভর্ৎসনা করিলেন। চারুচন্দ্রের সাহস ও ন্যায় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই প্রধান কর্ম্মচারীর পদে আপাততঃ নিযুক্ত করিলেন। কাশীনাথের ভয়, কাপুরুষের ভয় মাত্র বোধ হইল। কারণ সিপাহীগণের অবাধ্যতা শাসনার্থ তৎক্ষণাৎ সৈনিক নিয়মে ৮৫ জন সিপাহী দোষী সপ্রমাণ হইল; তন্মধ্যে পাঁচ জনের প্রাণ দণ্ড ও অন্য আশী জনের দশ দশ বৎসর

কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস আদেশ হইল। সকলই আপাততঃ শান্ত ভাব ধারণ করিল।

অষ্টম অধ্যায়

(রুগ্ন বিদেশীয় ও উৎসাহী সিপাহী—রজনীর অভেদ্য রহস্য)

বিষয় কার্য্য জন্য চারুকে সর্ব্বদাই রেমণ্ড ভবনে যাইতে হইত। তৎ তৎকালে রেমণ্ড পরিবারের সহিতও বিশেষ আলাপ হইত। এক দিন সন্ধ্যাকালে চারুচন্দ্র রেমণ্ড ভবনে সাহেবের অপেক্ষা করিতে করিতে রমণীদ্বয়ের সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

কার্য্যাবসানে রেমণ্ড সাহেবের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া চারুচন্দ্র একাকী নিজ আবাসাভিমুখে গমন করিলেন। ভাবিলেন ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা ইউরোপে যে একভার্য্যাগত হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার প্রধান কারণ স্ত্রী-শিক্ষা। ভাবিতে ভাবিতে ছাউনির (ক্যাণ্টনমেণ্ট) মাঠে উপস্থিত হইলেন। রজনী প্রায় এক প্রহর গত। সৈনিক নিয়মানুসারে এক প্রহর যামিনীতেই সমস্ত সৈন্যাবাস সুষুপ্ত, নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র সৈন্যাগারের নিকটে শান্তিরক্ষকগণ ভ্রমণ করিতেছে। পাছে শান্তি রক্ষক সৈনিক পুরুষের পরুষ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনর্থক ক্লেশভোগ ও কালহরণ করিতে হয়, এই ভাবিয়া চারু তাহাদিগের দৃষ্টিবহির্ভূত মাঠ দিয়া চলিলেন। চারু চিন্তায় অভিভূত ; রেমণ্ড পরিবার, কর্ম্মালয়, জ্যেষ্ঠতাতের পলায়ন ইত্যাদি বিষয় মানসক্ষেত্রে চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে। সৈন্যাগার সমূহের নিস্পন্দ ভাব দৃষ্টে জ্যেষ্ঠতাতের আশঙ্কা নিতান্ত উপহাসজনক বোধ করিতেছেন। কখন বা বালচন্দ্রের মনোহর ক্ষীণাঙ্গ দৃষ্টে নয়ন তৃপ্ত করিতেছেন। নভোমণ্ডলের পশ্চিমাংশে অসম্পূর্ণ চন্দ্রিকাভাগ আসীন থাকিয়া ধবল সৈন্যাগারমালা ও বিস্তীর্ণ হরিৎ ক্ষেত্রকে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় সুশোভিত করিয়াছে। না আলোক না অন্ধকার। এইরূপ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতেই যেন ভূতযোনির আবির্ভাব হয়। বৃক্ষলতার বিটপদল, হর্ম্ম্যছাদের ভগ্নাংশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বত্থ বৃক্ষ ভূতাদির অবয়ব ধারণ করত প্রাকৃত জনের মনে ভয় সঞ্চার করে। চারু

কুসংস্কারাপন্ন ও হীনসাহস নহেন; নতুবা একাকী এই জনহীন ক্ষেত্রে চঞ্চল রাত্রিঞ্চরের দূরে পর্য্যটন ও তরুশাখাসীন পাখীগণের বিটপবিলোড়নে প্রত্যক্ষ ভূত দেখিতে পাইতেন।

নির্ব্বাত, নিস্তব্ধ; একটি পল্লবও কম্পিত হইতেছে না। সহসা দেখিলেন আকাশ মণ্ডলের নিম্নভাগে একখানি ঘনশ্যাম মেঘ যেন ভ্রূকুটী করিতেছে—আবার তাহার ক্রোড় হইতে প্রগল্‌ভা সৌদামিনী পথিকের নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া যেন অল্প অল্প হাসিতেছে, তাহার উপেক্ষা দেখিয়া উপহাস করিতেছে। দেখিতে দেখিতে উক্ত মেঘকণা বিশাল হইয়া ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল। নিবাত ও বিদ্যাল্লতালঙ্কৃত ঘনাবলী দৃষ্টে উপস্থিত ঝটিকাশঙ্কায় চারু দ্রুতপদ হইলেন। মাঠ পার হইতে না হইতে ঘনাবলীতে গগন আচ্ছাদিত হইল, মনোহর চন্দ্রমা বিলুপ্ত হইল; চতুর্দ্দিক অন্ধকার, দুই হস্ত দূরেও দেখা ভার। প্রিয়তমের দিগ্বিজয় দেখিয়া চঞ্চলা চপলা যেন বিকট আস্যে হাস্য করত ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে। জলধর, প্রিয়ার আনন্দোন্মত্ত আলুলায়িত ভাব পথিক দেখিতেছে ভাবিয়া, যেন ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বজ্রনিনাদে অম্বর পূর্ণ করিল। মধ্যে মধ্যে পথিকের ভয়-চকিত নেত্রের সম্মুখে প্রাণসংহারক প্রদীপ্ত অশনি নিপতিত হইয়া তাহাকে চিত্রার্পিতের ন্যায় করিতেছে। স্বাভাবিক সংস্কার প্রভাবে ভাবী উৎপাত আশঙ্কায় বিহগ-কুল কলরব করিয়া উঠিল। শীঘ্র যাইবার জন্য, চারু মাঠ পার হইয়া, একটী বৃক্ষবাটিকার মধ্য দিয়া চলিলেন। সহসা বায়ু-কোণ হইতে প্রচণ্ড বায়ু উত্থিত হইয়া একেবারে ভয়ানক আঁধি উপস্থিত করিল। এতক্ষণ অম্বরবাসী পবনদেব গর্ব্বিত ইন্দ্রচরের বলপ্রকাশ গোপনে দেখিবার জন্য তাহার স্পর্দ্ধা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় অনুচর উগ্র বায়ু বৃন্দকে যেন কারাবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সৌদামিনীর অহঙ্কার ও তদুৎসাহিত জলধরের কর্কশ গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া, বায়ুগণের কারাদ্বার যেন মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা ধূলিকঙ্করে শূন্য পূর্ণ করিয়া তরুশাখাদি চূর্ণ করিয়া, ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার রবে যেন রণস্থলে উপনীত হইল। শূন্য পথে ইন্দ্রচর ও পবনচরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। একদিকে রোষকষায়িত অসিত মেঘাসুরের বিকট ভ্রূকুটী,—একদিকে প্রলয়প্রতিম ঘনধূলিকঙ্করজাল ঘন ঘনাবলীকে পরাজয় করিল! একদিকে গভীর মেঘ গর্জ্জন—একদিকে প্রবল মারুতের কর্ণ-বধির-কারী কঙ্কর বৃষ্টি কিন্‌কিনী, দ্বার জানালার ঝন্‌ঝনী, বৃক্ষাদি ভঙ্গের হুড়মাড়

ও বায়ুর অনবরত ভোঁ ভোঁ শব্দ বজ্র-নিনাদকে ঢাকিয়া ফেলিল। পথিকের কর্ণ বধির, চক্ষু অন্ধ।

চারু যে উপবনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন উহাতে পূর্ব্বে এক সুরম্য হর্ম্ম্য সংস্থাপিত ছিল। সৈনিক পুরুষদিগের অত্যাচারে উহার অধিকারী বাটী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিছুকাল জনশূন্য পরিত্যক্ত থাকিয়া বন জঙ্গলে ঐ বৃক্ষবাটিকা শ্রীভ্রষ্ট হইল। কুসংস্কারাপন্ন দেশীয়েরা অমঙ্গলকারক ‘হানা’ বাটী বলিয়া কেহ উহাতে বাস করিতে চাহিত না। উহা ভূতপ্রেতের আবাসস্থল বলিয়া পরিত্যাগ করিত। অধুনা অসন্তুষ্ট সিপাহীরা নিশাকালে এই নির্জন পুরীকে আপনাদের গোপনীয় মন্ত্রণালয় করিয়া তুলিয়াছে। ছাউনি হইতে সহরে যাইতে হইলে সুগম হেতু পথিকেরা এই বনাকীর্ণ বৃক্ষবাটিকা দিয়াই যাতায়াত করিত। পথ হইতে বাটীর কিয়দংশ মাত্র দেখা যায়। রৌদ্রপীড়িত হইয়া চারুচন্দ্র ঐ বাটীর ছায়াতে কখন কখন বিশ্রাম করিতেন। এক্ষণে প্রবল ঝটিকাগমনে ত্রস্ত হইয়া তিনি ঐ বাটীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঝঞ্ঝাবাতের বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে কর্ণবধিরকারী শব্দ কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে, সেই নির্জ্জন ভবন হইতে মনুষ্যের অপরিস্ফুট আর্ত্তনাদ শ্রবণগোচর হইল। চারু সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তৎপ্রতি মনোযোগ দিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। এক এক বার যেন শুনিলেন কেহ আঃ! উঃ! ইত্যাদি ক্লেশ প্রকাশক শব্দ করিতেছে। তাদৃশ সময়ে, তাদৃশ স্থলে মনুষ্যের অস্তিত্ব সম্ভাবনা না দেখিয়া আরও চমকিত হইলেন। সত্যই কি ইহা প্রেতপুরী? না কোন জন্তুবিশেষ হয় ত কোন প্রকার শব্দ করিতেছে? এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে আর কিছু কর্ণগোচর হইল না। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া শেষ স্থির হইল অশ্বাদির গোঁ গোঁ শব্দ হইবে। আবার পূর্ব্ববৎ আর্ত্তনাদ শুনা গেল। এবার স্পষ্ট প্রতীত হইল, কেহ যেন নিতান্ত ক্লেশে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, যেন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। চারু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তদুদ্দেশে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি প্রকোষ্ঠের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সতর্ক ভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন; ঘোর অন্ধকার। গৃহ মধ্য হইতে যথার্থ মনুষ্যের আর্ত্তনাদ শুনিলেন। কেহ কি কাহার প্রাণ বিনাশ করিতেছে? সম্যক্ সাহসী হইয়াও চারু নিরস্ত্র, অসহায়; অজ্ঞাত বিপদের মুখে সহসা প্রবেশ করিতে পারিলেন না। গম্ভীর

স্বরে গৃহ মধ্যে কে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর নাই। ভাবিলেন হয় ত কোন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ অপর্য্যাপ্ত মদ্যপানে হতচেতন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; অতএব ইংরাজীতে প্রশ্ন করিলেন, তথাপি উত্তর নাই। কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দ শুনিলেন। আবার সাহস করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন, "যে কেহ গৃহ মধ্যে থাক, বোধ হয় কোন ক্লেশে পড়িয়া থাকিবে; ভয় নাই, উত্তর প্রদান কর; আমি সাধ্যমত উপকার করিতে, যে কোন বিপদ হউক না কেন তাহার প্রতীকার করিতে, প্রস্তুত। যদি কোন নৃশংস দস্যু বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কাহার উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে থাক, সাবধান হও; আমার প্রাণ থাকিতে সম্মুখে নরহত্যা করিতে দিব না! যে হও শীঘ্র উত্তর দাও, নচেৎ এই দ্বার রুদ্ধ করি ও পুলিসের লোক আনয়ন করিয়া যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব, বলিয়া দ্বার-বন্ধ করিতে না করিতে এই উত্তর পাইলেন "আপনি যিনি হউন, বোধ হয়, পীড়িত ব্যক্তির অপকার করিবেন না; আর ভয়ই বা কি? যম ত আমাকে করকবলিত করিয়াছে। আমি বিদেশীয় সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগে একাকী যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।"

চারু উত্তর পাইয়া বুঝিতে পারিলেন কোন এক হিন্দুস্থানী মুসলমান হইবে, সত্যই পীড়িত হইয়াছে। যাহা হউক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ স্থলে কিরূপে আসিলে? বিদেশীয় ব্যক্তি এ গোপনীয় স্থল কিরূপে পাইলে?" বিদেশীয় কহিল "আমার এক সঙ্গী ছিলেন, তিনি আমাকে এইখানে রাখিয়া দুই তিন ঘণ্টা হইল আমাদিগের গম্যস্থানে গিয়াছেন, তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

চারু—তোমাকে পীড়িত দেখিয়া একাকী ফেলিয়া গিয়াছেন কেন?

বিদে—"আমি তখন পীড়িত হই নাই। আমার অধিক উত্তর দিবার শক্তি নাই। কাতর ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার্থে পাত্রাপাত্র শত্রুমিত্র বিবেচনা নাই। যদি কোন উপকার করিবার মানস থাকে, অসঙ্কুচিতহৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" এতগুলি কথা একেবারে কহিতে পীড়িত ব্যক্তির অত্যন্ত ক্লেশ হইল, নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল এবং অতি কাতর স্বরে "পানি পানি, ইয়া আল্লা! জান্ নিকালতা হায়! পানি" বলিয়া উঠিল। চারু দৌড়িয়া গিয়া একাঞ্জলি বৃষ্টির জল আনয়ন পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া "কোথায় কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলেন। রোগীর

নির্দ্দেশ না পাইয়া আস্তে আস্তে কয়েক পদ গিয়া আলোকাভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রোগী কিঞ্চিৎ কাল দুর্ব্বলতায় মুহ্যমান ছিল। মুহূর্ত্তেক পরে চৈতন্য পাইয়া চারুর মুখ হইতে আলোকের নাম শুনিয়া সঙ্কেত করিল, দ্বারদেশের বামপার্শ্বে তাহার দ্রব্যাদির মধ্যে একটী দিয়াসলাইএর বাক্স ও একটুকরা বাতি আছে। তদ্দ্বারা গৃহ আলোকিত করিবামাত্র, একটী ভদ্র মুসলমান রোগে শীর্ণ ও ভয়ে ম্লান, শয়ান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন দুই তিন বার বমন ও দুইবার ভেদ হইয়াছে। চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে ও রক্ত বর্ণ, ওষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়াছে, গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। একবার বমন হইল, চারু পূর্ব্ববৎ করপুটে বৃষ্টিধারা আনিয়া রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিলেন। এই সময় আর একটী উপসর্গ বাড়িল, হাতে পায় খিল ধরিতে লাগিল। চারু মাতার ন্যায় যত্নে গাত্র মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বাটী হইতে ঔষধ আনয়ন করিতে পারিলে ভাল হয় বলাতে রোগী হস্ত দ্বারা নিবারণ করিল। চারু কি করেন ভাবিতেছেন, এমন সময় একটি সিপাহী উলঙ্গ অসি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কম্পিত স্বরে কহিল "খাঁ সাহেব! একি অবস্থা, আর এই ব্যক্তিই বা কে? বন্ধু বা শত্রু? যে আপনার এই শোচনীয় অবস্থা করিয়াছে এখনও তাহার শরীরে মস্তক রহিয়াছে? বলেন ত এখনি ইহার শিরশ্ছেদন করি।" খাঁ সাহেব "তোবা! তোবা!" বলিয়া উঠিলেন।

তখন চারু আপন বৃত্তান্ত বলিয়া সিপাহীকে শান্ত করিলেন; কিন্তু তচ্ছ্রবণে তাহার আরও ভয় হইল। চারুকে কহিল "ভ্রাতঃ! আপনি আমাদের পরম উপকার করিয়াছেন, এখন যদি কোন উপায়ে ইহাঁকে বাঁচাইতে পারেন, নিশ্চয় আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে। ইহাঁর জীবনের উপর মহৎকার্য্য নির্ভর করিতেছে। অন্ততঃ এ রাত্রি রক্ষা পাইলেও ভারতবর্ষ রক্ষা পায়।" চারু কহিলেন 'ভয় নাই, নাড়ী বেশ রহিয়াছে এবং রোগীও সচেতন, এখন ইহাঁকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে পারিলে নিঃসন্দেহ আরোগ্য লাভ হইবে।" সিপাহী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কোন গোপনীয় কারণ বশতঃ তাহা অসম্ভব।"

চারু—তবে একজন চিকিৎসককে এখানে আনয়ন করি?

সিপাহী—তাহাও অসম্ভব।

চারু—তবে আমার বাসায় যে যৎসামান্য ঔষধ আছে তাহা দ্বারা চেষ্টা করা যাউক।

সিপাহী—ভাল। আপনি শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন (এবং কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে কহিল) কল্য আমাদের আর একটী সহচর এই রোগে ধ্বংস হইয়াছে।

চারু গৃহ হইতে নির্গত হইতে না হইতে সিপাহী তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল "ভ্রাতঃ আপনি ফিরিয়া আসুন বা না আসুন এই ব্যাপারটী কাহাকে বলিবেন না প্রতিজ্ঞা করুন, নচেৎ আত্মরক্ষার্থ আপনাকে বিনষ্ট বা অবরুদ্ধ করিতে বাধিত হইব।"

এই কথায় চারু কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইয়া, এরূপ লোকের সাহায্য দানের ঔচিত্যানৌচিত্য ভাবিতেছেন; সুচতুর সিপাহী তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল "আমরা দস্যু নহি, দুষ্কর্ম্মান্বিতও নহি। আর আমরা যাহা হই না কেন আপনি দোষে লিপ্ত হইবেন না। যদি অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তাবৎ পরিচয় পাইবেন।"

চারু স্বীয় আবাস হইতে সামান্য কতিপয় ঔষধ লইয়া শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেখিলেন রোগীর অবস্থা কিঞ্চিৎ উত্তম। ভয়েতেই অধিকতর অভিভূত। অতএব তাহাকে কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডী খাওয়াইয়া নিদ্রিত করিলেন। ইত্যবসরে সিপাহী চারুর পরিচয় লইয়া আপন বক্তব্য বিষয় কৌশলক্রমে আরম্ভ করিল। সিপাহী প্রথমতঃ বাঙ্গালীকে সুবুদ্ধি, চতুর, ফিরিঙ্গীদিগের দক্ষিণ হস্ত ইত্যাদি প্রশংসাবাদ করিয়া বর্ত্তমান সিপাহীগণের ধর্ম্ম-নাশ ও জাতি-নাশ আশঙ্কার বিষয় উত্থাপন করিল, যে চারুকে আপনাদের মতে আনিবে। কিন্তু সুবিজ্ঞ রাজভক্ত চারু উহা অমূলক ও ভ্রমমাত্র বলাতে সিপাহী বাঙ্গালীজাতিকে বিদেশীয়ের দাস, স্বদেশের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম নাশের সহকারী, কাপুরুষ, আত্মসার ও নীচপ্রকৃতি বলিয়া বিস্তর নিন্দাবাদ করিল। জাত্যভিমান সকল ব্যক্তিরই আছে। চারু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত স্বপক্ষ সমর্থন করিলেন। বলিলেন সিপাহীরা এই বৃথা গোলযোগ করিয়া আপনাদের ও ভারতবর্ষের অপকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসীরা এক্ষণে স্বাধীনতার উপযোগী নহে, ইংরাজ রাজ্য যদি কোনরূপে তিরোহিত হয়, হয় মুসলমান নয় ইউরোপীয় কোন জাতি ইহা অধিকার করিয়া লইবে। যাহার হস্তে

পড়ুক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সুখরাজ্য আর কোন গবর্ণমেণ্ট দিতে পারিবেক না। আর হিন্দুরাজ্য হইলেই বা সুখ কি? মহারাষ্ট্র শিখ ইত্যাদি রাজ্যে কি সুখ তাহা জানা আছে! সিপাহী ব্যবহারশাস্ত্রীয় তর্কে আপনাকে কিঞ্চিৎ ন্যূন দেখিয়া বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও কৌশলে দেশীয় সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম নাশের কথা তুলিল চারু তাহা অস্বীকার করাতে কর্ণেল হুইলারের সৈন্য মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, খৃষ্ট ধর্ম্মাশ্রিত সিপাহী-দিগের উচ্চপদ প্রদান, সৈন্য মধ্যে কেবল খৃষ্টীয় ধর্ম্মালয় সংস্থাপন, ক্যানিং বাহাদুরের পাদরী ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান ও উপস্থিত টোটার ব্যাপার ইত্যাদি প্রমাণ স্থলে প্রদর্শিত হইল। চারু এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিয়া বলিলেন যদি সামান্য মোসলমান বলে মথুরা, সোমনাথ, নাগরকোটা কাশী ইত্যাদি স্থলের দেবালয় ধ্বংস করিতে পারিয়াছিল, প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে কি তাবৎ তীর্থ স্থল বিনষ্ট করিতে পারিত না? দিল্লীর বাদসাহ যদি অবিশ্বাসী হিন্দু সমূহের উপর জেজিয়া কর স্থাপন করিতে পারিতেন ইংরাজেরা স্বধর্ম্মাগত কতিপয় জনের কিঞ্চিৎ পুরস্কার করিলে কি বহু দোষ হয়?

সিপাহী কহিল, "আর এই টোটার ব্যাপার?" চারু কহিলেন "উহাতে গো ও শূকরের বসা আছে কি না সন্দেহ, থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের অনব-ধানতা মাত্রে এরূপ হইয়াছে। সিপাহীগণের আপত্তি শ্রবণ মাত্র গবর্ণ-মেণ্ট তাহার প্রতিকার করিয়াছেন।" সিপাহী কহিল, "আমরা সৈনিক পুরুষ, বহুভাষী নহি; বাগাড়ম্বর জানি না, যাহা সত্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি বা কর্ণে শুনিয়াছি, তাহাতে সিপাহীদিগকে দোষী করিতে পারি না। আপনারা ইংরাজী সংবাদ পত্রে ও ইংরাজ মুখে তাবৎ বিবরণ প্রাপ্ত হন, তাহা ভ্রম মূলক। যাহাহউক আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও রাজভক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অল্প দিন পরেই আপনি বুঝিবেন ইংরাজদের নিকট উহার যথার্থ সমাদর নাই। এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ ও আপনার প্রত্যুপকার করণাভিলাষে আত্ম পরিচয় দিব। আপনার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সরকারী কাগজপত্রোল্লিখিত ব্যাপার মাত্র উল্লেখ করিব এবং তাহাতেও সিপাহী নির্দ্দোষী ও প্রপীড়িত বোধ হইবে। আত্মপরিচয়ে এক অভুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ব্যাপারের সূত্রপাত জানিতে পারি-

বেন তজ্জন্য প্রস্তুত হউন। তর্ক না করিয়া ধীর ভাবে আমার কথা শুনুন। অগ্রে দেখুন খাঁ সাহেব কেমন আছেন।”

এমন সময় একটি তূরীধ্বনি হইল। অমনি সিপাহী কহিল “মহাশয় অধিক রাত্রি হইয়াছে, আপনি আমাদিগের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। আপনার ক্ষমতায় ও যত্নে আমরা যার পর নাই উপকৃত হইলাম। প্রাণ, এবং প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় উদ্দেশ্যও রক্ষা করিতে পারিলাম। আশীর্ব্বাদ করি আপনি সুখে থাকুন; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এক্ষণে চলুন আপনার আবাসে রাখিয়া আসি। কল্য প্রাতেঃ এখানে আসিলে আমাদের পরিচয় পাইবেন।” এই কথা বলিয়া সত্বর চারুকে লইয়া চারুর আবাসাভিমুখে চলিল। চারু অবাক্ রহিলেন—যন্ত্রের ন্যায় সিপাহীর অনুসরণ করিলেন। ভবনদ্বারে আসিয়া সিপাহী বিদায় হইল, ও রজনীতে শয্যাত্যাগ না করিয়া সুখে নিদ্রা যান, এরূপ অনুরোধ করিল। নিদ্রা যাইবেন কি, চারুর মনে চিন্তার ঝটিকা বহিতেছে। এ বিদেশীয় ব্যক্তিরা কে? ইহাদের মহৎ উদ্দেশ্যই বা কি? তূরীধ্বনির কি সঙ্কেত? উহারা কি বিদ্রোহী? চারু ভয়ে কম্পমান হইলেন। তবে ত রাজনীতি অনুসারে পুলিসে সংবাদ দিয়া উহাদিগকে ধরান উচিত! আবার ভাবিলেন উহারা বিদ্রোহী কি না তাহার প্রমাণ কি? অনর্থক নির্দ্দোষী লোককে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ তাহাদের সহিত এক প্রকার সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। কিন্তু তাবৎ ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন কোন ভয়ানক ব্যাপারের সূত্রপাত হইবে। যাহা হউক এখনি গিয়া রেমণ্ড সাহেবের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করা উচিত। দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন বহির্ভাগ বদ্ধ। পাছে রজনীতেই বাহির হয়েন এই আশঙ্কায় সুচতুর সিপাহী আপন উত্তরীয় বস্ত্রের এক টুকরা ছিন্ন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছে! চারু অগত্যা বাটী মধ্যে রহিলেন।

নবম অধ্যায়।

(সিপাহীর পরিচয় ও চারুর হাজত—বিজয়ের অদ্ভুত ঈর্ষ্যা।)

পরদিবস অতি প্রত্যূষে চারুচন্দ্র গবাক্ষদ্বার হইতে বহিঃস্থ কোন ব্যক্তির অপেক্ষা করিতেছেন যে দ্বার উন্মোচন করে। ক্রমে অরুণোদয় হইল। কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। ব্যগ্রতা প্রযুক্ত দ্বারদেশে গিয়া জোরে দ্বার-মোচনে সচেষ্ট হইলেন; দেখিলেন দ্বার বদ্ধ নহে, আকর্ষণ মাত্রেই মুক্ত হইল। তখন চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন, একি! কল্য ভূয়োভূয়ঃ সবল চেষ্টায় যাহা হইল না, অদ্য স্পর্শ মাত্রে সে দ্বার উন্মুক্ত হইল। যাহাহউক দ্রুতপদে সেই নির্জ্জন পুরী মধ্যে গেলেন। জনমানবের চিহ্নও নাই। তবে রজনীর ব্যাপারটি কি স্বপ্ন? চারু নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। প্রবল ঝটিকা, পীড়িত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ, সিপাহীর উৎসাহপূর্ণ বাদানুবাদ, অজ্ঞাত তূরীধ্বনি আবাসদ্বার মোচনের বিফল চেষ্টা এখনও স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যদি এ সকলকে স্বপ্ন বলিতে হয়, তাবৎ জীবনই স্বপ্নময়। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করাতে দ্বারদেশে একখানি পত্র পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। গত রজনীর সিপাহী স্বীকৃত আত্মপরিচয় বিবরণ বোধে অসন্দিগ্ধচিত্তে পত্র খানি খুলিয়া পড়িলেন। যে ভাবে ও যতক্ষণ ধরিয়া পড়িতেছিলেন তাহাতে বোধ হয় পত্র খানি সুদীর্ঘ এবং কোন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সূচক।

পত্রপাঠে চারুচন্দ্র কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া যেন অন্যমনস্ক হইলেন। চিন্তার অভাবে যেরূপ, বহুচিন্তায়ও তদ্রূপ অন্যমনস্কতা জন্মে। কিয়ৎকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পত্রের শেষ ভাগটি প্রকাশ্যে পড়িতে লাগিলেন। চক্ষুর প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া যেন স্বীয় কণ্ঠোচ্চারিত শব্দাকর্ণনে শ্রোত্রের প্রমাণে উহা দৃঢ়ীভূত হইবে মনে করিলেনঃ—

"আমি নির্ভয়ে আপনাকে তাবৎ কথা বলিলাম, বন্ধুভাবে বা শত্রুভাবে যে উপকারে আইসে লউন। এখন আমি আপনাকে ভয় করি না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকেও ভয় করি না।"

এই পত্রাংশ পড়িলেন, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ঐ গম্ভীর শব্দচয় প্রতিধ্বনিত

করিল। চারু লোমাঞ্চিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, এ সকলই মিথ্যা। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে, এরূপ নির্ব্বোধ কে আছে? পরক্ষণেই পশ্চাল্লিখিত বিবরণের সম্ভবপরতা, সুপরিজ্ঞাত সংবাদের সহিত একতা এবং রচনার সরলতায়, উহার সত্যতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। সিপাহীর আকার, গাম্ভীর্য্য ও সোৎসাহ বাদানুবাদ স্মরণে আর কণামাত্রও সন্দেহ রহিল না। তখন তিনি কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। একবার ছাউনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন;—শান্ত নিস্তব্ধ। অদ্য প্রাতেই না বিদ্রোহ হইবে লিখিত আছে? পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাহাইত। প্রত্যয়ার্থ তদংশে আবৃত্তি করিলেন;——

"পারিবদ কুদরত খাঁর প্রমুখাৎ দিল্লীর মহামান্য বাদশাহের আজ্ঞা পাইয়া এখানকার সিপাহীরা অদ্যই বিদ্রোহে প্রস্তুত। অদ্য প্রাতে মীরটের তাবৎ সিপাহী সেনা সমস্ত ফিরিঙ্গী ও খৃষ্টান আবালবৃদ্ধ বনিতা ধ্বংশ করিয়া চলিয়া যাইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সফল করুন ও ভারতবর্ষকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করুন। উক্ত খাঁ সাহেব আপনার যত্নে সুস্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আছেন।"

চারু ভাবিলেন, কৈ, বিদ্রোহের কোন চিহ্ন ত নাই। তবে কি এ প্রবঞ্চনামাত্র? কোন দুষ্ট লোককর্ত্তৃক তাঁহার রাজভক্তি পরীক্ষা করণোদ্যম? না, তাদৃশ স্থলে তাঁহার দর্শন অপেক্ষণীয় ছিল না। তবে কি বৃথা গোলযোগ তুলিয়া মীরটস্থ সিপাহীগণের মন পরীক্ষা করা? না, তাহা হইলে, তাঁহাকে জানাইবার প্রয়োজন কি? বোধ হয় কোন ঘটনা বশতঃ বিদ্রোহের ব্যাঘাত হইয়াছে। যাহাহউক শীঘ্র ইহার সংবাদ দেওয়া উচিত। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে চারু অমনি রেমণ্ড সাহেবের ভবনাভিমুখে চলিলেন।

দ্বারে বিজয় সিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন, চারুর বিষণ্ণ বদন ও ব্যগ্রতা দৃষ্টে তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হইলেন চারুর ইচ্ছা নাই বিজয়ের নিকট এরূপ কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিজয় সতেজ প্রশ্নাবলীদ্বারা উত্যক্ত করিঁয়া, অনিচ্ছার মধ্য হইতে বিবরণের কতকটা মর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন। উপহাসচ্ছলে কহিলেন "উঃ! ছাউনিতে কি গোলোযোগ উঠিয়াছে! বাঙ্গালীর ভীরু মস্তিষ্কে এরূপ কল্পনা অসম্ভব নহে।" অনবধানতা প্রযুক্ত চারুর হস্ত জেবের মধ্যে প্রবেশ করাতে তত্রস্থ পত্রখানি খড়মড় করিয়া উঠিল, অমনি হস্ত সরাইলেন। কোন বিশেষ পত্রাদি গোপনেচ্ছা অনুভব করিয়া বিজয় তদ্দর্শনে উৎসুক হইলেন। তাঁহার উপহাস, ঘৃণা ও সগর্ব্ব আদেশে বিরক্ত

হইয়া চারু কহিলেন "আপনাকে তাবৎ বিষয় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য নহি।" বিজয় সক্রোধ বচনে বলিয়া উঠিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে! আর তোমার দর্প সহ্য হয় না। অদ্যই দর্প চূর্ণ করিব। বাঙ্গালীর কি ধূর্ত্ততা! একদিকে বিদ্রোহীর সহিত সংযোগ, অপরদিকে গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতিলাভেচ্ছা! এখনি সমুচিত প্রতিফল পাইবে।" এই কথা বলিয়া বিজয় চলিয়া গেলেন, চারু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রেমণ্ড সাহেব বাটী ছিলেন না। চারুর ইচ্ছা নাই, কোমলস্বভাবা রমণীগণের নিকট এই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিষয় প্রকাশ করেন। অতএব বিবিরা তাঁহার শুষ্কমুখ, আরক্ত নয়ন ও অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, কোন কারণবশতঃ গত রজনীর অনিদ্রাই তাহার মূল, বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। অনেক বিলম্বে রেমণ্ড সাহেব আসিয়া সহসা রুক্ষ বচনে বলিলেন, "চারু তোমার নিকট বিদ্রোহসম্বলিত কি পত্র আছে দেখি।" চারু অমনি পত্র খানি রেমণ্ডের হস্তে দিলেন। বিবিরা আশ্চর্য্য ও ভীত হইলেন। পত্রপাঠে রেমণ্ডের আনন আরক্ত হইল। বলিলেন "পিশাচের কি চাতুরী, কি মিথ্যা রচনা, কি দর্প, কি সাহস! চারু গত রজনীর ব্যাপার বর্ণনে নিযুক্ত হইলে সাহেব বলিলেন, "যথেষ্ট শুনিয়াছি, আর শুনিতে চাহি না। তোমার সৌভাগ্য যে আমার নিকট প্রথমে আসিয়াছিলে, নচেৎ এখনি কারারুদ্ধ হইতে। তোমার উপর এখনও কিঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে, কিন্তু তুমি কোন দুষ্ট লোকের চাতুরীজালে পড়িয়াছ; সাবধান!"

চারু বুঝিলেন বিজয় কোন গ্লানি করিয়াছেন, এখন কিছু বলা শ্রেয় নহে। অতএব উঠিয়া স্বভবনে যাইবেন, এমত সময়ে সহসা কর্ণেল সাহেব রেমণ্ডকে কানে কানে কি বলিলেন এবং চারুকে বসিতে বলিয়া উভয়ে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে চারুর মুখ হইতে বিবিরা সংক্ষেপে তাবৎ বিবরণটি শুনিলেন। বিদ্রোহীরা অদ্যই আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলিবে শুনিয়া ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং এমি মৃয়মান হইয়া পড়িলেন। চারু কহিলেন "ভয় নাই, অদ্য প্রাতে বিদ্রোহ হইবার কথা ছিল, ঈশ্বরপ্রসাদে সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।" তখন রেমণ্ড সাহেব আসিয়া, চারুকে কর্ণেল সাহেবের ইচ্ছায় অদ্য সৈন্যাগারে আবদ্ধ থাকিতে বলিলেন। চারুকে হাজতে থাকিতে হইবে। হাজতের নামে বিবি রেমণ্ড সোৎসাহ বচনে কহিলেন, "হাজত হাজত! এই কি রাজভক্তির পুরস্কার।"

কর্ণেল। মেম! ব্রিটিস্ রাজ্যে রাজভক্তির পুরস্কার উপযুক্ত পাত্র হইতে অধিক ক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই উপর সন্দেহ হয়, বিশেষত কুটিল কাপুরুষ দেশীয়েরা সকলই করিতে পারে। যতক্ষণ না এ বিষয়ের তদন্ত হয়, চারুকে হস্তগত রাখা যুক্তিযুক্ত। ইহাঁকে যথেষ্ট সমাদরে রাখা হইবে এবং আশা করি ইনি শীঘ্র পুরস্কারের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিবি। মুক্ত থাকিলে কি ইনি পলায়ন করিবেন? চারুর চরিত্র বিষয়ে আপনি অজ্ঞ, এজন্যই অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতেছেন।

কর্ণেল। আপনারা স্ত্রীলোক, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে আপনাদিগের কথা প্রমাণ্য নহে ক্ষমা করিবেন।

বিবি। ভাল, আমরা উঁহার জন্য দায়ী রহিলাম। আপনি যখনি চাহিবেন, উঁহাকে উপস্থিত করিয়া দিব।

রেমণ্ড। বাঙ্গালীকে বিশ্বাস নাই, কাশীনাথের পলায়ন মনে হয় না?

বিবি। কাশীনাথে ও চারুতে যে প্রভেদ, তাহা তৎকালেই প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাও স্মরণ রাখা উচিত।

কর্ণেল। চারুকে দৃষ্টিপথে রাখাই আমার উদ্দেশ্য, ভাল ইনি এই-খানেই থাকুন। এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। অবিলম্বে দ্বারদেশে দুই জন সিপাহী প্রহরীরূপে সন্নিবেশিত হইল।

এ দিকে বিজয় চারুর প্রতি রেমণ্ডের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মাইতে না পারিয়া কর্ণেল ফিনিসের নিকট চারুর বিপক্ষতাচরণ করেন। তদনুসারে কর্ণেল সাহেব উপরোক্ত মতে চারুকে আবদ্ধ রাখিয়া ছাউনিতে সিপাহী-দিগের অবস্থা দেখিতে গেলেন। দেখিলেন সকলই শান্ত, সিপাহীরা বিনয়ী ও প্রফুল্ল। কেহ কেহ কর্ণেল সাহেবের প্রমুখাৎ দুই 'বদমায়েসের' আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কহিল, মীরটে এইরূপ লোক পাইলে তাহারা তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া সিপাহীর কলঙ্ক মোচন করিবেক। কর্ণেল সাহেব নিশ্চিন্ত হইয়া চারুকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। তখন বেলা তিন প্রহর।

কর্ণেলের নিকট হইতে বিজয় চারুর কথা অপ্রমাণ করণাভিপ্রায়ে উক্ত পরিত্যক্ত ভগ্নবাটীতে গেলেন, দেখিলেন সত্যই ঔষধের সামান্য কতিপয় শিশি আছে। অমনি তাহা প্রোথিত করিলেন। গৃহমধ্যে একখানা ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্তে পড়িতে লাগিলেন,—

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত। প্রতিপক্ষ্মপাতে, প্রতিপলকে অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইতেছে; পশ্চিমাকাশের রক্তিমাবর্ণ মলিন হইতেছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষ এক মনোহর শুভ্রতর বেশ ধারণ করিল। নবীন চন্দ্রের জ্যোতিঃ শ্যাম দুর্ব্বাদলোপরি মনুষ্যাদির ছায়াপাত করিল। এতদ্রূপ সন্ধ্যাকালও সন্দিগ্ধ-হৃদয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আশঙ্কা রূপ তমোজালে বিজয়ের হৃদয় পশ্চিমাকাশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে মলিন হইতেছে কিন্তু আশারূপ চন্দ্রোদয়ে সে মলিনতা সংশোধিত হইতেছে। বিজয় আসন্ন বিপদাশঙ্কা ও 'সর্ব্বৈব মিথ্যা' ইতি আশা বচনে দোদুল্যমান হইতে-ছেন। কৈ, এইত সময়! ছাউনি নিস্তব্ধ যে? এমন সময় গম্ভীর নিনাদে ধর্ম্মালয়ের ঘণ্টা নিদাদিত হইতে লাগিল। বায়ুসেবকেরা পরিতৃপ্ত হইয়া স্ব স্ব যানে,কেহ গৃহাভিমুখে,কেহ একেবারে ধর্ম্মালয়াভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। একটী বালক ঐ শব্দ শ্রবণ করতঃ কহিয়া উঠিল "মাতঃ কাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতেছে?" তাহার মাতা কহিলেন, "ও কি বাছা! ও যে ধর্ম্মালয়ের আহ্বান-বাদ্য। অন্য এক রমণী বলিলেন, "শিশুটি মিথ্যা কহে নাই। আমারও হৃদয় কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। যাই ধর্ম্মালয়ে গিয়া মনকে শান্ত করি।"

এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনাতে বিজয়ের মন আরো ব্যস্ত হইল। তখন তিনি স্পষ্ট বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখাইয়া রেমণ্ড পরিবারকে ধর্ম্মালয়ে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিবি রেমণ্ড কহিলেন, যদি প্রাণ যায়, উপাসনাকালে ধর্ম্মালয়ে জীবন সমর্পণ করা আনন্দের বিষয়। অগত্যা বিজয় ধর্ম্মালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহরীর ন্যায় বহির্ভাগে রহিলেন। ছাউনির প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। ইউরোপীয়েরা সকলেই ধর্ম্মালয়ে উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এমন সময় অকস্মাৎ এক তুরীধ্বনি হইল ও তৎক্ষণাৎ একটি বন্দুকের শব্দ হইল। বিজয়সিংহ সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। অনেক দূরে গিয়া দেখিলেন এক দল সিপাহী সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইতি-মধ্যে কর্ণেল ফিনিস ধর্ম্মালয় হইতে দ্রুত বেগে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কর্ণেল সাহেব উক্ত শব্দে সন্দিগ্ধ হইয়া পল্টনের অবস্থা দেখিতে আসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে সিপাহীগণের গৃহ সমূহ জ্বলিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহীরা এক ভীষণ হল্লা করিয়া অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে কর্ণেল সাহেব আহত ও মৃত হইলেন। হতভাগ্য ফিনিস সাহেব এই মহা বিদ্রোহের প্রথম বলি হইলেন!

বিজয় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ধর্ম্মালয়ে রেমণ্ড পরিবার রক্ষার্থ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন তথায় বিলক্ষণ গোলোযোগ উপস্থিত। অসংখ্য সিপাহী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অনবরত বন্দুক ছুড়িতেছে। মধুচক্রে আঘাত দিলে, মক্ষিকারা যেরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ইউরোপীয়েরা ধর্ম্মালয় হইতে তদ্রূপ নির্গত হইতেছেন, এবং একে একে নৃশংস বিদ্রোহীগণের হস্তে নিপতিত হইতেছেন। ভয়ানক বিপর্য্যয় উপস্থিত। একদিকে ক্রন্দন ও ভয়চকিত চীৎকার ধ্বনি, অন্যদিকে বন্দুকের শব্দ ও ভীষণ জয়ধ্বনি। নিতান্ত সাহসে ভর দিয়া বিজয় ধর্ম্মালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তথায় শোণিত স্রোতে হতভাগ্য ইউরোপীয়গণের দেহ ভাসমান রহিয়াছে। আততায়ীরা আর জীবন্ত শত্রু গৃহ মধ্যে না পাইয়া অচেতন দ্রব্যাদির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। গোপনে গোপনে এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বিজয় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্যস্ততা প্রযুক্ত হউক আর বিজয়ের বেশ হিন্দুস্থানী দৃষ্টে উপেক্ষাজনিতই হউক, তিনি অলক্ষিত হইয়া নিরাপদে রহিলেন। সেখানে রেমণ্ড পরিবারের কোন চিহ্ন না পাইয়া, বিজয় হতাশ হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধানার্থ বহির্ভাগে নির্গত হইলেন। পথে, মাঠে সে রজনীতে অতি শোচনীয় ব্যাপার হইতেছিল। কোথায়ও আহত আরোহী লইয়া বা আরোহি-বিহীন হইয়া অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, কোথায়ও সতেজ অশ্বগণ শূন্য শকট লইয়া অস্থানে নিপতিত রহিয়াছে এবং আপনিও বন্ধনোন্মুক্ত হইবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিতেছে; কোথায়ও মৃতপ্রায় আহত দেহ প্রাণবিয়োগসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, কোথায়ও অনাথ শিশু মা মা করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; এমন সময়ে কোন এক নৃশংস সিপাহী আসিয়া বল্লমের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। বিজয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় বস্ত্রাচ্ছাদিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। পলায়নপর ইউরোপীয়েরা নানা প্রকারে হত হইয়াছে। কেহ যানারোহী থাকিয়া অদৃশ্য বন্দুকের লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়াছেন, কেহ দ্রুতপদে ধাবমান হইয়া অদৃশ্য কৃপাণাঘাতে ছিন্নমস্তক বা ছিন্নহস্তপদ হইয়াছেন। এখন আর সেখানে সিপাহীরা নাই, কেবল তাহাদের ভীষণ কার্য্যের চিহ্ন রহিয়াছে। বিজয় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া এবং আপনার মনঃকল্পিত আশায় হতাশ হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি-

তেছেন, এমত সময়ে রেমণ্ড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন তিনি বিবি রেমণ্ডকে এক শকটারোহণে অনাহত যাইতে দেখিয়াছেন এবং বোধ হয় এমি ও হেলেনা তৎসমভিব্যাহারে ছিল। অতএব উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সেখানেও বিষম ব্যাপার। বিদ্রোহীরা বাঙ্গালা সমূহে প্রবেশ করিয়া ইউরোপীয়গণের প্রাণ বিনাশ করতঃ গৃহাদিতে অগ্নি প্রজ্জলিত করিতেছে। বাজারের যাবতীয় দুষ্টলোকেরা এই উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্টে অপহরণবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি মৃতদেহের বস্ত্র সমূহও অপহৃত হইতেছে। রেমণ্ড সাহেবের ভবনে কতিপয় সশস্ত্র সিপাহী দর্শনে ভীত হইয়া রেমণ্ড সাহেব ও বিজয় অশ্বশালার এক কোণে লুক্কায়িত হইয়া গোপনে চতুর্দ্দিক দেখিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা চারুর স্বর শ্রবণগোচর হইল। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন একজন সিপাহী ও চারু তাঁহাদিগের নিকট পদচারণ পুরঃসর কথোপকথন করিতেছে। যখন তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, তাঁহারা শুনিলেন চারু কহিতেছে—

"—মুসলমান বাদশাহেরা যেরূপ রাজ্য-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদে নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিতেন, ইংরাজেরা তদ্রূপ নিরপেক্ষ নহে। স্বজাতি ব্যতীত অন্য কাহাকেও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিতে ইহাঁরা নিতান্ত কুণ্ঠিত। তাহার কারণ মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করিত, এবং ইংরাজেরা অদ্যাপি যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশীয়দিগের যথেষ্ট লাভ হয় তাহাতেই স্বভাবতঃ ব্যস্ত।—"

তাদৃশ সময়ে, তাদৃশ অবস্থাতে এরূপ বাক্য যাহার মুখ হইতে নির্গত হয় তাহাকে বিদ্রোহী মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। রেমণ্ড সাহেব চারুর এই কৃতঘ্নতা দৃষ্টে এমনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে উপায় থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করিতেন। তিনি ক্রোধে বধির হইয়া আর ও কথোপকথনে মনোযোগ দিলেন না। বিজয় আরও কিছু শুনিলেন।

"কতিপয় সঙ্কীর্ণান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের দোষে এই সামান্য অসুবিধা হয়, নচেৎ ইংলণ্ডের এরূপ ইচ্ছা কদাপি নহে। সময়ে এরূপ অভিযোগ আর করিতেও হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে অমূল্য নিধি দিয়াছে, যথা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সদ্বিচার, দস্যু তস্করের ভয় হইতে নিষ্কৃতি, নিরাপদ ভাব, বিদ্যালোক, ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য

জ্ঞান, জীবন্ত ভাব, কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য উপকার কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে? এরূপ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন্ পাষণ্ড হস্তোত্তোলন করিতে চাহে? ভারতবর্ষে এরূপ রাজ্য কখন হয় নাই, হইবে কি না সন্দেহ। হিন্দু রাজার সময় স্বাধীন থাকিয়াও ভারতবর্ষ এরূপ সুখে ছিল না। আর কোন্ রাজ্যে প্রজারা স্বাধীন থাকিতে পারে?"

একাদশ অধ্যায়।

(বিদ্রোহিরা কুমারীদ্বয়কে শাহাজাদার উপপত্নী করণাভিলাষে দিল্লীতে লইয়া যায়—চারু চন্দ্রের রাজভক্তি ও বিজয় কর্ত্তৃক কারাবরোধ।)

ইতিপূর্ব্বে চারুচন্দ্র কর্ণেল সাহেবের অনুমতিক্রমে নিজ আবাসে বিশ্রামার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি রেমণ্ড সাহেবের যে কিছুমাত্র সন্দেহ হইয়াছিল, এই ভাবিয়া চারু বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রতি রেমণ্ড পরিবারের কোন প্রকার অযথাভাব উদয় না হয়, সেই জন্য চারু সন্ধ্যাকালে রেমণ্ড ভবনাভিমুখে চলিলেন। যৎকালে তিনি সেখানে পৌঁছিলেন, বিদ্রোহের বিষম কাণ্ড ছাউনিতে আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে সৈন্যাগার দাহন ও সিপাহীগণের হল্লা, অপর দিকে ধর্ম্মালয়ের হত্যাকাণ্ডজনিত বিসদৃশ গোলমাল এককালে ইন্দ্রিয়গোচর হইল। চারু দূর হইতে এই অজ্ঞাত-কারণ গোলযোগ শুনিয়া যেমন তদুদ্দেশে ব্যগ্র হইয়া অগ্রসর হইবেন, সম্মুখে গত রজনীর পরিচির্ত সিপাহীকে দেখিলেন। দেখিবামাত্র চারুর মনে ভয়, ঘৃণা ও কৌতূহল যুগপৎ উদয় হইল। কহিলেন "তোমার পত্র আমাকে যৎপরোনাস্তি দুঃখ দিয়াছে; পূর্ব্বে অবগত হইলে কখনই তোমাদের সহিত কোন প্রকার আলাপ করিতাম না।" সিপাহী কহিলেন দ্বিতীয় পত্রে এই জন্যই তিনি চারুকে ঐ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। চারু কিঞ্চিৎ তেজের সহিত কহিলেন, "আমি শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান করি, আমার মানসিক যে অনুতাপ

হইতেছে তাহাই ক্লেশকর, যেহেতু তোমাদের ন্যায় অবিবেচক কৃতঘ্ন রাজ-বিদ্রোহী দুষ্টগণের কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিয়াছিলাম!” চারুর কর্কশ বচনে সিপাহীর ভ্রূ রোষকষায়িত হইতেছিল, কিন্তু অমনি সে ভাব প্রশমন করিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, “কৃতজ্ঞতাই এতদ্রূপ ভৎর্সনা সহ্য করিতে কহিতেছে। যাহাহউক এখনও কি আপনার চেতন হয় নাই? যাহাদের দাসত্ব করিতেছেন, যাহাদের মঙ্গলার্থ এত ব্যস্ত, তাহাদের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া এখনও কি সৎপরামর্শ লাভের যোগ্য হন নাই? আর ভারতবর্ষের প্রতি ঔদাস্য, আর বিধর্ম্মী বিজাতীয়ের প্রতি প্রভুভক্তি ভাল দেখায় না; পরমেশ্বর এত দিনের পর ভারতের স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, আর কেন দাসত্ব, আর কেন ভয়, আর কেন ঔদাস্য? আসুন আমাদের সঙ্গে ভারতের শত্রুগণের মূলোচ্ছেদ করিয়া ইহাঁর স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ করুন্। ঐ দেখুন এতক্ষণে ফিরিঙ্গীরা, খৃষ্টানেরা নরকগামী হইয়াছে, এতক্ষণে ম্লেচ্ছ পাষণ্ডেরা সমুচিত দণ্ড পাইয়াছে!”

চারু এই কথা শুনিয়া ক্রোধে, শোকে ও ভয়ে অভিভূত হইলেন, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ক্ষণেক বিলম্বে কহিলেন, “কি? নৃশংস দস্যুদিগের দুরভিসন্ধি সত্যই সিদ্ধ হইল! আমি পূর্ব্ব হইতে আভাস পাই-য়াও কোন উপায় করিতে পারিলাম না? রে পাপিষ্ঠ নরাধম্ তোরও মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে একজন নরহত্যাকারীর ভার হইতে মুক্ত করিতে পারি।” বলিয়া সিপাহীর তলবার অপহরণার্থ যেমন হস্ত প্রসারণ করিবেন, অমনি সিপাহী ক্রোধে করস্থ অসি উত্তোলন করিয়া কহিলেন, “ক্যা, বাঙ্গালীকা মক্‌দুর হায়, হাৎকা তরওয়াল ছিন্‌লেনা? অভি দোজখ্‌লে ভেজ দেউ?” এই কথা বলিতে না বলিতে হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল, মস্তক হেঁট হইল। বাম হস্তে চারুর হস্ত ধরিয়া কিঞ্চিৎ নম্র ভাবে কহিলেন, “হিন্দুস্থানীকা এক্ হি জবান্ হায়। আগর্ জান আউর উস্‌সে বাড়ী ইজ্জত, উওভি জের হোয়, তব্‌ভি তোম্‌হারা উপর কুচ্ কর শিক্‌তা নেহি; কেউঁকে এক দফে তোম্‌হারা খিদ্‌মৎ করণা ওয়াদা কিয়া হায়!” চারুর সাধ্য কি সে দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করিয়া আপন হস্ত টানিয়া লয়েন, তথাপি দৃঢ়তা নিবন্ধন কিঞ্চিৎ কষ্ট হওয়াতে হস্ত ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। সিপাহী বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল করিয়া, একটু মুখস্থ হাস্যের সহিত পুনর্ব্বার কহিলেন “কেঁউ ভাই খফা

মৎ হো; জেরা দিল্ লগা কর্ হাম্‌লোগ্‌কা বাত্ শুন্‌কে গউর করমাও তব্ মালুম্ হোগা কিস্‌কা কাম্ বেসমঝ্ হায়!" এই বলিয়া চারুর সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দোষের বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। চারু বুঝিলেন বলদ্বারা সিপাহীকে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য; যদি কৌশলে কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাকে কোন স্থলে লইয়া যাইতে পারেন যথায় ইউরোপীয় বল বা অন্য কোন বলবান্ ব্যক্তি তাহাকে হস্তগত করে তাহাই শ্রেয়। বাদানুবাদে চারু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সিপাহীর কথানুসারে তিনি ইংরাজগণের সাংকোচ্য দোষ স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেছিলেন। রেমণ্ড সাহেব ইহারই কিয়দংশ মাত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী জ্ঞান করেন!

যাহা হউক এই কথোপকথনের মধ্যেই চারু রেমণ্ড পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সিপাহী চারুকে নির্ভয় থাকিতে কহিলেন, কেন না তাঁহার আজ্ঞানুসারে রেমণ্ড পরিবারের কোন ক্ষতি হইবেক না। যাহাতে দস্যু ও অবিবেচক লোকেরা রেমণ্ড ভবনের কোন অপচয় না করে, এ জন্য তথায় দুইজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চারু রেমণ্ড পরিবারের অনুসন্ধানার্থ যাইবেন বলাতে, সিপাহি তাবৎ সংবাদ এখানেই জ্ঞাপন করাইবেন বলিয়া একটী বংশীধ্বনি করিলেন। তাহাতে দূর হইতে তদনুরূপ বংশীধ্বনি হইল এবং অপর আর এক সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনা গেল যে বিবি রেমণ্ড নির্ব্বিঘ্নে গোরা ছাউনির ভিতর আছেন। রেমণ্ড সাহেব ও বিজয় এই অশ্বশালার মধ্যে আছেন। বিজকে উদ্দেশ করিয়া আগন্তুক কহিল "সেই উদ্ধত যুবা ঔদ্ধত্য বশতঃ এক জন সিপাহীর প্রাণবধ করে বলিয়া, দিলারাম নামক এক জন সিপাহী তাহাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু আগন্তুক অনেক অনুরোধে এবং পাঁড়েজীর আজ্ঞার বলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। সিপাহী চারুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "আপনার অনুরোধে এক নরহত্যাকারীর শাস্তি অদত্ত রহিল।" চারু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সংসার বিপর্য্যায়কারী, নির্দ্দোষী আবালবৃদ্ধবনিতা বধকারী বিদ্রোহীর মুখে এ কথা ভাল লাগে না; যাহা হউক এমি ও হেলেনা কোথায়?" আগন্তুক কহিল 'বিবি রেমণ্ডের পূর্ব্বে তাঁহারা ছাউনির দিকে পলায়ন করেন, ভকতরাম তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে।' সিপাহী ভকত-

রামকে শীঘ্র পূর্ব্বমত কথোপকথন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে হত্যাকাণ্ড শেষ হইল এবং বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ দিল্লিপ্রস্থান সূচক তূরীধ্বনি করিল।

সিপাহী চারুকে কহিলেন, "চলুন আমাদের সঙ্গে দিল্লীতে চলুন, আপনি বহু সমাদর পাইবেন।"

চারু।—কি? রাজবিদ্রোহী বৃত্তিভোগী সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ মোসলমানের করকবলে যাইব? যদি আমার উপকার করিতে চাহ আমাকে ছাড়িয়া দাও এবং রেমণ্ড পরিবারকে আমার সম্মুখে আনিয়া দাও।

সিপাহী—এখানে থাকিলে আপনার বিশেষ ক্ষতি হইবে; আর কুমারী দ্বয়ের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তাহাদিগকে এখানে উপস্থিত করাইয়া আমি প্রস্থান করিব।

ইতি মধ্যে ভকতরাম উপস্থিত। কুমারী দ্বয়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ও বিষণ্ণ রহিল। চারুর মন ব্যাকুল হইয়াছে, হৃদয় দুর্ দুর্ করিতেছে। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসার পর ভকতরাম কহিল "এনায়ৎখাঁ আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন।"

সিপাহী সক্রোধে।—তাহারা যদি ক্ষত বা হত হইয়া থাকে, আজ এনা-য়তের মস্তক আমার অসিতে।

চারু অন্ধকার দেখিতেছেন, তাঁহার বাগ্‌রোধ হইয়াছে।

ভকতরাম।—পাঁড়েজি! যখন আমি বারাকের পার্শ্বে উপস্থিত হই, দেখি কতিপয় স্ত্রীলোক ও বালক হত বা আহত হইয়াছে, কতিপয় বিবি তখনও জীবিত। আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, 'ভাই সব এই রেমণ্ড পরি-বারস্থ কুমারীদ্বয় পাঁড়েজীর আজ্ঞায় অবধ্য।' একথা শুনিয়া এনায়ৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন 'আমরা শপথ করিয়াছি ফিরিঙ্গীকে জীবিত ছাড়িব না' বলিয়া স্বহস্তে যেমন কুমারীদ্বয়কে কাটিতে যাইবেন, অমনি সেই দীর্ঘকায় পরমাসুন্দরী সাহসী কুমারীটি হস্তরোধ করিয়া কহিলেন "পাষণ্ড অবলার প্রাণবিনাশে পৌরুষ কি? আমাদের কি? তোদের ভয়ানক ক্ষতি বই লাভ নাই। মোসলমান! তোকে স্ত্রীমর্য্যাদা রক্ষার্থে কি কহিব?" এনায়ৎ অপ্রস্তুত হইলেন এবং কুমারীদ্বয়ের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন "হাঁ স্ত্রীমর্য্যাদা আমরা বুঝিতে পারি, তোমাদের জেনানাতে রাখাই উচিত। রহিম্ খাঁ এঁদিগকে সাবধানে লও।" রহিম্ খাঁ কাণে কাণে কি কহিল এবং খাঁ সাহেব কহিলেন "ভকতরাম তোমার পাঁড়েজীর কথা রাখিলাম, ইহাঁরা

অবধা হইলেন। যাহাতে ইহাঁদের ঐহিক ও পারত্রিক পরম সুখ লাভ হয়, এ নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব কুমারীদ্বয়ের ভোগোপযোগী মহামান্য শাহাজাদাকে ভেট দিতে চলিলাম। বিশেষতঃ আমরা রিক্তহস্তে যাইতেছি এ পরামর্শে আমাদের ও এই রমণীদিগের সমূহ উপকার সম্ভাবনা, তাহাতে পাঁড়েজী অসন্তুষ্ট হইবেন না।' ইহা শুনিয়া সেই সাহসী রমণী সতেজে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন "পাপিষ্ঠ, নরাধম! এরূপ নির্ঘৃণ কথা উচ্চারণ করিতে গিয়া তোর জিহ্বা স্খলিত হইল না; এরূপ কল্পনা হৃদয়ে স্থান-দান করিতে তোর হৃদয় বিদীর্ণ হইল না? ভীরু! নিজ দুরভিসন্ধি সাধনার্থ আমাদের প্রাণ বিনাশে অনিচ্ছু হইতেছিস্? ভাল, এই তোকে ফল দিই অথবা আপনারা সয়তানের হস্ত হইতে মুক্ত হই" বলিয়া খাঁ সাহেবের হস্ত হইতে নিপতিত অসি যেমন উঠাইতে যাই-বেন, অমনি তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার অনুচরেরা কুমারীদ্বয়ের হস্ত বন্ধন করিয়া ফেলিল। আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম, তথাপি সে পাষাণ হৃদয় যবনের মনে দয়া হইল না। কি করি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

সিপাহী। তাহারা এখন কোথায়?

ভকতরাম। খাঁ সাহেব বন্দীগণ লইয়া সর্ব্বাগ্রেই অশ্বারোহী দলের সহিত দিল্লী প্রস্থান করিয়াছেন।—ঐ শুনুন, প্রস্থানসূচক জয়সূচক মধুর তূরী ভেরী দমামা ইত্যাদি রণ বাদ্য বাজিতেছে, ঐ দেখুন জ্যোৎস্নায় বন্দুকের ফলক ও উজ্জ্বল অসি চাক্‌চিক্যমান হইয়াছে। আপনার অনেক বিলম্ব হইয়াছে; আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে।

চারুচন্দ্র এতক্ষণ অচেতন প্রায় হইয়া কতক শুনেন নাই; এক্ষণে শোক দুঃখে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, "কি! নিস্কলঙ্ক সুকোমল কামিনী-দিগের এই দশা হইল! পাঁড়েজি! কৈ তোমার কৃতজ্ঞতা, কৈ তোমার প্রতিজ্ঞাপালন? ধিক্ ধিক্ বিদ্রোহীর আবার ধর্ম্ম জ্ঞান!—হায়! আমার এ জীবন ও বল সত্ত্বে প্রভুকন্যাগণকে রক্ষা করিতে পারিলাম না!—হায় এতদিনে ভারতবর্ষ কলঙ্কিত হইল, পৃথিবী কলঙ্কিত হইল!" বলিয়া অচে-তন প্রায় বসিয়া পড়িলেন। সিপাহী অধোমুখে সলজ্জভাবে কহিলেন, "যদি এখনও সেই দুরাত্মা নির্ব্বোধ যবন তাঁহাদের প্রাণবধ না করিয়া থাকে, যদি তাঁহাদের সতীত্ব বিনাশের পূর্ব্বে—দুরাত্মার দিল্লী পৌঁছিবার

পূর্ব্বে আমি তাহার কাছে যাইতে পারি, নিশ্চয়ই তাঁহারা নিরাপদ হই-বেন।—রামচন্দ্রই জানেন, আমার কোন ক্রটী হয় নাই; তবে প্রতিজ্ঞা পালন মানব ক্ষমতায় হয় না। অবশ্যই ধর্ম্মরাজ আমাকে রক্ষা করিবেন আসুন আপনাকে কন্যাদ্বয় সমর্পণ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করি।" চারু নিস্তব্ধ তাঁহার বাক্ শক্তি নাই—বোধ আছে কি না সন্দেহ। সিপাহী কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহাশয়! আমার আর সময় নাই. আমার ইচ্ছা আমার সঙ্গে আইসেন কি বলেন ?"

চারু ক্রোধে কহিলেন, "কি? দুরাত্মা ধর্ম্মবিদ্বেষী নরহত্যাকারী অত্যা-চারী পাষণ্ড বিদ্রোহীর সহিত যাইব! কোথায়?—নরকে?—রে পাপিষ্ঠ দূর হ, চারুচন্দ্র আর এরূপ লোকের মুখাবলোকন করিতে পারে না।

সিপাহী কষ্টে বিরক্তি পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন এখানে থাকায় আপনার সমূহ বিপদ, এই জন্যই অনুরোধ করিতেছি।—ভাল, এখন বিদায় লইলাম। ভকতরাম! দুরাত্মা কতক্ষণ গিয়াছে, কিরূপে যাইতেছে, আমরা তাহাকে ধরিতে পারি না ?

ভকতরাম। পাঁড়েজী, আমার ভয় হইতেছে, আপনি কন্যাদ্বয় উদ্ধার করিতে হয়ত অক্ষম হইবেন; কেন না সে সর্ব্বাগ্রে রমণীদ্বয় লইয়া দ্রুতগামী সতেজ অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবমান হইয়াছে এবং সুখ্যাতি লাভার্থে যাইবামাত্রই উহাদিগকে ভেট দিবে।

সিপাহী কহিলেন "রামজীর ইচ্ছা।" এইরূপ কথোপকথন করিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছেন, ইত্যবসরে চারুচন্দ্রের স্বর শুনিয়া দাঁড়াইলেন।

চারুচন্দ্র ভাবিলেন এমি ও হেলেনা বিরহে মীরট শূন্য। কোন্ লজ্জায় আবার লোককে মুখ দেখাইবেন। আর এখনও তাহারা জীবিত, এখনও পথে। তাহাদের অনুসন্ধান না করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম।' অতএব শীঘ্র সিপাহীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "রে দুর্ব্বৃত্ত, কোথায় যাইস্ তোর প্রতিজ্ঞা পালন করে যা।" সিপাহী কহিলেন "যদি আমাদের সহিত দিল্লী যাইতে ঘৃণা বোধ হয়, আপনি এই অনুমতি-পত্র লউন। কল্য সেখানে উপস্থিত হইবেন। আর আমায় বিলম্ব করাইবেন না। হয়ত এতক্ষণে পাষণ্ড হস্তবহির্ভূত হইল।" বলিয়া উত্তর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

চারু রেমণ্ড ভবনে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ

হইল। এতক্ষণ ইউরোপীয় সেনারা নিদ্রিত ছিল অথবা জাগরিত থাকিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত ছিল, তাঁহারা জানেন। বৃদ্ধ সেনাপতি সদ্বিবেচনা বশতই হউক অথবা ভয়েই হউক এতক্ষণ নিষ্কর্ম্মা ছিলেন। এক্ষণে যখন বিদ্রোহীরা নিরাপদে স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রস্থান করিল, যখন হতভাগ্য ইউরোপীয়গণ জীবন ও বিষয়াদি হইতে অপহৃত হইল, যখন বিদ্রোহ ঝটিকা স্থগিত হইল, সুবুদ্ধি ইউরোপীয় সেনাগণ মীরট রক্ষার্থ নির্গত হইলেন। তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া বিজয় একজন সেনাপতির কাণে কাণে কিছু কহিয়া চারুকে ধরাইয়া দিলেন। চারু বন্দীভাবে বারাকে প্রেরিত হইলেন। সমস্ত রজনী অবরুদ্ধ রহিলেন প্রাতঃকালে (কোর্ট মার্সালে) সৈনিক বিচারে তাঁহার দণ্ড হইবেক।

দ্বাদশ অধ্যায়।

(বিবি রেমণ্ডের সহিত চারুর সাক্ষাৎ ; চারুর প্রাণদণ্ড।)

রজনীর বৃদ্ধির সহিত ইউরোপীয়গণের সাহসও বৃদ্ধি হইল। ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে সেই নৃশংস ব্যাপারের ভয়ানক চিহ্ন প্রকাশিত হইল। কোন স্থানে ছিন্ন হস্ত পদ ও মস্তকাদি, কোন স্থানে রক্তাক্ত কবন্ধ দেহ দর্শকের মনে ভয় সঞ্চার করিল, কোন স্থলে অর্দ্ধীকৃত শিশু তন্মাতার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া হতভাগ্য জননীর হৃদয় একবারে বিদীর্ণ করিল। সাহসী ইউরোপীয়গণ যাঁহারা ভারতবর্ষে কোন ভয়ের কারণ কখন দেখেন নাই, এক্ষণে ভয়ে অভিভূত। ইউরোপীয় বিলাসিনীগণ কেহ পুত্র শোকে, কেহ স্বামিশোকে, কেহ বা মনোমত দ্রব্যাদি নাশে অধীরা হইলেন। মীরট শ্মশান তুল্য শোচনীয় স্থল হইয়া উঠিল! "সিংহী" আর 'মেষ পালের মধ্যে নির্ভয়ে থাকিতে পারে না!

ইউরোপীয় পুরুষগণ স্বীয় স্বভাব গুণে শোককে অবিলম্বে ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় পরিণত করিলেন। বিদ্রোহীদিগের কাহাকেও না পাইয়া, এক মাত্র হতভাগ্য চারুর প্রতি বৈরনির্যাতনে ধাবমান হইলেন। গৃহমধ্যে আবদ্ধ না থাকিলে ক্ষিপ্তপ্রায় সাহেবেরা তাঁহাকে সে রজনীতে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত, বোধ হয়। সেনাপতি হেভিস্ এখনও নিষ্কৃতি পান নাই।

তাঁহার মতে তৎকালে আত্মরক্ষায় সম্যক্ ব্যস্ত থাকা উচিত। বৈরনির্যাতনের সময় এখনও অনেক দূর। বৃদ্ধ সেনাপতির সহিষ্ণুতা সাহেবগণকে ক্ষান্ত রাখিতে পারে না। অবশেষে "কল্য প্রাতেই চারুর দণ্ড হইবেক" এই আশ্বাস পাইয়া ক্রুদ্ধ আততায়ীরা কথঞ্চিৎ ক্ষান্ত রহিলেন।

অনতিবিলম্বে বিবি রেমণ্ড চারুর দুর্দ্দশা শ্রবণে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন কিন্তু রক্ষকগণ তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিল, যেহেতু দুষ্টের সম্মুখে গমন নিতান্ত অবিহিত। চারুকে তাহারা ভয়ানক হিংস্র জন্তুর ন্যায় ঘৃণা ও পরিহার্য্য জ্ঞান করিতেছিল। বিবি কাহারও কথা না শুনিয়া গবাক্ষদ্বার হইতে চারুর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে রেমণ্ড সাহেব উপস্থিত হইলেন। তিনি চারুকে বিস্তর গালি দিয়া বিবিকে ঐ বিশ্বাসঘাতকের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেন। বিবি কহিলেন "ভয় কি? চারু আমায় কি করিবে?" সাহেব উত্তর দিলেন "যে ব্যক্তি তাবৎ ইউরোপীয়ের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত, সে তোমার কি করিবে? তোমারও প্রাণনাশ করিতে পারে।" বিবি হাসিয়া কহিলেন "তোমার ভয় হইয়া থাকে, আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।" ইহাতে সাহেব বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

তখন বিবি চারুর বৃত্তান্ত শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন। চারুর প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হয় না। যাহা হউক নির্দ্দোষী অবিলম্বে ঈশ্বর-কৃপায় তাবৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবেক বিবির ইহা দৃঢ় নিশ্চয় ছিল। আর তাঁহারই সাক্ষ্যে যে চারুর মোচন হইবেক ইহাও মনে করিতেছিলেন। ক্রমে এমি ও হেলেনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে চারু একে একে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন। বিবি এতক্ষণ আশা করিতেছিলেন যে কন্যাদ্বয় গোরা ছাউনির কোন স্থলে আছে, এক্ষণে তাহাদের সেই শোচনীয় ঘৃণ্য অবস্থা শ্রবণে একেবারে হতাশা হইয়া যেমন একটি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইবেন, অমনি তাঁহার মস্তক গবাক্ষের লৌহ রেলে সজোরে নিপতিত হইল এবং বিলক্ষণ আহত হইল। চীৎকার শুনিয়া রক্ষকগণ ও রেমণ্ড সাহেব নিশ্চয় বুঝিলেন দুরাত্মা বন্দী হতভাগ্য বিবির প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছে। আসিয়া দেখিলেন বিবি রেমণ্ড অচেতন এবং মস্তকে বিলক্ষণ আঘাতের চিহ্ন!

ক্রমে চারুর কারাগৃহের সম্মুখে অগণ্য সাহেবের আগমন হইল। এবার চারুর প্রাণ রক্ষা হওয়া সুকঠিন এই গোলমাল শ্রবণে সেনাপতিও উপস্থিত

হইলেন। আর তিনি সকলকে অতিক্রম করিতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ চারুর বিচার আরম্ভ হইল। এরূপ উত্তপ্ত সময়ে দোষাদোষ বিচার প্রত্যাশা করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বিজয় সিংহ, রেমণ্ড সাহেব ও রক্ষকগণের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল চারু বিদ্রোহ দোষে দূষিত এবং বিবি রেমণ্ডের প্রাণবধোদ্যোগী। বন্দীর উত্তর শুনিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত বন্দীর নিকট হইতে সিপাহী প্রদত্ত দিল্লী যাত্রার অনুমতি পত্র প্রকাশ হইল। অমনি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রজনী শেষ হইতে না হইতেই মীরট যে চারু শূন্য হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। হায়, মনুষ্যের কি অদূরদৃষ্টি! বিবি রেমণ্ড মনে করিয়াছেন তাঁহারই অনুরোধে চারুর মুক্তি হইবে, এক্ষণে তাঁহারই জন্য চারুর প্রাণদণ্ড হইল। বিবি অচেতন, এসব বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না!

সংসারের এইরূপ বিপরীত বিচার! কখন কখন দুষ্টের জয় ও শিষ্টের পরাজয় হয়। বিজয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এবং হতভাগ্য চারুর নির্দ্দোষিতা কাহারও নিকট প্রকাশ হইল না।

প্রথম খণ্ডের উপসংহার।

কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণ বোধ করি নির্দ্দোষী চারুচন্দ্র ও প্রিয়দর্শনা সরলা অবলাগণের দশা পরে কি হইল অবগত হইতে উৎসুক হইয়াছেন। না হইবেন কেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের উপর অকস্মাৎ তাদৃশ বিপৎপাতে সকলেই অস্থির হয়। স্নিগ্ধান্তঃকরণ পাঠক হয়ত আশা করিতেছেন, ঘটনার স্রোতেই হউক, অথবা উপন্যাসকারীর কৌশলেই হউক, হতভাগ্য ব্যক্তিত্রয় নিশ্চয় বিপন্মুক্ত হইবেন—লক্ষ্মণ বধ করিয়া কথক নিরস্ত থাকিতে পারে না। পাঠকগণ যদি এরূপ আশা করিয়া থাকেন ভালই, আমি তাহা ভঙ্গ করিতে চাহি না। এমন কি যদি হতভাগ্যত্রয়ের ভাবী দশা না জানিতাম, আমিও ঐরূপে কাতর মনকে শান্ত করিতাম। যাহাহউক শেষ কি হইল, না শুনিয়া বোধ হয় কেহই ক্ষান্ত হইবেন না। যখন উপযাচক হইয়া শোচনীয় মহাবিদ্রোহের কথা কহিতে বসিয়াছি, দুঃখের কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইলে কি হইবে? অতএব সংক্ষেপে কহি:—

দুষ্ট এনায়ৎ খাঁ সর্ব্বাগ্রেই দিল্লী পৌঁছিলে, প্রতিজ্ঞা পরায়ণ পাঁড়েজি নিতান্ত ত্রস্ত হইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলেন না, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক রমণীগণ মোসলমানের ঘৃণ্য কবল হইতে উদ্ধৃত হইতে পারিলেন না। এদিকে সদয়া এন্ প্রাতঃকালাবধি অচেতন ও চারুর প্রাণদণ্ডের বিষয়ে অনভিজ্ঞ রহিলেন, সুতরাং তৎকর্ত্তৃকও চারুচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইল না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন আর লিখিতে অক্ষম—অবশিষ্ট ভাগ, যাঁহার ঔৎসুক্য সহৃদয়তা অতিক্রম করিয়া নৃশংসতাতে প্রবেশ করে, তিনি অনুমান করিয়া লউন। সুকোমলা বালিকাদ্বয় ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিরহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ শাহজাদার অন্তঃপুরে কি দশায় আছেন এবং নিরপরাধী চারুচন্দ্র জঘন্য বধ্য কাষ্ঠে কি ভাবে লম্বমান আছেন, ইহা বর্ণনা করা পাষাণ হৃদয়ের কর্ম্ম। হা! প্রিয় চারুচন্দ্র, হা! সরলে এমি! হা প্রফুল্ল কুসুম কলিকা প্রভাবতি! তোমাদের কি এই চরম দশা হইল! রমণীদ্বয়, তোমরা এখনও জীবিত না জীবন্মৃত ভাবে মনোদুঃখে আছ? যাহাহউক আর তোমাদের কথায় সুখ নাই। সংসার বিপ্লবকারী বিদ্রোহীরা তোমাদিগের ন্যায় নিরপরাধ ব্যক্তির এতদ্রূপ দুর্দ্দশা করিয়া ভারতবর্ষকে চিরকালের নিমিত্ত কলঙ্কিত করিল। যদি ইচ্ছায় হইত, সীতার বা শ্রীমন্ত সদাগরের ন্যায় দৈবশক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম। এক্ষণে বিদায় লইলাম, তোমাদের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে মাত্র রহিল!

মীরটে সে রজনীতে কত মাতার ক্রোড় শূন্য—কত রমণীর বৈধব্যদশা হইয়াছে, তাঁহারাও ত কালে শোক সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ত প্রিয়জন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তবে পাঠকগণ এই অল্পদিনের পরিচিত মাত্র, এই ইতিহাসে শ্রুতমাত্র ব্যক্তিত্রয়কে অবশ্যই বিস্মৃত হইতে পারিবেন। যদি ইহাঁরা প্রিয়জন হইয়া থাকেন বিসর্জ্জন করুন্—শাহাজাদার উপপত্নী ও প্রাণহীন দেহ কাহারই বা প্রিয় থাকিতে পারে? আর এ "কাট খোট্টার" দেশ ভাল লাগে না। আসুন স্বদেশে আসিয়া নব নব ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া মনকে তৃপ্ত করি। স্বদেশ দর্শনে সকল দুঃখ নষ্ট হয়। চলুন জনকোলাহলশূন্য কোন প্রশান্ত পল্লীতে লইয়া যাই, তথায় শস্যাদির প্রাচুর্য্য, পুরাতন নিরীহ হিন্দুচরিত্র ও সন্তোষের আলয় দেখিয়া শান্তভাবাপন্ন হইবেন।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

কীর্ত্তিপুর—আগন্তুকের প্রবেশ।

সুন্দরবনের পার্শ্বে কীর্ত্তিপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ৬০। ৭০ বৎসর হইল সুন্দরবন আবাদ হইবার কালে কীর্ত্তিচন্দ্র সেন নামক কোন এক ভদ্রবংশজ ব্যক্তি কতিপয় পারিষদ লইয়া স্বীয় আবাদ তত্বাবধানার্থ ঐ স্থলে সময়ে সময়ে বাস করিতেন। তাঁহার বিচক্ষণতা, অমায়িকতা ও ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অল্পদিনেই উহা একটি প্রকৃত গ্রাম হইয়া উঠিল। ক্রমে প্রয়োজনীয় বিবিধ ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও কতিপয় ভদ্রলোকের বাসে স্থানটী মনোহর হইল। সেনজ মহাশয়ও সেখানে দৃঢ় প্রবাস করিলেন। প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য ঐ স্থানে লব্ধ হওয়াতে কাহাকেও আর প্রায় লোকালয়ে যাইতে হইত না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর গত হইলে, প্রথম নিবাসীগণের মৃত্যুর পর নবীন গ্রামবাসীগণ গ্রামোৎপত্তির বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঐ স্থলটী সমস্ত পৃথিবী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার চৌদ্দ পুরুষের বাস ঐ খানেই ছিল। গ্রামবাসীদিগের আকাঙ্ক্ষাও স্বল্প, সুতরাং তাঁহারা কোন অভাব বোধ না করিয়া সন্তোষের সহিত তথায় বাস করেন। না করিবেন কেন? সভ্যতার কণ্টক ত তাহাদিগকে বিদ্ধ করিত না;—নবভাবোত্তেজক বিষম বিপ্লবকারী পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনও তাহাদিগের পুরাকালীন সনাতন সরল শান্ত প্রকৃতির বিকৃতি জন্মাইতে পারে নাই। এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ সেন বংশের ঐশ্বর্য্য হ্রাস ও নানা প্রকার বিপৎপাতে গ্রামটির পূর্ব্ব সৌষ্ঠবের কিঞ্চিৎ হ্রাস বোধ হয় বটে; তথাপি এখনও স্থানটি রমণীয় বলিতে হয়।

গ্রামের চতুঃপার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, প্রায়ই হরিৎ ধান্য ভূমি মাত্র। বায়ু-বেগে ধান্য শিখা হিল্লোলিত হওয়াতে দূর হইতে গ্রামটিকে নীলাম্বু সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপ মাত্র প্রতীয়মান হয়। মাঠের অপর পারে, সুদূরে, যথায় সুনীল গগনরূপ চন্দ্রাতপ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে বোধ হয়—সুন্দরবনের নিবিড় কানন দৃষ্ট হয়। অলস অনবধানকারী ভূম্যধিকারীর দোষে কোন কোন স্থলে নিকটে জঙ্গল দেখা যায়; বিশেষতঃ যে ক্ষুদ্র লবণাক্ত খালের কূলে

গ্রামটি নিবেশিত, তাহার অপর পার্শ্বে অনতিদূরে সুন্দরবনের অরণ্য রাজ্যের শ্যাম সীমা প্রকাশ পায়।

গ্রামটিতে প্রবেশ করিলে আরও সন্তোষ জন্মে। সুনির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন কুটীর নগরের সুশোভিত প্রাসাদ অপেক্ষাও সুখের আলয় বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন বাটীতে পূজোপকরণ পুষ্পবনে সম্মুখাঙ্গন সুসজ্জিত আছে। গ্রামে ইষ্টকের মূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না, কেবল মধ্যস্থলে একটী পুরাতন ভগ্ন প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, ও তাহার সম্মুখে একটী প্রশস্ত দীর্ঘিকার উভয় পার্শ্বে সুনির্ম্মিত ঘট্ট ও ঘট্টের উভয় পার্শ্বে এক একটী করিয়া মন্দির চতুষ্টয় সংস্থাপিত আছে। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে একটীতে চণ্ডীদেবী, একটীতে নারায়ণ (শালগ্রাম) এবং অপর দুটীতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। খালের উপকূলেও একটী পুরাতন বটবৃক্ষের তল ইষ্টকে আবদ্ধ এবং তদুপরি ষষ্ঠীমার্কণ্ড দক্ষিণদার ও বাবাঠাকুরাদি গ্রাম্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের মধ্যে বিশ পঁচিশ ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাস করেন। তদ্ভিন্ন কতিপয় সামান্য শূদ্র বাস করে—যথা রজক, নাপিত, কলু, গোপ, তন্তুবায় এবং কুম্ভকার; ও এক ঘর চিত্রকরও আছে, কেন না প্রতিমা পূজার সময় তাহার আবশ্যক। কর্ম্মকার প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে এবং পূজার সময় বলি ছেদন করা তাহারই ভার। এক ঘর স্বর্ণকার, তাহাকে রৌপ্যকার বা কংসকার বলিলেও দোষ হয় না, যে হেতু কীর্ত্তি বাবুর মৃত্যুর পর স্বর্ণালঙ্কার আর প্রস্তুতই হয় না। খালের কূলে এক ঘর চর্ম্মকার আছে—ভাগাড় হইতে মৃত গোচর্ম্ম আহরণ করিয়া মুচী মহাশয় দুই এক জোড়া বিনামাও প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রতিবেশী ষষ্ঠীতলার রক্ষক ইতর হাড়ী ও ডোম জাতি; তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই ধাত্রী ব্যবসায়াবলম্বিনী এবং পুরুষেরা সাময়িক ভারবাহীর কার্য্য করে। নিকটস্থ শ্মশানের অপর পার্শ্বে এক ঘর শবদাহকারী ব্রাহ্মণ আছেন। উক্ত দীর্ঘিকার কূলে এক কোণে একটী আমুদে গোঁসাই আছেন। বাবাজী শিষ্যদ্বয় লইয়া করতাল করে 'জয় যদুনন্দন জগতজীবন' বলিয়া দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকালে হরি সংকীর্ত্তন করেন। আর মধ্যে মধ্যে যুবাগণেরও মনস্তুষ্টি করেন, কেন না গ্রামের কালায়ৎ (গায়ক) তিনিই। তাঁহার শত্রু রেজো ঢুলি। সে প্রতি সন্ধ্যাকালে অন্নপূর্ণার আরতি বাজায় এবং পূজাদি বা বিবাহ কালে মস্তক ঘুরাইয়া নৃত্য করতঃ কর্ণভেদী বাদ্যে গ্রামবাসীদিগের আনন্দ সম্পাদন করে।

রেজো ঢুলিকে দেখিলেই বাবাজী রাগ ভরে অদৃশ্য হন! রেজোও আরতির পর তাঁর আকড়ার কাছে গিয়া আপন ঢোলে কাটী মারে, অমনি যেন গোঁসাইয়ের মাথায় বজ্র পড়ে।

তদ্ভিন্ন সকলেই কৃষি উপজীবী। ভদ্রলোক মাত্রেরই অল্প বা অধিক কিঞ্চিৎ ভূমি আছে। কৃষাণ হইতে তদুৎপন্ন কৃষিফলাংশ লাভেই সামান্য ভাবে অথচ স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের দিনপাত হয়। প্রতি অপরাহ্লে বালকেরা পাঠশালায় বৃদ্ধেরা ক্রীড়ালয়ে এবং যুবারা গোঁসাইর আকড়ায় অথবা দোকানীর নিকট মিলিত হয়। গ্রামে এক মাত্র দোকান, কিন্তু তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তুই পাওয়া যায়। মসলা ও লবণ আনয়নার্থ মধ্যে মধ্যে দোকানীকে দূরদেশে যাইতে হইত। পূর্ব্বে গ্রামেই লবণ প্রস্তুত হইত, অধুনা কোন এক রাজপুরুষ আসিয়া লবণ প্রস্তুত করণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দূরদেশ হইতে লবণ আনয়ন করিতে হয়। যুবারা সায়ংকালে বিদেশদর্শী দোকানীকে অপূর্ব্ব গল্পের ভাণ্ড বোধে প্রদক্ষিণ করিয়া বসেন এবং অপরাহ্নে কাশীদাসের মহাভারত বা কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করেন।

একদা অপরাহ্নে এরূপে এক ব্যক্তি উক্ত দোকানের সম্মুখে বসিয়া নানাবিধ স্বর সহকারে 'অমৃত সমান' মহাভারতের কথা পড়িতেছেন এবং কতিপয় ব্যক্তি কর্ণময় হইয়া নিঃশব্দে শুনিতেছেন, এমত সময় সহসা দুইটী আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত। একজন প্রকাণ্ড শ্মশ্রু-বিশিষ্ট ভীষণাকার ব্যক্তি, অপরটী মর্কটপ্রায় বিশ্রী ও খর্ব্বাকার। শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্যক্তির অগ্রসর হইয়া প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইবার পূর্ব্বেই তদ্দর্শনে পাঠকের বাক্যরোধ হইল এবং শ্রোতাগণ চক্ষুমাত্র হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহার গম্ভীর স্বরে "কীর্ত্তি বাবুর বাটী কোথায়" এই প্রশ্ন করাতেও কোন উত্তর প্রদত্ত হইল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসায় এক ব্যক্তি ভয়ে কম্পিত ও সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিল 'কীর্ত্তি বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন।' আগন্তুক কহিলেন, 'ভাল, তাঁহার কে আছে?' উত্তরদাতা সাহস পাইয়া কহিল "তাঁহার হতভাগ্য সর্ব্বনাশকারী জামাতা কখনই বাটীতে আসেন নাই; আমরা তাঁহাকে বিংশ দ্বাবিংশ বৎসরাবধি দেখি নাই। কতবার রাজপুরুষ আসিয়া সন্ধান করিয়া গিয়াছেন, আমরা কি মিথ্যা কহিতেছি? আহা! তাঁহার পুত্রও আবার সেই রোগ প্রাপ্ত হইল, সেই সর্ব্বনাশকারী বিদেশে গেল? 'বাপ কি বেটা সিপাহি কি ঘোড়া' তাহারও কোন সংবাদ নাই; আবার দোকানী খুড়া

কহেন কি এক লড়াই হইবে না কি? আহা! বৃদ্ধ হইলে মতিচ্ছন্ন হয়, কীর্ত্তি বাবুর দোষেই তাঁহার দৌহিত্রের এদশা হইল। তাহার দুঃখে গ্রামের সকলেই দুঃখী। কিন্তু সে তাহার পিতার ন্যায় অহঙ্কারী নয়, হবে না কেন? সেনরক্ত তাহার শরীরে আছে ত।' এতক্ষণ আগন্তুক শান্তভাবে শুনিতেছিলেন, এক্ষণে ব্যগ্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন 'কীর্ত্তি বাবুর বাটীতে এখন কে আছে? উত্তরদাতা কহিল "কে আর আছে হুঁ পোষ্য পুত্র, পরগাছা—গৌরবাবু কি এখন তেমন আছেন? তাঁরই বা দোষ কি? এই জন্যইত তিনি বিবাহ করিতে চাহেন নাই। আহা ভাগিনেয় অন্ত প্রাণ ছিল. সে ভাব থাকিলে কি আর ঐ বালককে দেশান্তর যাইতে হইত? কিন্তু বিদেশীয় স্ত্রী তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিল। আহা কীর্ত্তি বাবুর বংশটা বিদেশ বিবাহেই নষ্ট হইল। এক জামাতা আর এক বধূ সর্ব্বনাশ করিল।"

আগন্তুক কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "সেই জামাতার আরও গুণ প্রকাশ হইয়াছে! এখনি দেখিতে পাইবে" এই কথা কহিয়া গ্রামের ভিতর দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক সুদৃশ্য পুষ্পবাটিকার সম্মুখে আসিলেন। পুষ্পোদ্যানটী অতি পরিপাটী এবং দেশীয় পূজোপকরণ নানা জাতি পুষ্পে সুশোভিত! দুই বকুল বৃক্ষের মধ্যে তোরণ স্বরূপ পথ আছে; গবাদির প্রবেশ নিবারণার্থ দ্বারদেশে বংশাংশের মালা ঝুলিতেছে। উদ্যানের অপর পার্শ্বে এক প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তি পাশা সতরঞ্চাদি বয়সোচিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। কেহ বহু চিন্তার পর সন্ধি স্থানে 'গজ' বসাইয়া "এক কিস্তিতে মাত করিবেন" বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কাহারও বা "কচেবার" ভাবে পাশা নিপতিত হইয়াছে, এমত সময়ে অকস্মাৎ সম্মুখে জনাগম দৃষ্ট হইল। শ্মশ্রুপ্রযুক্ত আগন্তুক বিদেশীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেন। সেন বংশের আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীনেরা জনতায় যোগ দিলেন। আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি কহিলেন "মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন?"

আগন্তুক। আমি পশ্চিম, কাশী অঞ্চল হইতে আসিতেছি।

প্রাচীন। কোথায় যাইবেন?

আগ। কীর্ত্তি বাবুর বাটীতে।

প্রাচী। কি অভিপ্রায়ে?

আগ। এখনই প্রকাশ পাইবেক।

প্রাচী। আপনি রাজপুরুষ বটেন ?

আগ। হাঁ।

প্রাচী। মহাশয়! সে হতভাগ্য জামাতা কি জীবিত আছে ? তাঁহাকে ত এ গ্রামে কখনই আসিতে দেখি নাই। ১০ বৎসর হইল পূর্ব্বে রাজপুরুষ মহাশয় কহিয়া গিয়াছেন আর বৃথা অনুসন্ধান করিলে আসিবেন না। তবে আবার গোলযোগ কেন ?

আগ। এক্ষণে পশ্চিমাঞ্চলে সিপাহী সৈন্যেরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। সেই জামাতা তাহাদের সংযোগে রাজবিদ্রোহী হইয়াছে। সন্দেহ হয়, বাটীতে বিদ্রোহোত্তেজক পত্র পাঠায়, তাহা অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি।

ক্রমে সকলে কীর্ত্তিবাবুর পুরাতন ভগ্ন তোরণে উপস্থিত। সম্মুখে বাটীর পুরাতন চৌকীদার নিধিরাম রণবেশে দণ্ডায়মান। এই গোলযোগ শ্রবণ মাত্র ভীরু গুরুমহাশয় পাঠশালার ছুটী দিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়াছেন, বালকেরা ছিটা গুলির ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। অধিকাংশ আগন্তুকের নিকটস্থ হইল ; এবং কতিপয় দূতের কার্য্য করিতে লাগিল। এইরূপ একটী বার্ত্তাবহ কর্ত্তৃক সতর্কিত হইয়া নিধিরাম আপনার পদ ও মর্য্যাদা দেখাইবার জন্য দৌবারিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। নচেৎ একখানি গামছা স্কন্ধে লইয়া প্রায়ই কর আদায় করিয়া বেড়ান। গামছা খানি আসিবার কালে তরকারীর বোঝা রূপে স্ফীত হয়। এক্ষণে বহুকালের পুরাতন, যত্নরক্ষিত পাগড়ী মস্তকে বাঁধিয়াছেন ; গাত্রে একটি ছিন্ন পুরাতন অঙ্গাবরণ এবং কটিদেশে লাল কটিবন্ধ। এবং পুরাতন মলিন কৃষ্ণবর্ণ করবাল বহু কষ্টে ধারণ করিয়াছেন এবং বাম হস্তে শৈবালময় ভগ্ন ঢাল। উভয়ের ভারে আমাদিগের বীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। তাহার ভাব ও মূর্ত্তি দেখিয়া বালকগণ হাসিয়া উঠিল ; অমনি নিধিরাম ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তথাপি বালকেরা ক্ষান্ত না হওয়াতে অগত্যা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া দন্ত পেষণ পুরঃসর মনে মনে গালি দিতে লাগিলেন। আগন্তুক উপস্থিত হওয়াতে কোন্ হস্তে অভিবাদন করিবেন ভাবিয়া নিধিরাম ব্যাকুল হইলেন, একবার ঢাল রাখিতে যান, একবার তরবারি ভূমিতে স্থাপন করেন, ইত্যবসরে আগন্তুক তোরণে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গেলেন। তখন নিধিরাম অপ্রস্তুত হইয়া ঢাল তলবারি ফেলিয়া দ্রুতপদে আগন্তুকের

সম্মুখীন হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন এবং উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিলেন "বাবু বাটীতে হায়, মহাশয়ের ক্যা হুকুম্ হাম্‌কে বলুন হাম করতাহায়্।" আগন্তুক নিধিরামের বীরভাষা শুনিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন "গৌর বাবুকে কহ, আমি রাজপুরুষ, রাজাজ্ঞায় তাঁহার বাটীতে তদন্ত করিতে আসিয়াছি অতএব তাঁহার সম্মতি চাহি নতুবা যথোচিত কার্য্য করিব।" নিধিরাম "জো হুকুম" বলিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তদবধি তিনি অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর আগন্তুক নানা সন্ধান করিয়া এবং একক কীর্ত্তি বাবুর কন্যাকে নানা বিধ প্রশ্নাদি করিয়া, কহিলেন তাহার তদন্ত সমাপ্ত হইল, সেন পরিবারের কোন দোষ নাই; কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ ভাবে ব্যস্ত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যাইবার কালে কীর্ত্তি বাবু বিহীনে গ্রামের দুর্দ্দশা, সেন পরিবারের বিপদ ইত্যাদি অনেক কথা শুনিলেন এবং কীর্ত্তি বাবুর দৌহিত্রের প্রচুর গুণ ব্যাখ্যা শুনিলেন। তচ্ছ্রবণে করুণ-হৃদয় হইয়া কহিলেন তিনি গিয়া সেই জামাতার পক্ষে প্রমাণ দর্শাইয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পারেন ত তৎ পুত্রকেও দেশে পাঠাইয়া দিবেন।

আগন্তুক দৃষ্টি বহির্ভূত হইবামাত্র নিধিরাম সাহসপূর্ব্বক দেখা দিলেন, তখন তাঁহার আস্ফালন দেখে কে? তিনি এক চপেটাঘাতে আগন্তুক জনদ্বয়কে যমালয়ে পাঠাইতে পারিতেন যদি বাবু বারণ না করিতেন, এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতে করিতে লম্ফ ঝম্ফে বীরত্ব দেখাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত, রেজো ঢুলী এতক্ষণ ভয়ে আরতি বাজায় নাই, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। এমন সময় শুনিল গোঁসাইজীর আকড়ায় গান আরম্ভ হইয়াছে, উল্লাসে রেজোও সেখানে উপস্থিত। এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত গ্রামের তাবৎ লোক বালক বৃদ্ধ যুবা সেন বাটীর মধ্যে বা সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দলবদ্ধ রহিল। বালকেরা আগন্তুকের মর্কট প্রায় সহচরের জঘন্য আকারের প্রতিরূপ প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং নিধিরামের উপহাস্য ভাব স্মরণ করিয়া অট্টহাস্যে পূর্ণ হইল। বৃদ্ধেরা আগন্তুকের অভিসন্ধি অনুমানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং যুবারা বাবাজীর আকড়ায় আমোদে মত্ত হইলেন।

পর দিবস রমণীরা দীর্ঘিকাকূলে মিলিত হইয়া কীর্ত্তি বাবুর কন্যার আশ্চর্য্য ভাব আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন দশ বৎসর পূর্ব্বে সুম-

তির ঘরে সিঁদ হওয়াতে তিনি যেরূপ সহাস্য ভাব দেখাইয়াছিলেন এখনও সেইরূপ! ইহার গূঢ় মর্ম্ম কি? কেহ উত্তর দিলেন সতী স্ত্রী পতির উদ্দেশ মাত্রে পুলকিত হয়, পতির নাম সংযুক্ত বিপদও প্রীতিকর বোধ করেন। তৃতীয় রমণী কহিলেন তৎকালে চোর আসিয়া তাঁহার পতির পরিচয় দেয়, গত কল্যও বোধ হয় পতির কোন পরিচয় পাইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ যিনি তিনি বুঝাইয়া দিলেন, যে কর্ত্তারা ফিরিয়াছেন আগন্তুক রাজপুরুষও সাধুলোক; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এইবারে সেন জামাতাকে একেবারে বিপন্মুক্ত করিয়া দিবেন, তজ্জন্যই সেনকন্যার পুলকিত ভাব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(সর্ডক্যানিং—ধূর্ত্তের উপর ধূর্ত্ত।)

বৈশাখ মাস গত হইল অদ্যাপি বৃষ্টি নাই। কলিকাতা ধূলিমেঘে আবৃত; কিন্তু তা বলিয়া প্রচণ্ড রবিকিরণের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস নাই। রাজপথ কঙ্কর-ময়, মলয়মারুত প্রবাহে উহা ধূলি শূন্য। বেলা দশটা; গবর্ণমেণ্ট হাউসের পার্শ্বে অসংখ্য শকট কঙ্কর চূর্ণ করতঃ ধূলি ছাতু প্রস্তুত করিতেছে—শব্দও তদ্রূপ। না হইবে কেন? সম্মুখে কর্ম্মালয়-মধ্যবিন্দু স্বরূপ লালদিঘি—পশ্চিমে প্রধানতম বিচারালয় ও উকীলপাড়া এবং পূর্ব্বে সুবিখ্যাত উইল-সনের হোটেল; ও কসাইটোলা, ধর্ম্মতলা ও গড়ের মাঠ দিয়া, ভবানীপুর আলিপুর ইত্যাদি হইতে আগত কদাকার শকট সমূহ নিজ নিজ প্রাণিময় ভার লালদিঘির চতুঃপার্শ্বে বিকীর্ণ করিতেছে। রাজপথ শ্বেত চাপকান ও পাগড়ীতে পূর্ণ।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের বাহিরে যেরূপ, ভিতরে তদ্বিপরীত। বহির্ভাগে অসহ্য উত্তাপ ধূলিঝটিকা ও রুদ্র রৌদ্র স্বীয় শ্বেতমূর্ত্তি অট্টালিকাতে প্রতি-ফলিত করিয়া চক্ষুকে ধাঁধিতেছে;—কিন্তু সেই পুরাতন অথচ সুন্দর ও মহান রাজবাটীর অভ্যন্তর নিস্তব্ধ ও সুশীতল। দক্ষিণ ভাগস্থ পাঠালয়ে জনৈক প্রশান্ত পুরুষ ক্ষিপ্রহস্তে লিখিতেছেন তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন বহিঃস্থ অশান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। মহাপুরুষ এক-

বার গৃহস্থ লম্বমান ক্ষুদ্র তাপমান যন্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করিলেন ও আর একবার কাচাবৃত দ্বার দিয়া বিখ্যাত অক্‌টারলনীর স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অমনি বুঝিলেন বাহিরের কিরূপ অবস্থা। পরক্ষণে তিনি যেরূপ ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ রাশীকৃত পত্র সমূহের প্রতি কটাক্ষ করিলেন এবং অদূরস্থ ভারতের মানচিত্রের উপর চাহিয়া রহিলেন, বোধ হয় তদ্দ্বারা অধিকতর উত্তাপ ও ঝটিকা দেখিলেন। এই মহাপুরুষ মহাত্মা ক্যানিং। তিন মাসও গত হয় নাই, ইনি ভারতের প্রধানতম আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এখনি তাঁহার নখদর্পণে ভারতের নগরাদি ও ঘটনাচয়!

ধীরে ধীরে সুশিক্ষিত ভৃত্য গৃহ প্রবেশ করিয়া কোন আগন্তুকের নামাঙ্কিত দর্শনী-পত্র সম্মুখে রাখিল, অমনি প্রবেশাধিকার দিবার আদেশ হইল। আগন্তুক বিনয়নম্র অভিবাদন পুরঃসর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে গৃহস্বামির উজ্জ্বল নয়নদ্বয় তাঁহার মুখের উপর নিপতিত হইল। আগন্তুক তদর্থ বোধে আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

"প্রভু" আগন্তুক কিঞ্চিৎ ভয়সন্দিগ্ধ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, যদিচ প্রাতঃকালের 'ইংলিসম্যান' দৃষ্টে লোকে 'হরকরার' আনুমানিক বিদ্রোহাশঙ্কা উপেক্ষা করিতেছিল, সন্ধ্যাকালের ইংলিসম্যান দৃষ্টে তাহারা অধিকতর ভীত হইয়াছে। দিল্লী একেবারে বিহস্ত হইয়াছে এরূপ জনপ্রবাদ হইয়া উঠিয়াছে; এরূপ সাধারণ ভয় নিবারণ করা শীঘ্র আবশ্যক।"

মহাত্মা ক্যানিং এরূপ শান্ত ও গম্ভীর ভাবে চাহিলেন যেন তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই। নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে কহিলেন, ''কিরূপে?'

আগন্তুক কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, তিনি এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে জানিতেন না। যাহাহউক আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমি বলিতেছিলাম, স্পষ্টরূপে ঐ আশঙ্কার প্রতিবাদ করা।'

"প্রতিবাদ" শব্দটি মাত্র শ্রোতার শ্রুতিগোচর হইল "প্রতিবাদ,—প্রতিবাদ এখন অসম্ভব" বলিয়া ক্যানিং শিরশ্চালন করিলেন। সে দৃষ্টিতে সে ভাবে বিলক্ষণ বোধ হইল রোগ সাংঘাতিক, আর উপেক্ষার কাল ভাল!

আগন্তুক অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন "তবে কি দিল্লী একেবারে শত্রুহস্ত গত হইয়াছে?'

"দিল্লী এবং আরও কিছু বোধ হয় যাইবে,—আলিগড়; ফিরোজপুর।

"তবেত দিল্লী প্রবেশই গেল! দিল্লীনাশে সর্ব্বনাশ। পঞ্জাবেই কবি-

কাতা নষ্ট হইবে,—আমরাও শক্রর হস্তে রহিয়াছি। আমাদের রক্ষক এতদ্দেশীয় বল, প্রতিবেশী এতদ্দেশীয় লোক—আর দেশীয়কে বিশ্বাস কি? দিল্লী গিয়াছে শুনিলে সাধারণ বিপ্লব ঘটিবে এবং রাজধানীও অক্ষত থাকিবেক না। তবে বণিকগণের প্রস্তাবমতে "স্বেচ্ছাব্রতী" সেনা আহরণ করা আবশ্যক।"

ক্যানিং বাহাদুর উচ্চপদোচিত ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন "কিন্তু ঐ অবধি বিদ্রোহের সীমা। পঞ্জাবে জন লরেন্স, আগ্রাতে কলভিন্ ও অযোধ্যায় হেনরী লরেন্স বিদ্রোহাবেগ সম্বরণের পর্ব্বত স্বরূপ। ইহাঁরা এক এক জন দিগ্বিজয়ী। আর এ বিদ্রোহ স্থানীয় মাত্র,—বহুদূর ব্যাপী হইবার সম্ভাবনা নাই। সেরূপ হইলে জন লরেন্সের প্রস্তাব মতে সমগ্র সিপাহী সেনাকে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা দিতাম।"

"বহরমপুর ও বারাকপুর কি তদ্বিপরীত প্রকাশ করে নাই?" আগন্তুক সাহসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

"সে অন্যরূপ, যাহা হউক শক্রকে নীচ ভাবা উচিত নহে, এ জন্য নিজবল দৃঢ় করিতেছি।"

"আমার মতে" আগন্তুক সাহসে কহিলেন, "এখনি দিল্লী আক্রমণ করা আবশ্যক। সেনাপতির অম্বালা হইতে, জন লরেন্সের লাহোর হইতে, কলভিনের আগ্রা হইতে এবং হেনরীর পূর্ব্ব হইতে আসিয়া একেবারে বিদ্রোহের কলিকামর্দ্দন করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর।"

গৃহস্বামী "দেখা যাইবেক" বলিয়া শিরশ্চালন করিলেন; আগন্তুক সময় বুঝিয়া অভিবাদন পুরঃসর প্রস্থান করিলেন। তখন ভারতের প্রধানতম শাসনকর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন, "কহা সহজ, করা সেরূপ নহে। ভারতবর্ষে এক্ষণে (২৫০০) সার্দ্ধদ্বিসহস্র মাত্র ইউরোপীয় সেনা আছে। তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। লর্ড এল্গিনকে চীন হইতে ও আউট্রামকে পারস্য হইতে আসিতে লিখিয়াছি ও ইংলণ্ডের সাহায্যও প্রার্থনা করিয়াছি। সিপাহীদিগের এ সামান্য কুসংস্কারের প্রভাব মাত্র। ইউরোপীয় বলের দৃষ্টিমাত্রে তাহারা সজ্ঞান হইবেক। পেগু সৈন্যসমক্ষে ঊনবিংশ পদাতি সেনা মেষপাল হইয়াছিল। দুর্ব্বোধেরা উন্মত্ত হইয়া দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছে, তজ্জন্য জন কয়েককে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ড দিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতাপ প্রদর্শন শ্রেয়স্কর বটে। কিন্তু বিশেষ ভয় করিবার কোন

কারণ নাই, বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিবারও আবশ্যকতা নাই। স্থানীয় ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে, শীঘ্র শান্ত হইবেক।

কিঞ্চিন্মাত্র দূরে সেই নগরেই বড় বাজারের মধ্যে সেই রজনীতে কি আলাপ হইতেছিল, লর্ড ক্যানিং জানিলে উহাকে আর "স্থানীয় ঝটিকা" কহিতেন না। পাঠকগণ তোমরা একবার সে স্থানে চল।

বড়বাজারের আফিনের চৌরাস্তার নিকটে কোন এক অন্ধতম ক্ষুদ্র গলীর——নং ভবনে ত্রিতল গৃহের মধ্যে জন কয়েক দিল্লীনিবাসী যুবা একটী অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তদুত্তাপে একখানি পত্র ধরাতে, তাহার শুভ্র ও অলিখিতবোধক ভাগ হইতে স্পষ্ট লেখা প্রতীয়মান হইল। তাহা পড়িয়া সকলে আনন্দ মগ্ন হইলেন। সেই বিষয়ের কল্পনা করিতেছেন, ইতি·মধ্যে সোপান মার্গে অন্যের কথোপকথনশব্দ শ্রবণগোচর হওয়াতে তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন, একজন কহিতেছে " বাঙ্গালা মুলুকে স্ত্রীলোকের চমৎকার বল ও বুদ্ধি! সেই আলেয়া রূপিণী স্ত্রীলোক কত লোককে ভয় দেখাইয়াছে, আর আপনার শাসন না হইলে অদ্যাপি ঐ পথের ভয় প্রচলিত থাকিত, সে যথার্থই বীর নামের যোগ্য। আর এই ভয়েই নৌকা আরোহীরা ঐ পথ দিয়া রাত্রিতে আসিত না!

অবিলম্বে দুই জন হিন্দুস্থানী উপস্থিত হইলেন। পাঠকগণ ইহাদিগকে জানিয়াছেন—কীর্ত্তিপুরগামী সেই আগন্তুক ও তাহার সহচর। কীর্ত্তিপুর-বাসীরা ইহাঁকে রাজপুরুষ কহিয়াছিলেন, অন্য কোন পরিচয়াভাবে আমরাও তাঁহাকে সেই নামে ডাকি। রাজপুরুষকে দেখিবামাত্র গৃহস্থমণ্ডলী সঙ্কুচিত হইলেন। বুদ্ধি প্রভাবে তিনি সকলি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "কি পত্র আসিয়াছে—দিল্লীর সংবাদ কি? বিদ্রোহের প্রভাব কতদূর?" গৃহবাসীরা রাজপুরুষকে একবার আপনাদের দলস্থ জ্ঞান করিয়া তাবৎ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন—এতদূর তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন যে তাঁহাকে কোন কথা গোপন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বিদ্রোহের পরিচয় দিয়াই বাঙ্গালা দেশে আগমন পর্য্যন্ত তিনি ঐখানে আবাস পাইয়াছিলেন! কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল ও অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভয়ও করিত। অতএব সংক্ষেপে এই কহিল যে 'পশ্চিমের সংবাদ শোচনীয়—দিল্লীর বাদসাহ সিপাহীদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, ফিরিঙ্গী ও তৎকর্ম্মচারিগণ হত হইয়াছেন; নানা সাহেব লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিতে না করিতে তথায় বিদ্রোহ প্রস্ফুটিত হই

যাছে; পঞ্জাবের দ্বারস্বরূপ ফিরোজপুর ও আগ্রার দ্বার স্বরূপ আলিগড় সিপাহী হস্তগত হইয়াছে। এখন সকলে মিলিত হইলে ও বারাকপুরের সিপাহিগণ উত্তেজিত হইলেই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ হয়।' সঙ্কুচিত দল রাজপুরুষের নিকট অধিক মনোভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছু, অতএব কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন। এই নিস্তব্ধ ভাব মোচনার্থ রাজপুরুষ তাঁহার সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কলিকাতার বাজারাদি দেখা হইয়াছে? কল্যই পশ্চিমে যাইতে হইবেক।"

সহচর নিতান্ত বিষণ্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন "আমার মনোমত দ্রব্যাদি ক্রয় হয় নাই!"

"কেন, তোমাকে সে দশ মুদ্রা দিয়াছিলাম তুমি কি করিলে?"

সহচর নিস্তব্ধ রহিলেন এবং বারম্বার পৃষ্ট হইয়া কহিলেন আমি "কোন খরচ করি নাই।"

"তবে কি হইল?"

সহচর আপন কটিদেশ দেখাইয়া কহিলেন বস্ত্র ছেদন করতঃ কে উহা হরণ করিয়াছে। তৎশ্রবণে কলিকাতা বাসীরা আগন্তুকগণকে উপহাস করতঃ কিঞ্চিৎ দুঃখও প্রকাশ করিলেন।

রাজপুরুষ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন "কল্য ইহার প্রতিবিধান করিব, আমার টাকা জীর্ণ করে এরূপ লোক বিরল।" গৃহস্থ মণ্ডলী হাস্য করিল।

রাজপুরুষের যে উক্তি সেই কার্য্য। পর দিবস দূর হইতে অলক্ষ্য ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া গোপনাপহারক এক ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া সন্ধ্যাকালে যখন সে আবাসাভিমুখে গমন করিল তাহাকে অনুসরণ করিলেন। অপহারক বাগবাজারস্থ কোন এক জঘন্য ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারে করাঘাত করিলেন, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অপহারকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপুরুষও প্রবেশ করিলেন। কুটীরটি গুলির আড্ডা; যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে দোকানদার। সম্পত্তিশালিরূপী নূতন ব্যক্তিকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। অপহারক স্বীয় স্থানে বসিতে না বসিতে রাজপুরুষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "গত কল্য বড়বাজারে আমার অনুচরের কটিচ্ছেদন পূর্ব্বক যে দশ টাকার থলি লইয়াছ দাও।"

অপহারক কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া কহিলেন "কে তুমি? কি কহিতেছ? পথ ভুলিয়াছ বুঝি?"

রাজপুরুষ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমার অনুসরণে আসিয়াছি আমাকে উপহাস করিবার উপায় নাই—স্মরণ কর অদ্য এক বাবুর লাল, রুমাল জেব হইতে উঠাইয়া লইয়াছ, ঐ মাড়ওয়াড়ীর কটী হইতে মুদ্রা লইলে, ইহুদীর বক্ষ হইতে নোট অপহরণ করিলে, ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কহিলেন "আমার টাকা প্রত্যর্পণ না করিলে এই দলের ব্যবসা কল্যই নাশ করিব।"

অপহারক কলিকাতাবাসীর উপযোগী—ধূর্ত্তের উপযোগী ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু আগন্তুকের কথায় চমকিত ও ভীত হইয়া কহিল "ভাই! তুমি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি, অতএব তোমার টাকা দিব।—কিন্তু এ টাকা আমি লই নাই। কল্য আমাদের অন্য এক সঙ্গী ঐ স্থলে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষা কর, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তাহার স্থানে লইয়া যাই।"

আগন্তুক 'তাহাই হউক' বলিয়া গৃহ বহির্ভাগে গেলেন। পরে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; প্রতিজ্ঞা সিদ্ধিতে হৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন। সহসা পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র গলি হইতে একটী বামাস্বর কহিতেছে "প্রিয়তম! বিধাতা কি সদয় হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন? গবাক্ষ পরিষ্কার করিয়াছি, মনকেও বিদেশ ভ্রমণে প্রস্তুত করিয়াছি, এক্ষণে বাহির হইতে পারিলেই হয়। কিন্তু কোথায় যাইব, কি বিপদে পড়িব জানি না।"

অধঃস্থ কোন ব্যক্তি কহিল "ভয় নাই, চারুচন্দ্র আমার পরম বন্ধু তিনি এক্ষণে উচ্চপদারূঢ় হইয়াছেন, আমাদিগকে পাইলে বিলক্ষণ সমাদর করিবেন ও সুখেও রাখিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক কল্য এমন সময় আমি রজ্জুসোপান আনিব তদ্দ্বারা নামিতে হইবে।

কামিনী। আহা! দাদা যদি আজ থাকিতেন তাহা হইলে আমাকে এরূপ কুলটার ন্যায় কার্য্য করিতে হইত না! হায় কি বিড়ম্বনা, বিবাহিত পতির অনুগমনও এরূপ গোপন ভাবে করিতে হইল! প্রিয়তম! কি করিয়া যে আমি এপথ দিয়া অবতরণ করিব, ভয়ে ও লজ্জায় আমি অস্থির হইয়াছি। হায়! কি করি এত করিয়া বিমাতাকে বুঝাইলাম, পিতার পদতলে পড়িলাম, তথাপি তাঁহারা আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেনই দিবেন। বলেন পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেও বিবাহ হয় না—মনে মনে প্রণয় করিলেও বিবাহ হয় না। কি সর্ব্বনাশ, ধর্ম্মনাশ প্রাণনাশ অপেক্ষা বিষম। প্রাণনাথ! শুভ

তোমার জন্য আমি এতক্ষণ জীবিত আছি। প্রিয়তম! এপাপ পুরী হইতে নিষ্কৃতিই পরম মোক্ষ। আমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঝম্প দিতে পারি, সমুদ্রে মগ্ন হইতে পারি, পর্ব্বত হইতে লম্ফদিতে পারি, কিন্তু প্রাণপতি-বিরহিত হইতে পারি না, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর! কল্য রজনীতে তুমি রজ্জু সোপান আনিও, অবশ্যই তদ্দ্বারা অবতরণ করিব। আমি এরূপ ক্ষুদ্র এক রজ্জু খট্টে বাঁধিয়া তদ্দ্বারা অবতরণ করিতে অভ্যাস করিতেছি, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব। আর ঈশ্বর সতীত্ব অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

এমত সময় অপহারক দ্বার উদ্ঘাটন পুরঃসর নির্গত হইল, রাজপুরুষও তাহার অনুসরণ করিলেন। প্রবঞ্চক দক্ষিণমুখী হইয়া সোণাগাছি গলির মধ্যে প্রবেশ করত এক বেশ্যালয়ের কবাটে করাঘাত করিল। রাজপুরুষ পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে অপহারক তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে কহিলেন। রাজপুরুষ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে এক শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন, আগার মধ্যে একটী বাররমণী বসিয়াছিল, অপহারক আগন্তুকের পরিচয় ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নির্ভীক হইতে কহিল। বারনারী উপযাচিকা হইয়া রাজপুরুষের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ জানিতে পারিলেন, ঐ দুষ্টা রমণীকে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর এক স্থলে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার গৃহ যত শঠ, প্রবঞ্চক ও দুষ্টলোকের বিরামশালা।

ইত্যবসরে ধন অপহারক উপস্থিত—কিঞ্চিৎ বচসার পর সে নীলবর্ণ স্থলী সহিত আগন্তুকের টাকা প্রত্যর্পণ করিল। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন—উপহাসকারী সহবাসীগণকে দেখাইতে গেলেন, যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনবহেলনীয়।

পাঠকগণ বোধ করি আশ্চর্য্য হইতেছেন, ইনি কিরূপ রাজপুরুষ? রাজপুরুষভাবে তদন্ত করেন, আবার বিদ্রোহীর সহবাসী, অপহারক ও বেশ্যাগণেরও শত্রু নহেন। অথচ কাহার মিত্রও নহেন! ফলতঃ আমাদের রাজপুরুষ এক অদ্ভুত জীব। ইহার কৌতুকও আছে, আবার দয়াও আছে বোধ হয়; আর বুদ্ধি ও ক্ষমতার ত সীমা নাই।

রাজপুরুষ কোন অভিসন্ধি প্রযুক্ত অথবা কৌতূহল বোধে, পর রজনীতে পূর্ব্বোক্ত যুবকযুবতীর পলায়ন দেখিতে গেলেন। যুবতী রজ্জু সোপানে অবতরণ করিলে যুবক যত দূর হস্তে পাওয়া যায় ঐ রজ্জু ছেদন করিয়া

কর্দ্দমপূর্ণ থানাতে নিক্ষেপ করিলেন এবং করস্থ দেসলাই জ্বালিত করিয়া উপরিভাগ সাগ্নিক করিয়া দিলেন। উভয়ে চলিয়া গিয়া অপর এক গলিস্থ এক ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন তাঁহারা সৌভাগ্যবলে গেলেন। কিন্তু রাজপুরুষ উহাদের অগোচরে শান্তিরক্ষকগণকে উৎকোচ না দিলে তাঁহারা এরূপ নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিতেন না। এই পলায়ন-পর যুবক-যুবতী কে?

তৃতীয় অধ্যায়।

(সুকুমার হেমলতার বিবাহ-সুকুমারের মৃত্যু)

বিক্রমপুর নিবাসী কৃপারাম গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক মহা কুলীন কলিকাতাস্থ এক ধনাঢ্য কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরের ঐশ্বর্য্য লাভে সম্পত্তিশালী হইয়া কলিকাতায় বাগবাজার প্রদেশে বাস করেন। কালে তাঁহার স্ত্রী এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করাতে, তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বস্ত্রীর সমুদায় সম্পত্তি নিজ নামে নির্বাচিত করিয়া সুখে আছেন। তাঁহার আরও কএকটী স্ত্রী পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে আছেন, কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিতেন না—অসভ্য বলিয়া হয়ত পরিচয় দিতেও লজ্জা পাইতেন। যাহা হউক গাঙ্গুলী মহাশয় কুলীন-কুলোচিত বিদ্যাবঞ্চিত হইয়াও নিতান্ত নির্ব্বোধ ও দুশ্চরিত্র ছিলেন না। তাঁহার বিষয় বুদ্ধি ও স্বাভাবিক জ্ঞান এরূপ ছিল, যে লোকে তাঁহার নিকট সুবিজ্ঞ জানিয়া সুপরামর্শ জানিতে আসিত। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষতঃ কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি তাঁহার অতীব আস্থা ছিল।

পুত্রটীর নাম সুকুমার। সুকুমার কালোচিত ইংরাজী ভাষায় সুদীক্ষিত হইতেছিলেন—তাঁহার স্বভাব চরিত্র স্বীয় নামোচিত ছিল। সুকুমার সহোদরা হেমলতাকে বড়ই ভালবাসিতেন। বাল্যকালাবধি তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেন। ক্রমে তাঁহার বিবাহোচিত বয়স, কৌলীন্য অনুরোধে অতিবাহিত দেখিয়া সুকুমার সতত্তই ভগিনীর জন্য মনোনীত সুপাত্র অনুসন্ধান করিতেন। পাত্রটী সুশিক্ষিত অথচ গাঙ্গুলী মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে সুকুলীন চাই। এরূপ পাত্র পাওয়া ভার এই জন্যই দেশরীতির

ব্যতিক্রমেই হেমলতা বালিকাবস্থা উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রমে গাঙ্গুলী মহাশয় ও সুকুমার আপন আপন কল্পনাকে হ্রস্ব করিয়া পরস্পর সামঞ্জস্য ও দেশকালের সহিত ঐক্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় বিষম যক্ষ্মারোগ সুকুমারকে শয্যাশায়িত করিল।

সুকুমারের সমপাঠী ও পরমবন্ধু হেমচন্দ্র ভ্রাতার ন্যায় সুকুমারের রোগ সেবা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাবধি হেমচন্দ্রের ঐ বাটীতে যাতায়াত ছিল এবং হেমলতাও স্বীয় ভ্রাতার হৃদয় বন্ধুর সম্মুখীন হইয়া অনেকবার পাঠের পরীক্ষা দিয়াছেন। সুকুমারের মাতা নাই বিমাতা মাত্র, সুতরাং তাঁহার ভগিনী ও বন্ধু তাঁহার রোগশয্যায় মাতার স্থলীয় ছিল। এই অবকাশে হেমলতা হেমচন্দ্রের পরস্পর পরিচয় বৃদ্ধি ও সৌহার্দ্দ হয়। একদা সুকুমার উভয়কে তাঁহার সেবায় একত্র দেখিয়া, সহসা ভাবিলেন ইহাঁদের মধ্যে পরিণয় বন্ধন হইলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সুকুমারের বোধে হেমচন্দ্রাপেক্ষা সুপাত্র দুর্লভ—কিন্তু হেমচন্দ্রের কুলমর্য্যাদা বিশেষ নাই, সুতরাং ঐ প্রস্তাবে পিতার সম্মতি হইবে না বলিয়া তিনি এই সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। এক্ষণে জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া ভাবিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে পিতা হেমলতাকে অপাত্রে বিসর্জ্জন দিবেন, অতএব শীঘ্র এই সম্বন্ধ স্থির করা শ্রেয়। প্রথমে বন্ধু ও ভগিনীর সম্মতি জানিবার জন্য তিনি বারম্বার উভয়কেই বলিতেন—কিন্তু কেহ মনোমত উত্তর দেয় নাই—হেমচন্দ্র উপেক্ষা বশতঃ হেমলতা লজ্জা প্রযুক্ত। যাহা হউক উভয়েরই মনে এই কথারই অনুরোধে নূতন ভাবোদয় হইতে লাগিল—প্রণয় অল্পে অল্পে প্রবেশ করিল।

এক দিবস নির্জ্জনে সুকুমার হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "ভাই হেম! আমি ভগিনীকে আমার মনের ইচ্ছা কহিয়াছি লজ্জা প্রযুক্ত তিনি কিছুই কহেন না; আমি তোমাকে অনুরোধ করি তুমি স্বয়ং তাঁহার হৃদয় অবগত হও। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যদি তোমাদের পরস্পরের প্রকৃত প্রণয় হয়, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তোমাদিগকে সম্মিলিত দেখিয়া সুখী হই। তোমাদের সম্মতি হইলে পিতার ত আর আপত্তি থাকিবেক না। তিনি এমন সময় আমার অনুরোধ এড়াইতে পারিবেন না। এই অনুরোধ রক্ষার্থ হেমচন্দ্রের কোন ক্লেশ স্বীকার বোধ হইল না; তিনি অল্প দিন হইল স্বনামিকার প্রতি কিছু কিছু আকৃষ্ট হইয়াছেন।

এক দিবস প্রাতে সুকুমারকে নিদ্রিত দেখিয়া হেমচন্দ্র পার্শ্বস্থ পাঠালয়ে পড়িতেছেন, ইত্যবসরে হেমলতা ভ্রাতাকে সুষুপ্ত দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। হেমচন্দ্র কহিলেন "হেমলতে! এখন কোন কাজ আছে কি?" হেমলতা "দাদার আহার প্রস্তুত হইল কিনা, দেখিয়া আসি" বলিয়া দাঁড়াইলেন; ইচ্ছা কারণ জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু হেমচন্দ্র অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন, সুতরাং তিনি চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমলতাকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন "কার্য্য হইয়াছে?" হেমলতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "একখানি বহি লইয়া পড়িতে যাই" হেমচন্দ্র কহিলেন "আমার একটী বিশেষ কথা আছে।" এই কথা যেরূপ আগ্রহ ও গাম্ভীর্য্যের সহিত উক্ত হইল, তাহাতে হেমলতা ভ্রাতার কোন পীড়ার বিষয় আশঙ্কা করিয়া সম্মুখস্থ কাষ্ঠাসনে বসিয়া, কহিলেন কি বলিবেন বলুন্।"

"তোমার ভ্রাতা তোমাকে কিছু কহিয়াছেন?" এই কথায় হেমলতার পূর্ব্ব আশঙ্কা দূর হইল, ভ্রাতার কথা স্মরণ হইল, ব্রীড়াবনতমুখী হইলেন। হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন "সুকুমার আমাকে স্বয়ং তোমার অভিপ্রায় জানিতে কহিয়াছেন এবং আমার হৃদয়ও জানিতে উৎসুক হইয়াছে। বোধ করি আজ তুমি সরল ভাবে স্পষ্ট উত্তর দিতে অসম্মত হইবে না।" কুমারী নতমুখী, কি বলিতে হইবে জানেন না। উত্তর প্রতীক্ষায় কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, হেমচন্দ্র বলিলেন "তুমি সম্মত, কি অসম্মত, তোমার ভ্রাতাকে কি কহিব?" বালিকা-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে, লজ্জাভার মস্তকে পড়িয়াছে, কে উত্তর দেয়! কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া হেমলতা প্রস্থানপর হইলেন এবং তদ্দৃষ্টে হেমচন্দ্র কহিলেন "তবে তোমার ভ্রাতাকে তোমার অসম্মতির কথা কহিব এবং আমার হৃদয়কে"—বলিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল—"ক্ষান্ত হইতে কহিব।" প্রণয়-জনিতই হউক বা অভিমানজনিতই হউক, পাছে সেই অশ্রু বিন্দু প্রকাশ পায়—হেমচন্দ্র পুস্তক দিয়া মুখ ঢাকিলেন। নির্ব্বোধ! কে দেখিতেছে? কুমারী কি একথার পর ঘরে থাকিতে পারে? পলায়নই প্রথা।

এইরূপ বারম্বার উত্তেজনার পর একদিন হেমচন্দ্র পাঠালয়ে মেজের উপর একখানি নিজনামাঙ্কিত পত্রে হেমলতার হস্তাক্ষর দেখিয়া সোৎসুকচিত্তে খুলিলেন। পত্রটীর শিরোভাগে "প্রিয়ভ্রা" লিখিয়া কাটা ও "প্রিয়ত্র"

লিখিয়া কাটা এবং শেষে "হেমবাবু" লেখা রহিয়াছে। ইহারই মর্ম্মানুভবে হেমচন্দ্র তাবৎ তর্কশাস্ত্র মনোমধ্যে জল্পনা করিতে লাগিলেন। প্রিয়ভ্রাতা কাটিয়া প্রিয়তম লেখা ছিল, তবে ভ্রাতা অপেক্ষা উচ্চতর সম্বন্ধ মনে স্থান পাইয়াছে; হেমের মুখ উজ্জ্বল, হৃদয় উদ্বেলিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইল! আবার প্রিয় "প্রিয়তম" শব্দও কাটা হইয়া তৎস্থলে সামান্য "হেম বাবু লেখা!" ইহাতে আবার বদন বিষণ্ণ ব্যথিত হইল। তবে বুঝি ভ্রাতার অনুরোধে হেমলতা "প্রিয়তম" করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, হৃদয় সায় না দেওয়াতে দূরে ফেলিয়াছেন। প্রিয়তমও নহে, ভ্রাতাও আর হইতে পারে না। তবে সামান্য পরিচিত মাত্র। নির্ব্বোধ এত ভাবিয়া প্রয়োজন কি, নীচে পড়িলেই হয়. ঐ পত্রটী অবিকল এই ঃ—

"হেম বাবু!

এমন সময় আমি দাদার কথা এড়াইতে পারি না, চাহি না। দাদার কথাও যে আমাকে বাধ্য করিতেছে এরূপ বুঝিবেন না। ইতি।

তোমারই হেমলতা।"

সুকুমার এই প্রণয়ের কথা অবগত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। পরমেশ্বর বুঝি তাঁহার আয়ুর শেষ দৃষ্টে তাঁহার অনাথা ভগিনীকে সনাথ করিলেন। কল্পনার পথিক যুবা মনে করিলেন এই প্রণয়বার্ত্তাই তাঁহার পিতার সম্মতি আকর্ষণ করিবে! বালক! একি পুরাতন আর্য্যাবর্ত্ত, না সভ্য ইউরোপ, যে প্রণয় বিবাহমূল হইবেক?

গাঙ্গুলীমহাশয় হেমচন্দ্রকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু কুলের থর্ব্বতা থাকায় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহেন না। কতবার কহিয়াছেন সুকুলীন হইলে হেমে হেমে মিলাইয়া দিতেম। এক্ষণে সুকুমারের মুখে এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কুলনাশ ভয়ে অসম্মত হয়েন। সুকুমার মনে করিলেন প্রণয়ের কথা কহিলে প্রস্তাব দৃঢ়ীকৃত হইবে; কিন্তু তাহার বিপরীত হইল। কর্ত্তা নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ঐ নিন্দার্হ সংঘটন ভঙ্গ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। হেমলতার মনোবেদনার কথা শুনিয়া উত্তর দিলেন 'স্ত্রীলোকের আবার মনোনীত কি? পিতা মাতা যাহাকে সমর্পণ করিবে সেই তাহার পতি হইবেক ও অগত্যা প্রণয়ভাজন হইবেক। আর যাহা কিছু অন্যায় ভাবোদয় হইয়াছে তাহা পরস্পর প্রভেদ করিলেই বিলীন হইবে। ভবিষ্যতে আর এপ্রকার স্বেচ্ছাচারের সম্ভাবনা না থাকে এজন্য

তিনি শীঘ্রই যেমন তেমন এক কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ফেলিবেন। এ বিষয়ে তিনি কন্যার রুচি চাহেন না, পুত্রেরও পরামর্শ চাহেন না এবং কাহারও উপদেশ লইবেন না।'

সুকুমার নিতান্ত ভীত হইয়া হেমচন্দ্রকে বলিলেন যে তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে যেরূপে হউক এ বিবাহ দিবেন, নচেৎ হেমলতার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। হেমলতা নিজেই বয়স্থা, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্প্রদানে দোষ নাই। আর বিবাহ হইয়া গেলে পিতাও সম্মত হইবেন। অতএব সেই দিবসেই তাঁহার পরমাত্মীয় বিশ্বাসী মাতৃকুলের পুরোহিত ডাকাইয়া গোপন পরামর্শ অবগত করাইয়া বিবাহলগ্ন স্থির করিতে কহিলেন।

পুরোহিত সুকুমারের মাতামহের পরমাত্মীয়, তাঁহার মাতার অনুরোধে সুকুমার ও হেমলতা তাহার বিলক্ষণ স্নেহপাত্র ছিল, বিশেষতঃ ইদানীং কর্ত্তার বিকৃত ভাব দেখিয়া পুরোহিত নিতান্ত দুঃখিত ছিলেন। এই বিবাহে পাত্রীর অমঙ্গল হইবে বিবেচনায় ও সুকুমারের অন্তিম অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। গণনা করিয়া পুরোহিত কহিলেন, পঞ্চ দিবস পরে এক শুভ লগ্ন আছে, কিন্তু সুকুমার যে তত দিন জীবিত থাকিবেন তাহার আশা নাই। দ্বিতীয় বার গণনা করিয়া সেই দিবস তিন প্রহর রজনীর পর এক লগ্ন পাওয়া গেল ও সুকুমার তাহাই স্থির করিলেন।

সেই রজনীতেই, সেই রোগালয়েই, সেই রুগ্নব্যক্তি দ্বারাই হেমলতা হেমচন্দ্রকে প্রদত্ত হইলেন। পুরোহিত যথানিয়ম তাঁহাদিগের পরিণয় বন্ধন করিয়া দিলেন। পর দিবস প্রাতেই সুকুমার তাঁহার পিতাকে একথা জ্ঞাপন করাতে তিনি অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। পুত্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও কটূক্তি করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন এই অযথা সংযোগ তিনি নিশ্চয়ই নষ্ট করবেন। পিতা বর্ত্তমানে অন্য কাহার সম্প্রদান শাস্ত্র সিদ্ধ নহে; বিবাহের তাবৎ কার্য্যপ্রণালীও সম্পন্ন হয় নাই এবং পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিলেই এবিষয় অপ্রকাশ থাকিবে। শীঘ্র অপর এক জনের সহিত বিবাহ দিয়া এই অকার্য্য হইতে কোন রূপে লোক সমক্ষে মুক্ত হইবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

মনো দুঃখে ও তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া সুকুমার তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। কৃপারাম পুত্রের ভয়ঙ্কর দশা দৃষ্টে কিঞ্চিৎ শান্ত

হইলেন ও তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত বুঝিয়া পাঠালয়স্থ হেমচন্দ্রকে সুকুমারকে দেখিতে কহিয়া চিকিৎসক ডাকাইতে গেলেন। হেমকে কিন্তু এই কথাটী কহিলেন "হেম! কল্য অবধি তুমি এবাটীতে আসিও না। আমার কন্যালাভ করিয়াছ এরূপ আশা করিও না।"

হেমচন্দ্রের ও কথায় কর্ণ দিবার অবকাশ নাই। বন্ধুর বিষম দশা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া অঞ্জলীপূর্ব্বক বমন ধারণ করিলেন। হেমলতাও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সুকুমার হতচেতন হইয়া পড়িলেন; এমন সময় চিকিৎসক ও অপরাপর ব্যক্তি আসিয়া অনেক চেষ্টায় তাঁহার কথঞ্চিৎ চেতনা উৎপাদন করিল। তখন তাঁহার বাঁচিবার আর আশা রহিল না। বেলা দুই প্রহরের পর রোগের কিঞ্চিৎ উপশম দেখিয়া সকলেই একে একে অবসৃত হইলেন; পূর্ব্বের ন্যায় হেমদ্বয় রহিলেন। ইত্যবসরে সুকুমার কহিলেনঃ—

"ভাই হেম, আর বিলম্ব নাই—ভগিনী তোমার হস্তে দিয়াছি, তাহার সতীত্ব রক্ষা করিও। শুনিলে ত পিতার কি সঙ্কল্প? পিতা বিমাতার কথাটী বেদবাণী জানিয়াছেন—আমি তাঁহার অপমান ও অনর্থের মূল হইব। বহু দিবস হইল পিতার স্নেহস্রোত আমাদিগের ভাই ভগিনী হইতে অবসৃত হইয়াছে এবং তাহার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক অধিকারও ঈশ্বর সমক্ষে লোক সমক্ষে নষ্ট হইয়াছে। আমি বলি তুমি অদ্যই হেমলতাকে লইয়া যাও। দিন কয়েক গোপনে রাখ অথবা তুমি যে মিরটে যাইবে কহিতেছিলে সেই থানে ইহাঁকেও লইয়া যাও। ভাই চারুচন্দ্র অবশ্যই আমার ভগিনীর সমাদর করিবেন।" এতগুলি কথা কহিয়া সুকুমার আরও পীড়িত হইয়া মুহুর্মুহু বমন করিতে লাগিলেন ও অস্থির হইলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই রোগীর গৃহে। হেমলতা এক পার্শ্বে, হেমচন্দ্র অপর পার্শ্বে এবং চিকিৎসক তৎসঙ্গে শয্যায় বসিয়া আছেন। সুকুমার একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; সকলে আশা করিলেন শুভক্ষণ। সুকুমার সকল লোককে দেখিয়া কহিলেন "মহাশয়েরা সাক্ষী থাকুন, আমি গত রজনীতে যথাবিধি হেমচন্দ্রের সহিত আমার ভগিনীর বিবাহ দিয়াছি।" কৃপারাম উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যুৎপন্নমতিক্রমে কহিলেন, "আহা! বালকটী কাল অবধি কত খ্যাল দেখিতেছে, ভগিনীর বিবাহের জন্য পাগল হইয়াছে।" লোকে সেই

বিশ্বাস করিয়া কহিল, "ভাল ভাল, তাহা পরে হবে, এখন তুমি কেমন আছ বল দেখি?" সুকুমার নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ছিলেন না। পিতার এই চাতুরী ভঞ্জন করিবার চেষ্টা নিতান্ত আয়াসকর বোধে কিছু কহিতে পারিলেন না। তখন নিতান্ত ক্লিষ্ট ও অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "ভাই হেম! ভগিনী হেম! আমাকে নরকগামী করিওনা, শীঘ্র মী——" মীরট বলিতে বলিতে অমনি কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষুদ্বয় প্রকাণ্ড অশ্রুকণা কোণে রাখিয়া নিশ্চল হইল—সুকুমার দেহত্যাগ করিলেন। হেমলতা কাঁদিয়া উঠিলেন—সত্বর লোকেরা সুকুমারের দেহ গৃহবহিষ্কৃত করিল, ক্রন্দনে ভবন পূরিল। লোকজনের সহিত হেমচন্দ্রও বাহির হইলেন, তাঁহার সাশ্রু চক্ষু হেমলতার দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য পড়িল—তাহাতেই নবদম্পতির বিদায় গ্রহণ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

(বিমাতা—দম্পতির পলায়ন—অত্যাজ্য কন্যাজামাতা)

অশৌচের দশদিবস গত হইতে না হইতেই হেমলতার বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। পূর্ব্বদেশবাসী জনৈক কুলীন পাত্র কালীঘাটে বিবাহার্থ উপস্থিত ছিলেন; ঘটক চূড়ামণিরা তাঁহাকে সুপাত্র বলিয়া উপস্থিত করেন। সুকুলীন লোভেই হউক, অথবা নিজ সন্তানের অবাধ্যতা প্রতিশোধার্থই হউক, গাঙ্গুলী মহাশয় এই অযোগ্য পাত্রই মনোনীত করিলেন। পাত্রটীর নাম রামমণি শর্ম্মা, বয়স নিতান্ত ন্যূন পঞ্চত্রিংশৎ হইবেক, গুণের মধ্যে কুলমর্য্যাদামাত্র,নচেৎ কুলীনের ন্যায় মূর্খ ও অসচ্চরিত্র। আর রূপ? বরের রূপ, বিশেষ কুলীন পাত্রের রূপ কে দেখিয়া থাকে? রামমণির একাদশটী স্ত্রী—হেমলতা প্রাপ্তে তাঁহার দ্বাদশী হয়। হেমলতাপেক্ষা শতগুণ নিকৃষ্টা বিদ্যাবতী ও গুণবতী নারীর এরূপ স্বামী অনুপযুক্ত। কিছু না হয় ত, এরূপ রূপরাশিরও এতদ্রূপ অপাত্রে কেহ বিসর্জ্জন করে না। পাঠিকাগণ এ সম্বন্ধে তোমাদের অমত বোধ হয়। অমত হইলে কি হইবে? যাহার ছাগ সে লাঙ্গুলের দিকেই ছেদন করিবেন। কে বারণ করে? স্বয়ং পিতাই কন্যাকে যমেরে দিবেন!

গাঙ্গুলী মহাশয় অবিচক্ষণ ছিলেন না। তাঁহার ঈদৃশ কার্য্য দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইল; কিন্তু যে গৃহের সংবাদ জানে সে নহে। যাহার ঘরে নূতন সংসার তাহার বুদ্ধি মস্তিষ্কের বহির্ভাগে পর্য্যটন করে, আর অন্তরে স্থান পায় না। হেমলতার বিমাতা সামান্য ঘরের মেয়ে, সহজেই সপত্নীসন্তানের বৈরী। আবার হেমলতার রূপগৌরব, গুণগৌরব ও বিদ্যাগৌরবে যখন তাঁহাকে লোকের প্রশংসাভাজন করে, বিমাতার মুখ কালী বর্ণ হয়। হেমচন্দ্রের রূপ গুণও কাহার অবিদিত নাই। হেমে হেমে মিলন হইলে সোণায় সোহাগা হয়, বিমাতার প্রাণে কি তাহা সয়? হেমলতার বিমাতা বিদ্যা শিখেন নাই, কিন্তু তুই একবার হিংসার তেজে উদ্যম করিয়াছিলেন;—তাহার প্রভাবে স্মরণ আছে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হিরার ধার।" গৃহিণী উহা কার্য্যে পরিণত করিবেন;—রামমণি শৃঙ্গে হেমলতার গুমর ভাঙ্গিবেন। এই সঙ্কল্পে তিনি, কর্ত্তার শোক-নির্ব্বাপিত-ক্রোধ উদ্দীপিত করিতে—অপত্যসুখান্বেষী-সহজজ্ঞান-শিথিলিত মনোভিলাষ প্রতিরোধ—প্রতিশোধেচ্ছা সুদৃঢ় করিতে—বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক পবিত্র পরিণয়বন্ধনানুরোধী মুমূর্ষু পুত্রের অন্তিমকাতরোক্তি-প্রোথিত কুলনাশভয় পুনরুত্থাপিত করিতে,—মুহূর্ত্ত মাত্র ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রাচীনকালীন নবীনা সংসারের অপরিহার্য্য ক্ষমতাপ্রভাবে, 'ভিন্ন বিধি-সৃষ্ট' সপত্নী-কূট বুদ্ধির অনবধেয় চাতুরী কৌশলে, গৃহিণী কর্ত্তার প্রশস্ত বুদ্ধিকে শীতকালীন প্রকাণ্ড সুষুপ্ত মণ্ডূকবৎ করিলেন। এমন কি মিথ্যা কলঙ্কারোপে কলুষিত করিয়া কখন কখন নির্ম্মল হেমলতাকে তৎপিতার নিকট ঘৃণ্য করিতে ক্রটী করেন নাই।

হেমলতা আপন সতীত্বনাশ ভয়ে ভীত হইয়া বিমাতার পদতলে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলে বিমাতা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে এক হেমচন্দ্র, বিবাহেরপরে শত হেমচন্দ্র মিলিবে ভয় কি? একে কুলীনপত্নী তায় লেখনীবিদ্যায় সুচতুরা!—নির্ব্বোধ বালিকা! তুমি কি জান না, বিমাতার হৃদয় নিতান্ত কোমল হইলেও কৈকেয়ীবৎ?—হেমলতা পিতার পদতলে পড়িলেন। বিবাহিত পতি সত্ত্বে পুনঃ পতিগ্রহণরূপ মহাপাপ কিরূপে পিতা হইয়া করাইবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা "কুলনাশিনী কুলটা" বলিয়া পদাঘাত করিলেন। হেমলতে! উনি কি তোমার পিতা? তুমি ভুলিয়াছ; উনি তোমার বিমাতার স্বামী—না, দাসমাত্র।

দানধর্ম্মানুরোধে দাতাকর্ণ স্বীয় অপত্যের মস্তকে করাত ধরিয়াছিলেন; এক্ষণে আমাদের কর্ত্তা কুলানুরোধে হেমলতার সতীত্বের মস্তকে করাত ধরিলেন। অবলা বালা নিরুপায়া!

কোন এক সুবিজ্ঞ ইংরাজী পণ্ডিত কহিয়াছেন, "যেখানে ইচ্ছা আছে, পথও আছে।" এ কথাটি অত্যুক্তি নহে। এই জন্যই নানা বিরোধক অবস্থা সত্ত্বে বহুতর পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্য লাভ, মুমুক্ষুগণ মোক্ষ লাভ, ও বহুতর ব্যক্তি ধনৈশ্বর্য্যাদি সাংসারিক কামনালাভ করিয়াছে। এই জন্যই স্ত্রীপদাঘাতে আশ্রয়শাখাছেদনকারী নির্ব্বোধ কালিদাস সরস্বতী লাভ,—বিমাতাভৎর্সিত পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব হরিলাভ,—ও রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণলাভ করিয়াছিলেন। কতশত কুলটা কামিনী এই ইচ্ছার প্রভাবে মনোচোরের মিলন পথ পায়—আর বিশুদ্ধ প্রণয়িনী পবিত্র ধর্ম্মপত্নী স্বীয় পতিলাভের উপায় পাইবেক না? না পাইবে কেন? স্বয়ং বিধাতাই বিবাহ সূত্র সংরক্ষণকারী। হেমলতা ও হেমচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষদ্বার দিয়া মন্ত্রণা চালনা করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র বুঝিলেন প্রবল প্রতাপ ও ধনশালী কৃপারাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বীয় স্ত্রীলাভ করা, অথবা তাঁহার আসুরিক দ্বিতীয় বিবাহোদ্যম ভঙ্গ করা সুকঠিন। আর যদিচ পিতামাতার অভাবে তিনি স্বয়ং কর্ত্তা বটেন, তথাপি তাঁহার আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণ তাঁহার গোপন বিবাহের পক্ষ সমর্থন করা দূরে থাকুক বরং অপযশই রটনা করিবেক। অতএব তিনি মৃত বন্ধুর উপদেশ মতে সমপাঠী ও পরমমিত্র চারুচন্দ্রের নিকট মীরটে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। উক্ত বিবাহ সম্পাদক পুরোহিতও এই পরামর্শ দেন—যেহেতু তাহা হইলে মাননাশ ভয়ে গাঙ্গুলী মহাশয় এই বিবাহ লোক সমক্ষে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু কিরূপে হেমলতা হেমচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন?

প্রখর বুঁদ্ধি প্রভাবে কৃপারাম কন্যাকে স্বীয় শয়নাগারের পার্শ্বস্থ এক লৌহ-রেল-আবদ্ধ গবাক্ষ বিশিষ্ট গৃহে রক্ষা করিতেন ও সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু তিনি প্রাচীন ও কুলীন ব্রাহ্মণ মাত্র!—প্রণয়ের অপ্রতিহত প্রভাব যে লৌহ আবরণ ভেদ করে জানিতেন না! হেমলতার মুক্তির জন্য হেমচন্দ্র এক শিশি দ্রাবক ও এক খানি উকাযন্ত্র রজ্জু দ্বারা গবাক্ষ পথ দিয়া নীত করিলেন। তদ্দ্বারা অধ্যবসায় বলে ক্রমে এক পক্ষকাল গতে হেমলতা একটী গবাক্ষ রেল ছেদন করিয়া নিষ্কৃতির পথ করেন ও রজ্জু সোপানে

নিষ্ক্রান্ত হয়েন—পাঠক মহাশয় দেখিয়াছেন, পর দিবস প্রাতে ভোজনকালে হেমলতাকে না দেখিয়া তাঁহার বিমাতা কর্ত্তাকে সংবাদ দিলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণের পর কর্ত্তা হেমলতার শয্যায় এক খানি পত্র পাইলেনঃ—

"পূজ্য পিতঃ! বিশুদ্ধ পরিণয় বন্ধনানুরোধে ধর্ম্মরক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া এই হতভাগ্য দম্পতি আপনার অগোচরে এইরূপে দূর দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল—ক্ষমা করিবেন। কোন নিতান্ত প্রিয় বন্ধুর আশ্রয়ে থাকিব, সর্ব্বদাই সতর্ক ও সাবধানে চলিব, তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না—ঈশ্বরই ধর্ম্মের সহায়! যদি ভূতপূর্ব্ব দোষ মার্জ্জনা করেন পুনর্ব্বার আপনার পাদপদ্মে উপনীত হইব; নচেৎ আর আপনার অক্ষিশূল হইব না। সরল অশ্রু বিসর্জ্জনের সহিত বিদায় লইলাম ইতি।

আপনার অকারণ স্নেহ বঞ্চিত, অথচ
অত্যাজ্য কন্যাজামাতা হেমলতা
হেমচন্দ্র।"

পত্র পাঠ মাত্র কর্ত্তা উহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য তামাকু উপস্থিত করিল—তামাক না খাইয়া এক এক করিয়া ঐ পত্রাংশ কলিকার উপর দিয়া ভস্মাবশেষ করিলেন! পত্রকে বিলোপ করিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ে "অত্যাজ্য কন্যা জামাতা" রহিল!

পঞ্চম অধ্যায়।

(ছদ্মবেশী তরুণী—সন্দেহ নির্ণয়—পরিত্যাগ।)

ঐ দিবস অতি প্রত্যূষে আমাদিগের রাজপুরুষ স্বীয় অনুচরসহ হাবড়ার রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত। ইতস্ততঃ অন্বেষণে পূর্ব্ব রজনীর পরিচিত যুবা পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলেন। তাঁহার সঙ্গিনী রমণী কৈ? রাজপুরুষ এদিক ও দিক দেখিতেছেন, কোন রমণী উপস্থিত নাই। কিন্তু যুবার পার্শ্বে পুস্তক হস্তে বালকটী কে? চতুর রাজপুরুষ অমনি পলায়িত ছদ্মবেশী তরুণীকে চিনিলেন। রমণী সুচিক্কণ কেশরাশি ছেদন করিয়া, পুরুষোচিত পরিচ্ছদ পরিয়া, অলঙ্কার বিরহিত হস্তে পুস্তক গ্রহণ করিয়া, রমণীয় বালকবেশ ধারণ করি-

য়াছে! তথাপি এখনও তাঁহার নিবিড় শ্মশ্রু কচাবশেষ নির্ম্মল ললাট, সুকোমল কপোল, সরস ওষ্ঠাধর, মনোহর চিকুর, সুগোল স্কন্ধে পুরুষোচিত অঙ্গাবরণের সীমা,—সুগোল পদ যুগলে পুরুষোচিত পরিধেয়ের সীমা যেরূপ শোভমান হইয়াছিল, তাহাতে পাঠকগণ! অনায়াসেই হেমলতার হেম কান্তি চিনিবেন। হেমলতার বিশালায়তন লোচনে লজ্জাবনত দৃষ্টি থাকায়, সুকোমল নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব দেহলতা উড্ডীয়মান শ্বেত উত্তরীয়ে আবৃত হওয়ায় আর মনোমোহন স্কন্ধ দেশ একেবারে অনাবৃত থাকায় সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। পাঠিকাগণ হয়ত মনে করিতেছেন "হেমলতা কি বেহায়া ও রুচি বিরহিতা। এমন সাধের চুল কেটেছে, পুরুষের সম্মুখে বাহির হইয়াছে আবার অবগুণ্ঠনোন্মুক্ত মস্তক।"

হেমলতা সাধ করিয়া এরূপ বেশ ধারণ করেন নাই। ঐ দেখ লজ্জা তাঁহার গ্রীবা আভুগ্ন করিয়াছে. মস্তক অবনত করিয়াছে, নয়ন নিমীলিত করিতেছে, কপোল আরক্ত করিতেছে, পদস্খলন করিতেছে, দেহলতা কম্পিত করিতেছে! ঐ দেখ সুন্দরী অধরদংশনে যেন লজ্জাকে উদরস্থ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন! আমাদের হেমলতা একটী রমণী রত্ন, যে ভাবে যে বেশে থাকুন সততই লক্ষ্মী শ্রীযুক্তা। পুরুষবেশে ও লজ্জায় জড়ীভূতা হইয়াও হেমলতা হেমলতার ন্যায় শোভনীয়া।

পুরুষবেশিনী, নব-বাষ্পীয় রথারোহিণী, অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলোকনকারিণী, সর্ব্বস্বত্যাগপূর্ব্বক অপরিচিত দূরদেশগামিনী কিন্তুবিষ্যমুঢ়া কুলবালার মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাব উদয় হইতেছিল; হেমচন্দ্রও যে কিরূপ যত্ন ও কৌশলে প্রণয়িনীর ছদ্মবেশ গোপন, সাহস প্রদান, ও অসংখ্য প্রশ্নকারীর পরিচয়েচ্ছা পূরণ করিতে ছিলেন—অথবা কি রূপ দৈব সৌভাগ্যে অসহায় দম্পতির নিরাপদযাত্রা হইল—তাহা যদি বর্ণনা করি, পাঠিকাগণ আমাকে বাচাল বলিবেন অথবা মনে করিবেন আমি তাঁহাদের কল্পনাশক্তি—অনুভবশক্তির প্রতি অবিশ্বাস বা অনাস্থা করি। যদি লৌহপথ ছাড়িয়া বর্দ্ধমান হইতে পশ্চিম প্রদেশ-গামী যে যে ভয়-সঙ্কুল পথ দিয়া, যে যে ক্লেশকর প্রবঞ্চকপূর্ণ চটী দিয়া, যে যে অতিথিহন্তার আশ্রমজাল হইতে অথবা পথিক-মস্তক দ্বিধাকারী দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সেই পলায়নপর দম্পতি এলাহাবাদে উপনীত হইলেন, বলি;—আর যদি রাজপুরুষ কি কৌশলে কি বলবিক্রমে, কি ভাবে কি অভিসন্ধিতে ঐ দম্পতির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অলক্ষ্যভাবে তাঁহা-

দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলি,—পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়। অতএব সংক্ষেপে কহি; এলাহাবাদ-নিবাসী কোন এক ধনাঢ্য বাঙ্গালীর বাটীতে নবীন দম্পতি ভ্রাতৃদ্বয়বেশে অতিথি হইলেন। গৃহস্বামী ধার্ম্মিক ও সদয়ান্তঃ-করণ ছিলেন। বালকদ্বয়ের অসহায় অবস্থা দেখিয়া, ও বর্ত্তমান কালীন মীরট প্রদেশের বিষম গোলযোগ জানিয়া, তাহাদিগকে আপন পরিবারস্থের ন্যায় আপন বাটীতে স্থান দিলেন। হেমচন্দ্রও নিরুপায় ভাবিয়া অগত্যা তথায় আবদ্ধ রহিলেন।

নরজীবনচক্র সুখে দুঃখে ঘূর্ণিত হইতেছে, আর হেমচন্দ্র হেমলতার ন্যায় পলায়নপর দম্পতি যে নির্ব্বিবাদে কালাতিপাত করিবেক কে আশা করিতে পারে? একদা গবাক্ষদ্বারে একখানি পত্র হেমচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইল—তদ্দৃষ্টে সহজেই হেমলতার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ জন্মে। পত্র পাঠে হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন। তদ্দণ্ডে যদি কোন পশু মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিত, মনুষ্য পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইত, বৃক্ষ পটুকরণ প্রাণীর ন্যায় ধাবমান হইত, হেমচন্দ্র অধিকতর চমৎকৃত হইতেন কি না সন্দেহ! প্রথমতঃ, হেমলতার চরিত্রে কলঙ্ক অনুভব করা অসম্ভব! দ্বিতীয়তঃ, হেমলতার ছদ্মবেশ অন্য কেবা অবগত হইবে?—তৎসম্বাদে হেমলতাও বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। হেমচন্দ্রের কুঞ্চিৎ ভ্রূ দেখিয়া কহিলেন "আপনি কি সত্যই আমাকে অবিশ্বাসিনী সন্দেহ করেন?" সে অভিমানগম্ভীর বদন, সে সরলতাময় নয়ন, সে প্রণয়ব্যঞ্জক স্বরে হেমচন্দ্র দেশত্যাগী হইয়াছেন—আর এই অকারণ সন্দেহ ত্যাগ করিতে পারেন না? হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া সহাস্যে কহিলেন, "না প্রিয়ে, আমি ভাবিতেছি, তবে আমাদের পশ্চাতে কোন শত্রু আছে।" প্রণয়—বিশ্বস্ত হৃদয়ে সাঙ্কোচ্য কতক্ষণ রয়? হেমচন্দ্র ভুলিলেন, হেমলতাও ভুলিয়া গেলেন।

কিয়দ্দিবস পরে একদা যমুনার পুলিনে, অপরাহ্নকালে হেমচন্দ্র ভ্রমণ করিতে গিয়া একজন সন্ন্যাসীকে তথায় উপবিষ্ট দেখিলেন। ভক্তি প্রযুক্ত হউক অথবা কৌতুহল বশতঃই হউক হেমচন্দ্র তৎসমক্ষে দণ্ডায়মান হই-লেন। সন্ন্যাসী মুখপানে চাহিয়া কহিলেন "আ বাচ্ছা তেরা শির পর্ বলা দেখ্‌তা হুঁ।" হেমচন্দ্র এলাহাবাদে আপাততঃ সুখী ছিলেন বটে; কিন্তু পরাধীনতা ও ছদ্মবেশ বাসে কাহার মনে সুখ থাকে? সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই যমুনার পুলিনই

তাঁহার চিন্তার আলয়। হেমচন্দ্রের গণনার প্রতি বিশেষ আস্থা ছিল, অতএব সন্ন্যাসীর কথা শ্রবণে ব্যস্ত হইয়া নিজ ভাবী দশা গণনার্থ উদ্যোগী হইলেন।

সন্ন্যাসী, হেমের হস্ত দৃষ্টি, ভূমিতে অঙ্কপাত, কতকগুলি অবোধগম্য শব্দ উচ্চারণাদি যথাপ্রথা আড়ম্বরের পর শুভাশুভ ভবিষ্যৎ ফল কহিতে লাগিলেন।—

"তেরা কোই হায় নেঁহি!"—

হেমচন্দ্র ভাবিলেন, বিদেশে তাহার কে থাকিবে?

—"জো হায় ও ভি নেহঁ মাঙ্‌তা,"

হেমচন্দ্র বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন—একমাত্র হেমলতা, সে কি হেমচন্দ্রকে চাহে না? তবে সে পত্র কি মিথ্যা নহে? না এমন কখনই হইবে না!

—"ও ভি আলগ্‌ হো জায়গা।"

হেমচন্দ্র সহসা কহিয়া উঠিলেন "কব্‌?"

"আঁধেরা আওয়েগা যব্‌।"

হেমচন্দ্রের ব্যাকুল ভাব দৃষ্টে সন্ন্যাসী কহিল,

"ডর ন কর্‌ বাচ্ছা! জো তুঝ্‌কো ন মাঙ্‌তা, উন্‌কে সাথ্‌ রহনা ক্যা ফায়েদা? তেরে ভি উস্‌পর্‌ দিন্‌ ন রহেগা! এইসি খোদাকা মর্জী হায়—"মাঙ্গে দিল্‌ রহে সাথ,নেহিঁ তো মারে লাথ্‌। "হেমচন্দ্র কহিলেন "হৃদয় চাহে কি না কিরূপে জানা যায়?"" তাহাতে সন্ন্যাসী নিজ ঝুলি হইতে একটী বন্যফলের অষ্টিকা নির্গত করিয়া কহিয়া দিল যে ঐ ফল যাহার বালিশের তলে এক রাত্রি রাখিবে, তাহার আসক্তি অনাশক্তি ঐ ফলের শ্বেত বা কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবেক।

সেই রজনীতে হেমচন্দ্র ঐ রূপ পরীক্ষা করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন—ফলটী কালী মূর্ত্তি হইয়াছে! একবার সেই পত্রের কথা ভাবিলেন, সমস্ত শরীর কালাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল! আবার হেমলতার সরলতাময় মুখারবিন্দ ভাবিলেন, তাঁহার বিশুদ্ধ প্রণয় ও চমৎকার স্বার্থত্যাগ ভাবিলেন,—আর সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। হৃদয়ে সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে, আর শান্তি কোথায়? হেমচন্দ্র অস্থির হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থলে সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে গেলেন,—কেহই নাই।

যমুনার সুনীল সলিলে সুনীল গগণ প্রতিবিম্বিত হইয়া মনোহর দৃশ্য হইয়াছে। শ্বেত শৈকতময় পুলিনের প্রতিবিম্বে যেন অদূরে গঙ্গা যমুনা সংযোগ অনুভব হয়। মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ সে রমণীয় প্রতিবিম্ব একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিয়া বরং এক প্রকার সুন্দর চলম্ভাব প্রকটন করিতেছে। হেমচন্দ্র কিন্তু ইহার মাধুর্য্য ভোগ করিতে পারিলেন না, তিনি এ দৃশ্যটী দেখিতেছেন কি না জানেন না। সলিল কণার্দ্র সমীরণ স্পর্শে হেমচন্দ্রের দেহ শীতল হইল। হৃদয় কিন্তু এখনও বিলোড়িত। ক্রমে সুবর্ণ অরুণচ্ছবি প্রতি বালুকা কণায় প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আরক্ত। ক্রমে আর বালুকার উপর দৃষ্টিপাত করা যায় না হেমচন্দ্রের তথাপি চেতন নাই। পরে যখন সূর্য্যোত্তাপে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না হেমচন্দ্র উঠিয়া ভবনাভিমুখে চলিলেন। শরীর ভাব বিবর্ত্তনের সহিত যেন চিন্তা স্রোতেরও ব্যতিক্রম হইল। সহসা হেমচন্দ্রের মনে হইল, তিনি কি নির্ব্বোধ। অকারণে এমন সোণার প্রতিমা মন হইতে কেন বিসর্জ্জন করিতেছেন? স্বভাবতঃই ফলটি কালীমূর্ত্তি হইয়া থাকিবে! সহসা লজ্জিত হইয়া ফলটী যমুনার জলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎসঙ্গে সন্দেহও বিসর্জ্জন করিলেন। না হইবে কেন? যে বৃক্ষের মূল দৃঢ়বদ্ধ, তাহা কি অল্প বায়ুতে উৎপাটিত হয়? যে প্রণয় বদ্ধমূল তাহা কি উন্মুলিত হয়? হেমচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, হেমলতার সরলমূর্ত্তি দেখিয়া অধিকতর বিশ্বস্তহৃদয় হইলেন। লজ্জাক্রমে একথার উল্লেখও প্রণয়িনীর সমক্ষে করিলেন না।

সেই দিবস অর্দ্ধ রজনীতে এক চমৎকার ঘটনা হইল। তিনি যেন শুনিতেছিলেন কে দ্বারে করাঘাত করিতেছিল ও দ্বারও যেন উদ্ঘাটিত হইল হস্তস্পর্শে দেখিলেন শয্যায় হেমলতা নাই। হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া গৃহ বহির্ভাগে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ চন্দ্রালোকে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল, মস্তিষ্ক শূন্য হইল, চেতনা নাশ হইল। হেমচন্দ্র স্পষ্টই দেখিলেন হেমলতা একজন অপরিচিত সুন্দর যুবা পুরুষের স্কন্ধে ভর দিয়া সহাস্যে কথোপকথন করিতেছেন।— হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারেন না; শয্যায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীর কথা মিথ্যা নহে—তাদৃশ উদাসীন ব্যক্তি কেনই বা প্রবঞ্চনা করিবে? ফলের পরীক্ষা চক্ষে প্রতীত হইল। সে দৃঢ় প্রণয়, সে বদ্ধমূল বিশ্বাস উন্মূলিত করিতে হেমচন্দ্রের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইল; তথাপি তাহা

উন্মূলিত হইল না—তিনি ভাবিলেন হয়ত তাঁহার চক্ষের ভ্রম হইয়া থাকিবে। অতএব হেমলতার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজনে কথা কহিতে কহিতে উপস্থিত হইল। হেমচন্দ্র দেখিলেন হেমলতা দ্বারদেশে প্রবেশ করিতেছেন, অপর একজন নিষেধ করিতেছে;—কহিতেছে—"না ভাই, তুমি যে বড়ই স্বামী অনুরক্তা দেখি! নিদ্রিত স্বামীকে না দেখিলেও থাকিতে পার না? এত ভয়ই বা কি? আমার আরও অনেক পরামর্শ আছে। আজ তুমি আমার ঘরে এস, নয় কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে ফিরিয়া আসিও। চিরদিন স্বামীর—এক রাত্রিও অধম বন্ধুর নিমিত্ত ব্যয় কর।" বলিয়া বলপূর্ব্বক হেমলতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। হেমচন্দ্রের স্বর বদ্ধ হইল, হস্তপদ অসাড় হইয়াছে, উঠিতেও পারেন না, ডাকিতেও পারেন না, যখন চেতনা প্রাপ্তে উঠিলেন কোন দিকেই তাহাদের নির্দ্দেশ পাইলেন না। অগত্যা সেই ঘরে থাকিয়া চিন্তার অগ্নিতে পুড়িতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্রের মন হইতে প্রণয় একেবারে তিরোহিত হইল। তাঁহার কোমল হৃদয়ে প্রতিহিংসা প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু সংসারে, জীবনে, একেবারে ঔদাসীন্য হইল। সহসা হেমচন্দ্র ভবন ত্যাগ করিয়া অন্য মনস্কে একদিগে চলিয়া গেলেন। কোথায় যাইতেছেন, কি ভাবিতেছেন জ্ঞান নাই। যখন জ্ঞান হইল তখন বেলা দুই প্রহর—আর তিনি এক অপরিচিত বনের মধ্যে!

ষষ্ঠঅধ্যায়।

(সতীর বিপদ্—অপহরণের উপর অপহরণ—
হেমচন্দ্রের মীরট যাত্রা।)

গৃহস্বামীর পুত্র নিতান্ত মূর্খ ও দুশ্চরিত্র; মাদক সেবন ও অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখাস্বাদনেই সর্ব্বদা রত। তাঁহার বধূটী কিন্তু বুদ্ধিমতী বরং কিঞ্চিৎ চঞ্চলা। স্বামী তাহার মুখাবলোকন করে না, সেও রাগে তাহা চায় না। পরস্পর দেখা মাত্র নাই—যদি কখন হয় তাহা কলহেরই জন্য। ছদ্মবেশী

ব্রাহ্মণ বালকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে বধূর ইচ্ছা হইল—কর্ত্তাও স্বীয় পুত্রের দোষে লজ্জিত থাকিয়া কথঞ্চিৎ বধূমাতার দিনাতিপাতের উপায় বোধে তাহাতে সম্মত হয়েন। সেই বুদ্ধিমতী রমণী শীঘ্র হেমলতার প্রসাদে কিছু পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু স্বীয় স্বামীর আচরণ প্রতিশোধার্থ অথবা স্বাভাবিক চপলতা প্রযুক্ত সেই নারী ছদ্মবেশী মোহন মূর্ত্তি বালকের প্রতি অন্যায়াসক্তা হইয়া উঠিলেন। হেমলতা কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া তাহাকে উপদেশ দিতেন; কিন্তু তাঁহার স্বজাতিসুলভ অসাঙ্কোচ্য দৃষ্টে হউক অথবা অবৈধ ইচ্ছার দুর্দ্দম বেগ প্রযুক্তই হউক তাহাতে কোন প্রতীকার হইল না। অগত্যা হেমলতা আত্মপরিচয় দানে তাঁহার বিরক্তি হইতে ক্ষান্তি লাভ করিলেন। এই আত্মপরিচয়ে অধিকতর সুফল হইল। সেই রমণীর মন স্বভাবতঃ সতেজ এই তাহার মন্দ পথে যাইবার প্রথমোদ্যম মাত্র। সুতরাং এক্ষণে হেমলতার পবিত্র দৃষ্টান্তে ও সহবাসে তাহার হৃদয় একেবারে পূত হইয়া গেল। না হইবে কেন? সতীত্বরূপ অগ্নি সহবাসে কোন্ হৃদয় না পূত হয়? প্রবল পাপোদ্যম পুণ্য পথে আসিলে পবিত্র উৎসাহ অগ্নিরূপ ধারণ করে। রমণী আপন মনকে সংস্কৃত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, তাঁহার স্বামীর প্রতি ভাল ভাব উদয় হইল। কিসে স্বামীর জঘন্য চরিত্র সংশোধন হয় তজ্জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এসকল কথা হেমচন্দ্রের অগোচর ছিল না।

এই সুচতুরা রমণী হেমলতার দৃষ্টান্তে ও হেমলতার অগোচরে পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া শীঘ্র স্বামীর রাত্রিবাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। পরে যে প্রাতঃকালে হেমচন্দ্র কালীমূর্ত্তি ফল লইয়া যমুনার তীরে সন্দেহ জল্পনা করিতেছিলেন, সেই অবসরে গৃহবধূ হেমলতাকে আপন প্রয়াস ও অভিসন্ধি প্রকাশ করেন এবং কহেন, সেই দিবস রজনীতে তিনি বিশেষ সফল হইবার আশা করেন সুতরাং অনুরোধ করেন যে হেমলতা কিঞ্চিৎকাল জাগরিত থাকিয়া তাবৎ শুনেন ও বিহিত পরামর্শ দানে সাহায্য করেন। কিন্তু লজ্জাপ্রযুক্ত এ উদ্যমের কথা হেমচন্দ্রের গোচর করিতে নিষেধ করেন ও হেমলতাও তদ্বিষয়ে অনুরুদ্ধ হইয়া স্বীকার করিলেন, আপাততঃ তিনি প্রকাশ করিবেন না। সুতরাং হেমচন্দ্র এবিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

অর্দ্ধরজনীতে সঙ্কেত মত আহূতা হইয়া হেমলতা গৃহবহির্ভাগে আইসেন

ও ছদ্মবেশী গৃহবধূর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ঐ রমণী হেমলতাপেক্ষা দীর্ঘকায় ও বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। তিনি কিরূপে তাঁহার স্বামীর উপপত্নীকে অর্থলাভ ও সুনায়ক লোভে তাহার প্রতি বিরক্তা করিয়াছিলেন,—কিরূপে সেই রজনীতে তাহার স্বামী বারনারীকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ইত্যাদি রহস্য ব্যাপার প্রকাশ করিতেছিলেন;—যে হাস্যে হেমচন্দ্রের হৃদয় শুষ্ক হইতেছিল, যে হাস্যে হেমলতার সৌভাগ্যলতা ছিন্নমূল হইল।

হেমলতা গৃহবধূকর্তৃক আকর্ষিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করতঃ কথোপকথন করিতে ছিলেন, কিন্তু প্রতিক্ষণেই হেমচন্দ্রকে এই রহস্য ব্যাপার প্রকাশ করিতে মনেমনে নিতান্ত ব্যগ্র হইতেছিলেন। ইত্যবসরে গৃহস্বামীর পুত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি প্রত্যাখ্যানকারী বারনারীর আশায় প্রায় সমস্ত রজনী তাহার বাটীর চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন; কিন্তু বারম্বার তাড়িত ও দূরীভূত হওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইয়া গৃহাভিমুখে আসিলেন। এরূপ আচরণ তাহার জীবনের মধ্যে এই প্রথম; সুতরাং গৃহবধূ উহা অনুভব করিতে পারেন নাই। দীপালোকে তাহাকে দেখিয়া হেমলতা অপরদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। নিশীথ সময়ে আপন স্ত্রীর শয়নকক্ষে ব্রাহ্মণ কুমার হাস্য পরিহাস করিতেছিল—দৃষ্টমাত্রে সঙ্কুচিতভাবে পলায়ন করিল, তদ্দৃষ্টে পুরুষের মনে কি হয় পাঠক বুঝেন! যাহার নিজের চরিত্র মন্দ সে অন্যের চরিত্রের প্রতি বরং অধিকতর কঠিন হয়। বলা বাহুল্য স্বামীকর্তৃক গৃহবধূ যেরূপ তিরস্কৃত, কটূক্ত ও লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইলেন। এরূপ দুশ্চরিত্রের নিকট বন্ধু হেমলতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইয়া রমণী প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিলেন। অবশেষে তাঁহার গোপনেচ্ছা, চাতুরী-সৃষ্ট উত্তর দৃষ্টে, তাঁহার স্বামী ব্রাহ্মণ কুমারের অপরাধ স্থির করিয়া তাহার প্রাণ নাশের উদ্যম করিতেছে দেখিয়া অগত্যা হেমলতার রহস্য ভেদ করিয়া দিলেন। বলিতে বলিতেই সেই পাষণ্ডের ক্রোধ সম্বরণ হইতে লাগিল, কিন্তু মনে মনে অধিকতর দুরভিসন্ধি উপজিল।

হেমলতার আসিতে প্রায় প্রাতঃকাল হইয়াছিল, সুতরাং হেমচন্দ্রকে শয্যায় না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত চিন্তিত হইলেন না। মনে করিলেন তিনি প্রত্যূষেই যথারীতি যমুনা পুলিনে গিয়াছিলেন। তবে যে এই রহস্য ব্যাপার প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে, তাহাতেই কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। হেমচন্দ্র যে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসশূন্য বা বিরক্ত হইবেন,

ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত। ক্রমে যখন বেলাধিক্য হইল, হেমলতার ভাবনা ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও যন্ত্রণা উত্থিত হইল। যখন আহারের কাল অতীত হইল, তিনি একেবারে অধীর হইলেন। এমন সময় একজন আসিয়া কহিল হেমচন্দ্র বিষণ্ণভাবে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তচ্ছ্রবণে হেমলতা বিস্ময়, দুঃখ ও ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া অনাহারে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ শয়ান আছেন—এমন সময় গৃহবধূ গোপনে তাঁহার নিকট এক পত্র পাঠাইলেন, যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত তাঁহার স্বামী হেমলতার ছদ্মবেশ অবগত হইয়াছে এবং কর্ত্তাও তদ্বিষয় অবগত হইয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এই পত্র বুঝিতে না বুঝিতে কর্ত্তা উপস্থিত। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে হেমলতা তাঁহার পদতলে পড়িয়া পিতা সম্বোধনে আশ্রয় চাহিলেন। কর্ত্তা তাঁহাকে কুলটা ও পাপীয়সী জ্ঞান করিয়াও সদয়ান্তঃকরণ প্রযুক্ত আশ্রয় দানে অসম্মত হইতে পারিলেন না। লোক ভয়ে বা পুত্রের আশঙ্কায় তিনি হেমলতাকে দাসী সমেত তাঁহার অপর এক ভবনে রাখাইয়াদিলেন।

গৃহস্বামীর পুত্র হেমলতার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। বারম্বার নিষ্ফল হইয়াও স্ত্রী ও পিতা কর্ত্তৃক নানা প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়াও সে স্বীয় দুরভিসন্ধি ও দুরাশা পরিত্যাগ করিল না। এলাহাবাদের কিঞ্চিৎ দূরে এক নির্জন বন মধ্যে একটী গোরস্থান হেমলতার কারাগার ও স্বীয় বিলাসাগার স্থির করিয়া রাখিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিবার সুযোগ দেখিতেছিল। ইতিমধ্যে হেমলতা হেমচন্দ্রের আগমনে হতাশ হইয়া এবং উক্ত পাষণ্ডের পীড়নে ভীতা হইয়া এক ঘোর রজনীতে একাকিনী ছদ্মবেশে সঙ্কটপূর্ণ আবাস পরিত্যাগে নির্গতা হইলেন। যে দিকে পদ চলে চলিলেন, কোথায় যাইবেন ঠিক নাই এখন তাঁহার জীবনের প্রতি আস্থা নাই—সুতরাং ভয়ও নাই। রাত্রিচর দুষ্টের অগোচর কি আছে? হেমলতার পলায়ন সেই পাষণ্ডের দৃষ্টিগোচর হইল! অমনি সে অলক্ষ্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একখানি এক্কা পাইয়া তাহা ভাড়া করিয়া লইল। লোকালয় পার হইবামাত্রই সেই লম্পট, হেমলতাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া শকটে বাঁধিয়া লইল ও অভীষ্ট স্থানে চলিল!

যদি ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিত, যদি মৃত্যু সম্মুখীন হইত, হেমলতা অধিকতর ভীতা হইতেন না। গৃহের বাহিরেও যে আপদ সঞ্চিত আছে, তিনি অনুভব করেন নাই। সীতার ন্যায় অভাগা সতী সেই পাষণ্ড দস্যুকর্ত্তৃক

অপহৃত হইলেন। পাঠকগণ এ অভাগিনী সীতাপেক্ষা দুঃখিনী, যে হেতু কোন জটায়ু রথাবেগ বারণ জন্য উপস্থিত নাই—স্বামী পর্য্যন্ত বিমুখ এবং কোন বাল্মীকী তাঁহার শোচনীয় অবস্থা বর্ণনার্থ প্রস্তুত নাই। আপনারা অনুভব করিয়া লউন! হেমলতা কোথায় গেলেন—হেমলতাই জানেন, আর সেই পাষণ্ডই জানে। গৃহে আসিয়া পরদিন প্রাতে সে অন্য পুরুষের সহিত হেমলতার অভিসার রটনা করিয়া দিল।

এদিকে হেমচন্দ্র সচেতন হইবামাত্র এক তরুমূলে পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সন্ন্যাসী কত প্রশ্ন করিল, তথাপি তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। পরে অনুভবে ভাব বুঝিয়া সন্ন্যাসী নানা প্রবোধ দিলে কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া হেমচন্দ্র কহিলেন "প্রভু! আপনার বাস কি এই? আমি আপনার চেলা হইব।" সন্ন্যাসী কহিলেন "হামলোগোঁকা ডেরা ক্যা?

"দম্ তাকিয়া মন্ মোকান্ যিথে বৈঠে উথে আরাম॥"

হেম পুনর্ব্বার কহিলেন "হে প্রভু আমি আপনার চেলা হইব।" সন্ন্যাসী তাঁহার ঔদাসীন্যের কারণ বুঝিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে খড়ীপাত করিয়া কহিল "বাচ্ছা! ইসি খ্যাল্ তেরা ন রহেগা, দুনিয়াদারীসে তেরে দিল এক দম্ সে নেহি টুটা।" হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন তাঁহার দুনিয়াতে কে আছে? সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন "যো থা, দো রোজমে চয়া থা, দোরোজ মে চলা গিয়া। উস্‌সে আগাড়ী যো থা উও আব্ তক্ তেরে দোস্ত্ হায়্!" "উও কাঁহা হায়?" সন্ন্যাসী কহিলেন "বহুৎদূর বায়ু কোণ পর্ হায়্, যা বাচ্ছা! উস্‌কো পাস্ যা।" হেমচন্দ্র ভাবিলেন, মীরটে চারুচন্দ্র একমাত্র বন্ধু আছেন দেশে না গিয়া তথায় যাওয়া শ্রেয় ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কোথায় যাইবেন? সন্ন্যাসী কহিল "হরিদ্বারমে যাঙ্গে দিল্লী হোকে" হেমচন্দ্র অনেক অনুনয় পূর্ব্বক তাহার সঙ্গী হইলেন। এলাহাবাদে আসিয়া একবার হেমলতার সন্ধান লইলেন এবং তথায় হেমলতার অভিসার বার্ত্তা শুনিয়া অধিকতর লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। হেমলতার ছবি হেমচন্দ্রের হৃদয় হইতে বিসর্জ্জিত হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

(নানা সাহেব -দূত—আজিমুল্লার অভিবাদন।

কানপুর হইতে এক ক্রোশ মধ্যে বিটুর নামে এক গ্রাম আছে। তথায় এক বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইনি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাস পাঠকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন, যে ভারতীয় মোগল রাজ্যের অবনতি কালে সুবিখ্যাত শিবজীর প্রতিষ্ঠিত প্রবলপ্রতাপ মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য ভারতবর্ষকে আয়ত্ত করিয়াছিল। ইহার প্রধান অধিষ্ঠান কঙ্কণ প্রদেশ এবং পুনা নামক নগরী রাজধানী ছিল। মালব গুজ্জররাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য তাবৎ পার্ব্বতীয় প্রদেশ তৎশাখা রাজ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। হতবীর্য্য দিল্লীশ্বরও ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও বিক্রমে মহারাষ্ট্রীয় করকবলিত হইল। দিল্লীর উজীর, মোসলমান মহামন্ত্রী, আর দিল্লীশ্বরের উপর প্রভুত্ব করিতে না পাইয়া অযোধ্যায় এক স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। সুতরাং দিল্লীর নিকটবর্ত্তী তাবৎ প্রদেশ মহারাষ্ট্র বলে আয়ত্ত রহিল। দূরস্থ সুবাদারী ও করপ্রদ রাজ্য ক্রমে স্বাধীন হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রীয়েরা তত্তৎপ্রদেশে রাজকীয় শক্তি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও দস্যুবৃত্তিতে ভারতীয় তাবৎলোককে কম্পিত করিয়াছিল। আমাদের দেশে "বর্গীর" ভয় কে না অবগত আছে? অদ্যাপি আমাদের শিশুরা গান করে "বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে; খাজনা দিব কিসে?" ইংরাজেরা উক্ত দস্যুদলের আক্রমণ নিবারণার্থ কলিকাতার উত্তর পূর্ব্বাংশে এক খাত খনন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি শ্যাম বাজারের পুলের নিকট সেই মহারাষ্ট্রীয় খাতের চিহ্ন আছে।

মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুতের ন্যায় সাহসী ও ন্যায়বান্ ছিল না; মোগলের ন্যায় বলিষ্ঠ ও সুপ্রণালীজ্ঞ ছিল না, তথাপি তাহাদিগকে হিন্দু মুসলমান সকলেই ভয় করিত, কারণ তাহাদের যেনতেন প্রকারেণ শত্রুনাশ ও ধনার্জ্জনে আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও অধ্যবসায় ছিল। মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য পুরাতন হিন্দু রাজ্যের ন্যায় প্রজাপালক নহে; অথবা মোগল রাজ্যের ন্যায় প্রবল প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল না; তাহাদের শ্রমসহিষ্ণুতা, নিরবসন্ন অধ্যবসায় ও বিবেকশূন্য কূটবুদ্ধিতে তাবৎ রাজ্য পরাজিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে

জনবাদ আছে মহারাষ্ট্রীয়া স্ত্রীরা "কাছা দেয়, ঘোড়া চড়ে, লড়াই করে!" তাহাও মিথ্যা নহে। মহারাষ্ট্রীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা কোনরূপ শ্রমে কাতর নহে; বিশেষতঃ অনিয়ম যুদ্ধে অথবা দস্যু যাত্রাতে তাহারা বিলক্ষণ পটু। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয় উপযোগী কার্য্য ব্যতীত অন্যবিধ শ্রম করিতে ঘৃণা বোধ করিত; মোগলেরা সুখৈশ্বর্য্য ভোগে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পরিশ্রম মাত্রে কাতর হইত; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা জাত্যভিমান বা ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে অকর্ম্মণ্য ছিল না। ইহাই তাহাদের অভ্যুদয়ের মূল এবং এই জন্যই শিবজী ও তৎ-সেনা দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল। সৌভাগ্য বলে উন্মত্ত হইয়া তাহারা দিল্লীর বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিতে সাহসী হইল;—তাহাতেও নিষ্ফল হইল না। আর কি সে আকবর শাহ, আরঙ্গজীব আছে? মোগলাধিপতি নাম মাত্র হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে জয় করিয়া মহারাষ্ট্র পরাজিত হইল— কলুষস্পর্শে কলুষিত হইল। সুদৃঢ় শিবজীর বংশ মোগল বংশীয় ঐশ্বর্য্যসুখে অনুরত হইয়া উঠিল; ইন্দ্রিয় সুখ পরমার্থ জ্ঞানে সর্ব্ব প্রকার পরিশ্রম ও আলোচনা হইতে বিরত হইল। মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের বীজ স্বরূপ শ্রমসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় পলায়ন করিল। এখন বুদ্ধি মাত্র অবশিষ্ট রহিল, সুতরাং বুদ্ধির আধার মন্ত্রী আধিপত্য লাভ করিলেক এবং রাজ্য মন্ত্রী-প্রধান হইল। মন্ত্রীরাজ বাজীরাও বালাজী "পেসওয়া" নাম ধারণে ইংরাজগণের সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারাও ইন্দ্রিয় সুখ পরায়ণ হইয়া অপরের অধীন হইলেন। ভারতের কি নিদ্রাকর্ষণী ক্ষমতা। যে ইহার ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, শীঘ্র নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। অধ্যবসায়শালী শ্রমসহিষ্ণু বাবর ও শিবজীর বংশ যে এরূপ দশাপন্ন হইবে কে অনুমান করিয়াছিল? সুবিজ্ঞ ইংরাজেরা পঞ্চবর্ষের মধ্যেই প্রধান শাসন কর্ত্তার পরিবর্ত্তন করেন ও কখন কাহাকে অখণ্ড ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে অবকাশ দেন না, এই জন্যই ইংরাজেরা ভারতীয় ঐশ্বর্য্য সুখে অদ্যাপি জড়ীভূত হয়েন নাই—ঘন ঘন সঞ্চালনে তুষার সৃষ্টি প্রতিরুদ্ধ হইতেছে।

সিন্দিয়া হুলকার প্রভৃতি নীচশূদ্রেরা—এমন কি কথিত আছে শিবজী-বংশের জুতাবাহীও পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য সংস্থাপন করিয়া স্বাধীন হইল। ইংরাজেরা ইহাঁদের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিলেন এবং মন্ত্রীরাজ বাজীরা-ওকে হতবলবিক্রম দেখিয়া মাসিক বৃত্তিদানে অপসৃত করিলেন। বাজীরাও পেশোয়ার এক পোষ্যপুত্র ছিল, তাঁহার নাম ঢুণ্ডু পণ্ট। তিনি বারম্বার চেষ্টা

করিয়াও পৈতৃক বৃত্তি পাইলেন না। অতএব হতাশ হইয়া বিটুরে বাস করিতেছেন। তিনি "নানা সাহেব" বলিয়া ভারতে বিখ্যাত। ইহাঁর প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ উপদেশক এক জন সুবুদ্ধি মোসলমান আজিমুল্লা খাঁ। এ ব্যক্তি রুসীয় যুদ্ধ কালে ক্রিমিয়াতে উপস্থিত ছিলেন কেহ কেহ ইতিহাসে কহেন। যাহা হউক বহুদেশ পর্য্যটন ও স্বভাব গুণে তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু উভয়ের বুদ্ধি শুভ না হইয়া ভারতের অমঙ্গলকর হইল! নানা সাহেব ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিলক্ষণ প্রিয় ও বিশ্বস্ত ছিলেন। নাচ খানা দিয়া সকলকেই বশীভূত করিতেন। তিনি যে ইংরাজ-রাজভক্ত চূড়ামণি, তাহাতে কাণপুরের কোন সাহেবের সন্দেহ মাত্র ছিল না।

নানা সাহেব বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কি অভিপ্রায়ে গেলেন, কেহ বুঝিতে পারে নাই, সন্দেহও করে নাই—কিন্তু তিনি প্রত্যাগত হইতে না হইতে তদ্দেশে ও অপরাপর দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল! ইংরাজেরা তাঁহাকে পরমবন্ধু জানিতেন এবং বিপদ কালে তাঁহার সাহায্য লাভের আশা করিতেন। এই বিশ্বাসই অনর্থের মূল হইল। ভবিতব্যের দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে? মনুষ্যের বুদ্ধির পরিসর কত দূরই বা!

একদা ঘোর নিশাকালে এই আশ্চর্য্য ব্যক্তি আপন শয়ন কক্ষে এক ব্যক্তির সহিত কি কথোপকথন করিতেছিলেন, পাঠকগণ শুনুন।

নানাসাহেব কহিতেছেন, "ভাল, এরূপ দৈব দুর্ব্বিপাক কেন হইল? বারাকপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মীরট, ফিরোজপুর, আলিগড়, আগ্রা প্রজ্বলিত করিবার একটি মাত্র মুহূর্ত্ত সুস্থির হয়, তজ্জন্য সর্ব্বস্থলেই সুদক্ষ লোক প্রেরিত হয়েন। তাঁহারা যে নির্দ্দেশ ভুলিয়াছেন তাহা নহে—তাঁহারা যে পৌছিতে পারেন নাই তাহাও নহে, তথাপি আজ অযোধ্যা, কাল মীরট, পরস্ব ফিরোজপুর, এইরূপ অপরিপক্কভাবে কার্য্য করায় সকল দিক নষ্ট হইল। হায়! ভারতের জয় বুঝি এখনও দেবতাদের অভিপ্রেত নহে!"

একথায় এক ব্যক্তি যে সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল, অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর কহিল "মহাশয়! যে দুর্ব্বিপাকে মীরট ও ফিরোজপুরের সঙ্কল্প বিলম্বিত হয় তাহা কহিয়াছি—ফিরোজপুরের দূত পথে মৃত হয়েন; মীরটের দূত পীড়িত,—আর দিল্লীশ্বরও বাছিয়া নির্জীব লোক দেন, নয়ত কি এরূপ হইত! আর যবনের আশ্রয় যাচ্ঞাতে ভারত হত হইল!"

"কি করিবেন মহাশয় ? এক যবন দিয়া অপর যবন কে নষ্ট করা, পরে রামজী হিন্দুকে সময় দিবেন !"

"সাবধানে, হয়ত আজীমুল্লা ইতস্তত আছে।" কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে নানা সাহেব কহিলেন "দিল্লীতে আসিয়া কি হইল ?"

"দিল্লির দ্বার ইংরাজেরা রুদ্ধ করিয়াছিল। ভীরু বাদশাহ তখনও ইংরাজের গোলাম !—রামজীর জয় ! আমরা বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিলাম, কিন্তু একটী আপশোস্ রহিল !"

"কি ?"

বারুদখানা দখল লইবার কালে ইংরাজেরা তাহা অগ্নিদানে নষ্ট করিল। কিন্তু যে পাষণ্ড আমাদের আশা নষ্ট করিল, সে আপন কার্য্যেই হত হইয়াছে !"

"কিন্তু সেই বীর, নিশ্চয় কহিতে হইবেক শত্রু হইলে কি ?—তার পর ?"

"তার পর, দিল্লীর বাদশাহের ভীরুতায় অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে আমরা তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিয়া সাহসী শাহাজাদাকে সিংহাসনাসীন করিলাম। এক মুহূর্ত্তমাত্রে ফিরিঙ্গীগণ হত হইল—ধনাঢ্য বণিক হইতে রসদ সঞ্চিত হইল এবং আমরা জয়ধ্বনি করিয়া আলিগড়ে চলিলাম।"

"তাহার পর রবিবারে আগ্রাতে যাইবার কল্পনা ছিল, কিন্তু তথায় যে লাট সাহেব আছেন, তাঁহাকে শীঘ্র জয় করা সহজ নহে এবং তৎপূর্ব্বে দেশীয় দুই একটী রাজাকে হস্তগত করিবার মানসে আমরা একেবারে গোয়ালিয়ারে গেলাম। মীরটের ন্যায় রবিবারে খৃষ্টানদের গির্জ্জার সময় আক্রমণ করা যায়—২৭টী মাত্র ফিরিঙ্গী হত হয় এবং বাকী সেখানকার রাজা আগ্রাতে পাঠাইয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার অনুরোধ ছাড়িতে পারিলাম না।

"সিন্দীয়া রাজা এত ফিরীঙ্গী দাস কেন বল দেখি ?"—আগন্তুক কহিল "প্রায় তাবৎ হিন্দু রাজগণ এইরূপ দেখিতেছি। উহারা আজও সাহেবদের ভয় অতিক্রম করিতে পারে নাই বোধ হয় ! নানাসাহেব কহিলেন—"উহাদের রাজত্বই ফিরিঙ্গীদের প্রসাদ—কি রাজকীয় বুদ্ধিবল আছে যে তাহারা ভারতের স্বাধীনতার ভার লইবে ?" এই কথা বলিতে বলিতে বক্তার কথায় ও ভাবে এরূপ গর্ব্ব ও প্রভুত্ব প্রকাশ হইল, যে আগন্তুক তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে ধন্য বাদ দিল এবং তাঁহাকে ভারতের আশার স্থল জানিল।

কিয়ংক্ষণ পরে নানা সাহেব কহিলেন "তার পর ?"

"৪ দিবস পরে মথুরার সেনা দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। কিন্তু আগ্রায় কেবল দুর্ভাগ্য!—ইংরাজেরা সন্দেহ করিয়া সিপাহীর অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে দলভঙ্গ করিল।"

"এরূপ হইল কেন ?—আগে ঐ স্থানে যাওয়া উচিত ছিল।"

প্রভু! রবিবার ভিন্ন বড় বড় সহর হস্তগত করা সহজ নহে, রবিবার দিবসে বিদ্রোহ হইবার স্থির আছে এমত সময় কাহার দ্বারা সংবাদ পাইয়া শুক্রবারেই ঐ দুর্ঘটনা হইল। কিন্তু তদ্দারা আমাদের দলে লোক পাইলাম, কেবল অস্ত্র পাইলাম না! দক্ষিণে আশা না পাইয়া আমি উত্তরাঞ্চলে রোহিলখণ্ডে আসিলাম; তথায় রামজী আশাপূর্ণ করিলেন। ঐস্থলে দলভঙ্গ সিপাহীরা ছিল এবং প্রায় দশ সহস্র সিপাহী সশস্ত্র আমাদিগের দলে আসিবে প্রতিজ্ঞা করে। বেরেলীতে সাহেবেরা পূর্ব্ব হইতে শঙ্কিত হইয়া নৈনীতালে আপনাপন পরিবার পাঠাইয়াছিল—এক্ষণে শনিবারে ঐ মেম সকলকে পুনরানয়ন জন্য সিপাহীরা পরামর্শ দিল। নির্ব্বোধেরা নিঃশঙ্ক হইল এবং পর দিবস গির্জ্জার সময় একেবারে ৬ সহস্র সিপাহী দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফিরিঙ্গী নাশে উদ্যত হইল। কিন্তু এখানে কোম্পানীর পুরাতন এক চাকর খাঁ বাহাদুর রাজা নাম ধারণ করিয়া কোম্পানির বিচার প্রণালীক্রমে ফিরিঙ্গীদের প্রাণ দণ্ড দেন। তিনি আমাদের কথা শুনিলেন না তাহাতে অনেক ফিরিঙ্গী পলায়ন করিল।"

"তুমি কোথা ছিলে ?"

"আমি ঐ দিবস সাজিহানপুরে যাই, তথার গির্জ্জাঘরে রবিবারে ফিরিঙ্গীগণকে পাইয়া মীরটের ন্যায় সকলকে ভারত হইতে—পৃথিবী হইতে নির্ম্মূল করাই। মীরটের সেই স্মরণীয় রবিবার হইতে এইটী চতুর্থ রবিবার এবং উভয় দিনই ভারতের স্মরণীয় দিন, আমাদের জয়ের দিন।"

নানা সাহেব এক দৃষ্টে আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহসা উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সাদরে কহিলেন "ভাই, এই রবিবারে তুমি এলাহাবাদে আমি কাণপুরে, আর কে আমাদিগকে বাধাদেয় ? একা-তুমি লক্ষ সেনা, হায়! যদি তোমার ন্যায় ১০টী লোক পাইতাম কোন খানেও পরাজয় কি নিষ্ফলতা হইত না।" আগন্তুক বিনীত ভাবে কহিলেন "সকলি রামজীর ক্ষমতা ও তাঁহারই ইচ্ছা।"

এমত সময় একটী সীসের শব্দ হইল—কথোপকথন চুপ হইল এবং পর ক্ষণেই দ্বারে ৩টী আঘাত হইল। আগন্তুক গৃহস্বামীর ইঙ্গিত মতে দ্বার খুলিলেন এবং উভয়ের পরিচিত একটী দূত আসিল। সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উভয়েই ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি সংবাদ? দূতের মুখই পরিচয় দিল সুসংবাদ নহে।

দূত যাহা কহিল তাহার মর্ম্ম এই—মীরট উত্থানের তিন দিবস পরেই ফিরোজপুরের কর্ত্তৃপক্ষেরা বিদ্রোহের উদ্যম ভঙ্গ করেন, সিপাহীগণের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে চক্ষে চক্ষে রাখিলেন। তদ্রূপ নৌশিরা ও ঝিলমে বিদ্রোহের আশা নাই। বস্তুত জন লরেন্স পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ক্রমে ক্রমে সিপাহীগণকে নিরস্ত্র করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, পলাতক সিপাহীকে ধৃত করণ জন্য ঘোষণা দেন যে, যে ঐরূপ একজনকে ধরাইয়া দিবে, ৫৲ টাকা পুরস্কার পাইবে এবং সশস্ত্র সিপাহী ধৃতকারী ১০৲ টাকা পাইবে।

দূতের কথায় পঞ্জাবে আশা নাই বলিয়া নানা সাহেব আক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময় পূর্ব্বের ন্যায় আগন্তুকের আগমন পরিচয় শ্রুতিগোচর হইল এবং দ্বার উদ্ঘাটন মাত্র আজীমুল্লা খাঁ উপস্থিত হইলেন। নানা সাহেব ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে পৃথক স্থানে একটী কাষ্ঠাসনে বসিতে দিলেন; তাঁহার সহাস্য বদন দৃষ্টে সুসম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—এবং তিনি আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করাতে নানা সাহেব বহুতর প্রশংসার সহিত প্রথম আগন্তুকের পরিচয় দিলেন ও পঞ্জাবের দূতের সংবাদ কহিলেন। আজীমুল্লা হাস্য করিয়া কহিলেন তবে আমার দৌত্য শুন; কাল যদি তুমি রাজা হও আমাকে কি দিবে? নানা সাহেব কহিলেন বিধাতা কি এমন দিন দিবেন? তাহা হইলে তুমিও কি নবাব হইবে না?

আজীমুল্লা তখন কহিলেন গত শনিবারে লক্ষ্ণৌ সিপাহীরা বিদ্রোহানল জ্বালিয়াছে, ইংরাজেরা মুচিবাসে আবদ্ধ আছে এবং হেনরী লরেন্স বাহির হইবার চেষ্টা করায় এমনি আহত হইয়াছেন যে এতক্ষণে হয় ত তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহা হইলে বিদ্রোহের প্রধান কণ্টক যাইবে।

নানা সাহেব উল্লাসে কহিলেন যে দিন ঐ প্রধান কণ্টক যাইবে কাণপুর তাঁহারই হইবে। এখনি তিনি কৌশলে ধনাগারে ও প্রধান প্রধান কর্ম্মালয়ে নিজের লোককে রক্ষক রাখাইয়াছেন—তাবৎ ফিরিঙ্গিকে দেশ বিদেশ হইতে আনাইয়া নিজ করকবলে রাখিয়াছেন, যে মুহূর্ত্তে আজীমুল্লা হেনরীর

মৃত্যু সংবাদ আনিবেন সেই মাহেন্দ্র ক্ষণেই কাণপুর হস্তগত হইবে—বোধ হয় কল্য হইবে। আজিমুল্লা ঐ সন্ধান জন্য তদ্বির করিতে চলিলেন; দূতও গেল এবং অবশেষে এলাহাবাদ সম্পর্কে বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়া ও নানাবিধ প্রশংসা ও ভরসা দিয়া নানা সাহেব প্রথম আগন্তুককে বিদায় দিলেন।

পাঠকগণ চিনিয়াছেন এই আগন্তুকটী কে? সেই সোৎসুক বিদ্রোহী পাঁড়ে জী।

অষ্টম অধ্যায়

(প্রয়োজন অন্বেষণ—শাহাজাদার জানানা।)

"যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয়।" বিপদ হইতে পলায়ন করিব মনে করিলে, বিপদ পুনঃ পুনঃ সম্মুখে আসিয়া পথ আগলায়। কাপুরুষের নানা দায়। দেখ যে কুচিন্তাকে জয় না করিয়া এড়াইতে চাহে, কুচিন্তা তাহার হৃদয়কে বেষ্টন করে; যে লোককে, সংসারকে ভয় করে, সংসার তাহার উপর দৌরাত্ম্য করে, যে ভূতের ভয় করে ভূত তাহাকে চাপিয়া ধরে। আমরা যে ভয়ে কাটথোট্টার দেশ পরিত্যাগ করিয়া জনকোলাহল শূন্য সুন্দর বনে প্রবেশ করিলাম, ভবিতব্যতার এমনি কৌশল, আবার সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাস্থলে উপনীত হইলাম। সুধু ফিরিয়া আসিলাম নহে, আর জন কতক নব পরিচিত ইষ্ট জনকে বিসর্জ্জন করিতে আসিলাম।

ইতিহাসে, উপন্যাসে, প্রিয়জন সমাগম, প্রিয়জন বিসর্জ্জন যত শীঘ্র শীঘ্র হয়, জীবনে কি তাহা হয় না? যদি লোকে প্রিয় বন্ধু নাশেও বিস্মৃতির প্রসাদে সুখলাভ করিয়া থাকে, ক্রীড়ার বস্তু ইতিহাসের ব্যক্তি নাশে ভয় কি? ইতিহাস জীবনের চুম্বক, জীবনের "ফটোগ্রাফ" মাত্র। জীবন সঙ্কট পূর্ণ, বিপদ-সঙ্কুল, অনতিপ্রিয়—ইতিহাস কি তদ্বিপরীত হইবে, কখনই নহে। তথাপি উভয়ে অনেক প্রভেদ। পাঠিকাগণ! এই বিদ্রোহের ইতিহাস আপনারা কেমন অনায়াসে পড়েন, বিদ্রোহ—নিপতিত ব্যক্তিগণ কি তেমনি জীবনের পাতা উল্টাইতে পারিয়াছেন? ইতিহাস লেখক অজ্ঞানতা অন্ধকার মোচন করিয়া দেন, আর পাঠক দিব্য চক্ষুতে

নির্ভয়ে সকলি দেখেন। নদীতে যতক্ষণ জল থাকে, ভিতরে কি আছে না জানিয়া লোকে ভীত হয়—জল শুকাইয়া যায়, বালকেও তলভূমিতে নির্ভয়ে ক্রীড়া করে। বিদ্রোহ নিপতিত ব্যক্তিরা তখন মনে করে নাই যে সে বিপদ উত্তীর্ণ হইবে, আবার নির্ভয়ে দিল্লী কাণপুর ভ্রমণ করিবে। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, তৎকালে মীরট হইতে কাণপুর এমন কি এলাহাবাদ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীরও ভ্রমণে বাধা জন্মিয়াছিল। কিন্তু পাঠকগণ পুস্তকের পৃষ্ঠা চড়িয়া অনায়াসে দিল্লী মীরট ভ্রমণ করিতে পারেন, শত্রুর দুর্গ, বাদসাহের জেনানা ডাকাইতের গোপন গুহা, সংগ্রামের মধ্যস্থল, এমন কি নর নারীর হৃদয় মধ্যেও কোন স্থলে ইতিহাস-পাঠকের যাইবার নিষেধ নাই; কোন ব্যাঘাত বা বিপদ নাই।

যদি ঘটনা স্রোতে আবার সেই কাট খোট্টার দেশে আসিলাম, আবার বিদ্রোহের মধ্যস্থলে পড়িলাম, সঙ্গের ভার হেমলতাকে হারাইলাম, তবে একবার সাহস করিয়া চলুন, দিল্লীর শাহাজাদার অন্তঃপুরে অন্বেষণ করি হেলেনা ও এমি কোথায়? এই যে সম্মুখে বিশালায়তন পরিখা দেখিতেছেন উহার মধ্যে যে একতল হর্ম্ম্যাদির মস্তক মাত্র দেখাযাইতেছে, ঐ শাহাজাদার বিলাসিনীগণের আবাস। ভয় নাই ভীমাকার সিপাহী আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেনা, দেখিলে আজ নিস্তার থাকিত না। প্রথম দ্বার পার হইয়া যে অঙ্গনে পড়িলাম, ইহাতে কিছুই নাই কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রহরীর রন্ধনাগার রহিয়াছে। দ্বিতীয় দ্বার বক্রভাবে অল্প অল্প দেখা যাই-তেছে, চলুন তাহা পার হই। ঐ শ্বেতশ্মশ্রু মুসলমান খোজারা সশস্ত্র বেড়া-ইতেছে। আহা! দুই একটী নবাব বাদশাহের অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবন জন্য কত মনুষ্য অস্বাভাবিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে হইতেছে, পৃথিবী কতকাল এই দৌরাত্ম্য সহ্য করিবে? এইটী সুসজ্জিত অঙ্গন, কিন্তু জনশূন্য। সম্মুখে আরও উচ্চতর প্রাচীর দেখা যাইতেছে, উহারই অভ্যন্তরে অন্তঃ-পুর। কিছু দক্ষিণে চলুন, খাস দ্বার পাইবেন তথায় সশস্ত্র স্ত্রী প্রহরীরা আছে। এবার মনোহর উদ্যানে পড়িলাম। আহা! প্রফুল্ল কুসুমে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে! ঐ দেখুন গোলাপের ন্যায়, পদ্মের ন্যায়, মল্লি-কার ন্যায় আবার সামান্য দোপাটীর ন্যায় পুষ্প একই বৃক্ষে ফুটিয়াছে, ঐ দেখুন পৃথিবীতে যাবদীয় রঙ্গ আছে, তাবৎ উহার পুষ্পদলে বিরাজিত। এ গুলি নিশ্চয় অহিফেণ পুষ্প। হইবেইত জেনানায় এই পুষ্প বৃক্ষ থাকা

উচিত, কারণ উভয়ে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অহিফেণ বৃক্ষে প্রায় সকল প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট, পুষ্প প্রকাশ পায়, মুসলমানের অন্তঃপুরও বিবিধ আকারা, বিবিধ বর্ণা রমণীতে পরিপূর্ণ। ইহাদেরও সৌরভ নাই, রমণীদেরও মাধুর্য্য নাই, কমনীয়তা নাই। ইহারা বিষবৃক্ষের ফুল, উহারাও বিষবৃক্ষের ফুল, গরল উহাদের মূলে রহিয়াছে।

চলুন ঐ ক্ষুদ্র প্রাচীর বেষ্টিত প্রকোষ্ঠে দেখি আমাদিগের অন্বেষিতব্য কোথায়। এই যে সুগন্ধি দ্রব্যে সৌরভিতা, জরী কিন্‌খাবে মণ্ডিতা হইয়া, পুষ্প গুচ্ছ হস্তে উল্লাসে পাদচারণ করিতেছেন, বোধ হয় ইনি অদ্য শাহা জাদাকে অপেক্ষা করিতেছেন ইনি আমাদের দ্রষ্টব্য নহেন। চলুন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে যাই, ঐ স্থলে লোকজনের সমাগম অধিক; সুদৃশ্য দাসীরা সসম্ভ্রমে যাতায়াত করিতেছে, অবশ্য ঐ খানে কোন নূতন ব্যাপার আছে। না! না! পলায়ন করুন, ঐ যে উগ্রচণ্ডী গোলাপ-পায ফেলিয়া দাসীর বদন রক্তাক্ত করিয়াছেন, ইনি আমাদের অনুসন্ধেয় হইতে পারেন না। অদূরে ঐ যে ক্ষুদ্র বৃক্ষ বাটিকা ও নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ, ঐ খানে বুঝি হতভাগ্যরা আছেন, ঐ খানে আনন্দের চিহ্ন দেখি না। না! ঐ যে কোরাণ পাঠ হইতেছে, এমি ও হেলেনা এক মাসে এত পরিবর্ত্তিত হয়েন নাই যে কোরাণে এত আস্থা প্রকাশ করিবেন। পূর্ব্বমুখী ঐ নীলবর্ণ প্রকোষ্ঠ দ্বারে প্রহরিণী ম্রিয়মাণ, কক্ষ মধ্যে মৃদু ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতেছি, ঐ কুরঙ্গিণী ব্যাধ জালে কি আবদ্ধ হইয়াছে? না! তাহা হইলে পরিচারিকারা কেন ম্রিয়মাণ, ইতস্ততঃ কেন পুষ্প ও সুগন্ধ্যাদি পড়িয়া আছে, এত প্রকার আমোদের চিহ্ন কেন? বোধ হয় শাহাজাদা এইমাত্র এই বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন, বেগমের মনোমত প্রার্থনা পূরণ করেন নাই।

ঐ যে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত, বহু প্রকোষ্ঠময়, বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী পরিরক্ষিত বাটী, ঐটী বোধ হয় নবাপঙ্গতার স্থল। হাঁ, এই যে প্রস্তর সোপান ময় প্রকোষ্ঠ দ্বারে একটি রমণী আলু থালু পড়িয়া আছেন, দাসীরা বুঝাইতেছে, প্রলোভন দেখাইতেছে। অবশ্য ইনি কোন হতভাগ্য ব্যক্তির রমণী ছিলেন, আধুনিক বিপর্য্যয়ে কবলিতা হইয়াছেন—কিন্তু ইনি শ্বেতবর্ণা নহেন। তবে প্রাঙ্গনের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ঐ যে নিভৃত কুটির যাহার দ্বারে চারি জন খোজা বন্দুক ও খড়্গ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, ঐ খানে যাওয়া

আবশ্যক। এই যে শ্বেতবর্ণা ম্রিয়মানা হতভাগিনী শয্যায় পড়িয়া আছেন আর একটী জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতেছে, হস্তে বাইবেল চক্ষুজলে তাহা ভিজিয়া গিয়াছে। ইহাদের চক্ষু কোটরে গিয়াছে রক্তের লেশ মাত্র বদনে নাই, শরীর অস্থিময়, আর দুই দিন থাকিলে ইহাঁরা মৃত্যু-গ্রাসে পড়িবেন। লম্পট অদ্যাপি ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিতে পায় নাই কাহার সাধ্য নিকটে আইসে? সতীত্বের, সাহসের অনেক বল। যাহা হউক এ বদনদ্বয় কিন্তু আমাদের পরিচিত নহে, আর পরিচয় লইবার প্রয়োজন নাই, এখানেও এমি ও হেলেনা নাই।

নবম অধ্যায়।

রক্ষক ভক্ষক—কুমারীর দয়া—রমণীদ্বয়ের মুক্তি এমি পুনর্ব্বার সিপাহী হস্তে।

বস্তুতঃ এনায়াৎ খাঁ বুঝিয়া ছিলেন, এমি ও হেলেনা অপেক্ষা শতগুণ সুন্দরী শাহাজাদার হস্তে আছে, ফিরিঙ্গির রমণী চাহিলে এখন দিল্লীতেই কত পাইবেন; তাঁহাকে ঐ কন্যাদ্বয় ভেট দেওয়া অনর্থক। তিনি নিজেই ভোগ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন, একথা প্রচার হইলে পাঁড়েজী তাঁহার নিস্তার রাখিবেন না। অতএব আপনার এক ভৃত্যকে উহাঁদিগকে দান করিলেন এবং গোপনে রাখিতে আদেশ দিলেন। ভৃত্য নিকটস্থ এক পরিচিত মুসলমান গৃহে উহাদিকে আবদ্ধ রাখিয়া আপনি দিল্লীতে গেল। গৃহস্বামীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, সে অতি লম্পট। আগন্তুক দুই হতভাগা রমণী দেখিয়া তাহার দয়া না হইয়া আহ্লাদ হইল। রজনীতে সেই রমণী মধ্যভাগে, সেই দুষ্ট সহসা যেমন দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে, গৃহমধ্যস্থা হেলেনা এমনি উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে বাটীর সকলে জাগরিত হইল, পাড়ার লোকেও জাগিল। পরদিবস গৃহস্বামী ভাবিলেন, পল্লীর মধ্যে রাজপথের নিকট এ উৎপাত রাখা শ্রেয় নহে। অতএব উভয়কে দেশীয় পরিচ্ছদ পরাইয়া, মাঠে আপন ক্ষেত্রের কূপোদক উত্তোলক গো যেখানে থাকে, তথায় আবদ্ধ করিয়া

রাখিলেন এবং একটী রক্ষক রাখিয়াদিলেন। প্রতি দিন দুইবার আহারীয় পাঠাইয়া দেন। ভ্রাতাকেও যথোচিত তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিয়া আপন কক্ষে লইয়া রাত্রিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এ কার্য্যগুলি গৃহস্বামী কেবল ন্যস্তকারীর ভয়ে করিলেন, নচেৎ নিজেই ভক্ষক হইতেও তাঁহার অনিচ্ছা ছিল না। যাহা হউক হতভাগ্যগণের আর এক রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে গেল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে সেই যুবাটী পুনর্ব্বার বন্দীগণকে প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন প্রভৃতিদ্বারা নানা প্রকারে বিরক্ত করিতে লাগিল। সতী রমণীরা দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে পড়িয়া কেবল বিপদতারণকে স্মরণ করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিল, ভাবিল এই দুষ্ট যদি রজনীতে আইসে কি হইবে! হেলেনা এমির জন্য ব্যস্ত, নয়ত নিজে আঘাত করিতে বা আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত ছিল।

সেই দিবস অপরাহ্নে রক্ষক দ্বার রুদ্ধ করিয়া, রাখালকে জিম্মা রাখিয়া আপন কার্য্যবিশেষে গেল। ঐ সময় একটী হিন্দুস্থানীকুমারী কূপ হইতে জল তুলিতে ছিল, গৃহমধ্যে কথা বার্ত্তা শুনিয়া রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল এবং রাখালের উত্তরে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিজে ভিত্তি পার্শ্বে আসিল। হেলেনা স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া সাহসী হইয়া আপনাদের রক্ষার্থ তাহাকে অনেক অনুনয় করিলেন। কুমারী রাখালকে গোরু লইয়া দূরে যাইতে দেখিয়া অসঙ্কুচিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করিল, কিন্তু কহিল, যে মুসলমানের বন্দী হইয়াছেন সে গ্রামের শ্রেষ্ঠ তাহা হইতে গোপন রাখা সুকঠিন, বিশেষতঃ কুমারীর পিতা দরিদ্র। তথাপি নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া কহিল, রজনীতে তাহার ভ্রাতাকে আনিয়া, যথা সাধ্য মুক্তির উপায় করিবেক।

কুমারী যাইতে না যাইতে রক্ষক প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং আপন বন্দীগণকে কহিল তাহাদের দুঃখ মোচনের পথ হইয়াছে, তাহার প্রভু ও প্রভু-ভ্রাতার বিরোধ মিটিয়া গিয়া উভয়ে সঙ্কল্প করিয়াছেন—বন্দীগণকে ভাগ করিয়া লইয়া কোন দূর দেশে নিজ পরিবারের ন্যায় রাখিবেন—অতএব কল্যাবধি তাঁহাদের বাটীতে লইয়া যাইবেন। এ কথায় দুঃখমোচন না হইয়া বৃদ্ধি হয় কি না পাঠক বুঝেন। বিবিরা একান্তমনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, স্বর্গীয় সহায় স্বরূপ সদ্য পরিচিত কুমারীর আশায় রহিলেন। অর্দ্ধ রজনীতে কুমারী ও তাহার ভ্রাতা উপস্থিত হইয়া ঝাঁপ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে—এবং কুমারী আস্তে আস্তে বন্দীগণকে আশ্বাস দিতেছে—এমত সময় রক্ষক জাগ-

রিত হইল। রক্ষক অগ্নিদ্বারা আলোক জ্বালিল এবং কুমারীকে দেখিতে পাইল, তাহার ভাই লুকাইয়াছে। বন্দীগণ হতাশ্বাস হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিল। এত রাত্রিতে যুবতী স্ত্রী এস্থলে কেন? জিজ্ঞাসা করাতে কুমারী তখনি কহিল "রাখালকে ডাকিতে আসিয়াছি—আমাদের বাটীতে চোর আসিয়াছে।" রক্ষক কহিল "রাখাল আজ কাল এখানে থাকে না তুমি জান না? তোমার ঘরে কি অভিসন্ধি আছে।" বলিয়া দেখিল দ্বার কাটা হইতেছে—অতএব তৎক্ষণাৎ কুমারীকে ধরিয়া আপন খাটীয়াতে বাঁধিল এবং প্রদীপ হস্তে গৃহের চতুঃপার্শ্বে, দ্বারে কে আছে দেখিতে গেল। কাহাকেও দেখিল না। ফিরিয়া আপন খট্টে বসিল ও কুমারীর প্রতি প্রশ্ন করিয়া বুঝিল—সে নিজেই এই কার্য্য করিতেছিল। মোসলমান কহিল "আজ রাত্রিতে তোমার উপযুক্ত সাজা দেই, পরে কাল দেখা যাইবে—তোমার সপরিবার ধ্বংস করাইব।" কুমারী কাঁদিতে লাগিল—অবশেষে দুষ্ট এমন কথা কহিল, যাহাতে কুমারী রুষ্ট হইয়া গালি দিতে লাগিল। রক্ষক তাহার গাল টিপিয়া যেমন তাহাকে দুরভিসন্ধিতে আক্রমণ করিবে, কুমারীর ভ্রাতা সহসা আসিয়া তাহার উদরে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিল—রক্ষকের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতে না হইতে সে পঞ্চত্ব পাইল। ঐ ব্যক্তি কুমারীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া মৃতদেহ প্রোথিত করিতে গেল। কুমারী দ্বার উদ্ঘাটন করিল এবং এমি ও হেলেনা কম্পিত কলেবরে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাটীতে গেল। বন্দীরা মুক্ত হইলেন কিন্তু এই প্রথম নরহত্যার কথা শুনিয়া তাঁহাদের মুখে কথা নাই, আশাও নাই কোথা যাইয়া মুক্তি পাইবেন। ইতিমধ্যে কুমারীর ভ্রাতা আসিল। তাহাকে দেখিয়া বন্দীরা কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু যে কারণে রক্ষককে নষ্ট করা শ্রেয় হইয়াছিল, এবং যে উদ্যমেরই অবস্থায় তাহাকে মারা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়াতে এবং পলায়ন বিনা এখানে থাকা নিরুপায় দেখিয়া অগত্যা সেই ঘৃণ্য ব্যক্তির সহিতই উঁহারা চলিলেন। কুমারীর প্রতি শত শত নমস্কার করিয়া তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে পূর্ব্ব মুখে ২।৩ মাঠ পার হইলেন। প্রায় প্রভাত, এমত সময় স্ত্রীলোকেরা আর চলিতে অক্ষম হইলেন এবং এক বৃক্ষতলে বসিলেন। এতক্ষণে কথোপকথনে বুঝিলেন যে ঐ রক্ষকটী তাহার প্রভুদ্বয়ের লাম্পট্যের প্রধান সহায়। গ্রামের কি দূরদেশের কত স্ত্রীলোক ঐখানে ঐরূপে রাখিয়া

নষ্ট করিয়াছে। গ্রামের তাবৎ লোক ও কুমারীর ভ্রাতা এই সকল কার্য্যে পূর্ব্বাবধি জাতক্রোধ ছিল। অদ্য সহসা ভগিণীর মর্য্যাদা রক্ষার্থ সেই ক্রোধ রক্তে ধৌত হইল। সুদ্ধ বন্দীগণের রক্ষার্থ এই যুবাপুরুষ এমন ভয়ানক কার্য্য করিল এবং তাহার পশ্চাত্তাপও দেখিয়া রমণীরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাদের ঘৃণা ক্রমে হ্রাস হইল। তখন ঐ যুবা তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার হইয়া মুরাদাবাদে ইংরাজ ছাওনীর পথ বলিয়া দিয়া বিদায় লইল। যাইবার কালে আপন পরিচ্ছদ হেলেনার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া লইল, যে একজন পুরুষ বেশী থাকিলে কেহ তাহাদিগকে অপহারী মনে করিবে না। যুবা আরও একটি থলি টাকা উহাদিগকে দিতে চাহিল। রমণীরা সন্দেহ করিয়া লইতে চাহেনা। তাঁহারা শুনিয়াছেন কুমারীর ভ্রাতা ও পিতা দরিদ্র। এত অর্থ কোথায় পাইল? তখন যুবা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, "আপনারা তবে আমার আত্ম পরিচয় দেওয়াইলেন। আমি কুমারীর ভ্রাতা নহি দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান কুমারীর দ্বারা সন্ধান লইয়া এ দুষ্ট মুসলমান গণের দুষ্টতা দমন করিয়া থাকি আমি আপনাদিগকে চিনি।" বলিয়া রেমণ্ড সাহেবের হস্তলিপি একখানি কাগজ দেখাইল, তাহাতে ইহার সুখ্যাতি লেখা আছে।

যুবাকে দেখিয়া তখন এমি ও হেলেনা, আশ্চর্য্য হইলেন এবং তাহার ভদ্রতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যুবা পুনর্ব্বার কহিল "আপনারা কুণ্ঠিত হইবে না আমার যত দূর সাধ্য আপনাদের সেবা করিলাম, কিন্তু আমাকে এখনি দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে নচেৎ দুষ্ট মোসলমান আমাকে সন্দেহ করিয়া আমার ও কুমারীর ও হয়ত আপনাদেরও সর্ব্বনাশ করিবে। আপনারা মুরাদাবাদে যাউন, তথায় রেমণ্ড সাহেবও গিয়াছেন। এদিকে কোন ভয় নাই আর এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পথ ব্যয় জন্য না লইলে আপনাদের রক্ষা হইবে না।" রমণীরা অগত্যা উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যুপকার মানসে নাম জিজ্ঞাসা করাতে যুবা কহিল তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যের পুরস্কার মনুষ্যের নিকট চাহেন না সুতরাং উপকৃতের কাছে নাম দিতে প্রস্তুত নহেন। যাহাহউক যুবা যথোচিত ভদ্রভাবে রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই বিদায় হইল।

হেলেনা পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া অগত্যা সাহস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এমিকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে দিতে উপকারী যুবাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাঁহার পরামর্শানুসারে মাঠ দিয়া চলিলেন। ক্রমে বেলা

অধিক হইল উভয়ে আহার ও শ্রান্তি চাহেন, অতএব একটী গ্রাম লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। গ্রামের নিকটে আসিবামাত্র একটী চাষা জিজ্ঞাসা করিল তাঁহারা কে? কোথায় যাইতেছেন? যুবার শিক্ষামত হেলেনা কহিলেন তাঁহারা গঙ্গা পারে মাতুলালয়ে যাইতেছেন, তাঁহারা ভ্রাতা ভাগিনী। চাষা এমির মুখ পানে চাহিয়া কহিল, "না! এযে শ্বেতবর্ণা।" উভয়ের মুখ শুখিয়া গেল। চাষা কহিল আমি আপনাদিগকে চৌধুরীর কাছে লইয়া যাই, অদ্য প্রাতেঃ এখানে এক সিপাহী আসিয়াছে। সিপাহীর নামে ভীতা হইয়া হেলেনা তাহাকে একটী মুদ্রা দিয়া কহিল তুমি কাহাকে কিছু কহিও না, আমাদিগকে মাঠের পথ দেখাও যে গঙ্গা তীরে যাইতে পারি। চাষা টাকা দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া কহিল তাঁহাদের গ্রামে যাওয়া শ্রেয় নহে; কিঞ্চিৎ দক্ষিণে নামিয়া আইলে পথ ধরিয়া পূর্ব্বমুখে গেলে গঙ্গা পাইবেন। পলায়িত নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াও বিপদাশঙ্কায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

একটী ছোট মাঠ পার হইয়া উঁহারা বিস্তীর্ণ এক মাঠে পড়িলেন, তথায় প্রচণ্ড রৌদ্র উত্তাপে কাতর হইয়া একটী গাছ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। যত যান গাছ আর নিকট হয় না, একে পথ ভ্রমণে অপটু ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর আবার বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মস্তকের উপর থাকিয়া পথিকদ্বয়কে দগ্ধ করিতেছে, এমন সময় অল্পপথও দূর বোধ হয়। যাহাহউক অনেক কষ্টে অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া তাঁহারা শীতল হইলেন। উভয়ের তৃষ্ণা হইয়াছে, কিন্তু এমি প্রায় অধীরা হইয়াছেন। তাঁহার শরীর এমনি হইয়াছে, যে উঠিতেও ক্লেশ হয়। হেলেনাও বড় দৃঢ় নহেন, তবে এমিকে সান্ত্বনার ভার লইয়াছেন ও পুরুষ বেশ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ্যে বল প্রদর্শন করত কহিলেন "তুমি এখানে থাক, আমি জল অন্বেষণ করি, আর গ্রামের সন্ধান লই, এই গ্রাম বিনা আমাদের প্রাণ রক্ষার উপায় নাই।"

এমি শীতল ছায়ায় কথঞ্চিৎ শ্রান্তিলাভে উঠিয়া বসিলেন ও ভাবিলেন কেনইবা তিনি সঙ্গে গেলেন না এমন সময় উভয়ে পৃথক থাকা নিতান্ত অসহ্য। যাহা হউক এমি দূরস্থ বৃক্ষাদির দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রতিক্ষণে আশা করিতেছেন হেলেনা বৃক্ষমণ্ডলী হইতে বাহির হইবে। এমত সময় দেখিলেন একজন বাহির হইল, এমি আহ্লাদিত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। প্রথম অনুভবের পর বুঝিতে পারিলেন আগন্তুক হেলেনা নয়।

অতএব পুনঃ বৃক্ষতলে বসিলেন। পরে দেখিলেন আগন্তুকের হস্তে বন্দুক, কটিদেশে করবাল ও সিপাহীবেশ। সিপাহী দেখিয়া এমি ভীত হইলেন। বৃক্ষের আড়ালে লুকাইলেন। আগন্তুক ক্রমে বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, এমি বৃক্ষের স্কন্ধ দেশের অন্তরালে দিক পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন যাহাতে সিপাহীর দৃষ্টিগোচর না হন। একবার বোধ হইল সিপাহী তাঁহাকে দেখিয়াছে কারণ সে তৎক্ষণাৎ আইল পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষাভিমুখে আসিতে লাগিল। এমি হতাশ হইলেন এবং যেমন সিপাহী বৃক্ষ পরিধিতে প্রবেশ করিল, আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলে পড়িলেন।

সিপাহী রৌদ্র প্রযুক্ত বৃক্ষতল অন্ধকার দেখিতেছিলেন এমিকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু আর্ত্তনাদ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বৃক্ষের অপর পার্শ্বে গেলেন। তথায় এমিকে ভূপতিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অমনি নিকটে আসিয়া, বৃক্ষের পল্লব দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও চেতন হওয়া না দেখিয়া, ইতস্ততঃ দেখিলেন কোন সাহায্য বা জল পাওয়া যায় কি না। চতুর্দ্দিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—জন মানব নাই! কেবল যে বৃক্ষ বাটিকা হইতে আসিয়াছিলেন সেই থানেই জল ও শীতল স্থল আছে। সিপাহী ভাবিলেন ইনি যে কেহ হউন ঐখানে লইয়া চেতন করা আবশ্যক, অতএব মৃতবৎ শরীর হস্তের উপর লইয়া বন্দুকটীও তৎসঙ্গে ধরিয়া বক্ষঃস্থলে ভর রাখিয়া পূর্ব্বস্থানে চলিলেন, বুদ্ধি করিয়া সিপাহী রোগীর মুখে নবপল্লবাতপত্র দিয়াছিলেন, তথাপি সে তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মুখ ও শরীর বিবর্ণ হইল।

একটী দেবালয়ের সম্মুখে বৃক্ষতলে দেহটী রাখিয়া সিপাহী নিজ বস্ত্র বাঁধিয়া দীর্ঘ করিয়া উহার অগ্রভাগ জলে ভিজাইয়া লইয়া এমির চক্ষুতে ও বদনে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুই চারিবার করিতে করিতে বদনের বর্ণ ফিরিল, আশা হইল এবং সিপাহী নিরতিশয় যত্ন সহকারে বীজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে অধিকতর জল আনিয়া মস্তকে ঢালিলেন। সিপাহী এতক্ষণ দৃষ্টি করেন নাই এখন দেখিলেন তাঁহার শুশ্রূষার দ্রব্য শ্বেত বর্ণা।

দশম অধ্যায়।

এমি ও হেলেনার বিচ্ছেদ—অপরিচিত সিপাহীর ভদ্রতা—পুনর্ম্মিলন।)

ইতিপূর্ব্বে হেলেনা উপরোক্ত বৃক্ষবাটিকায় উপস্থিত হইয়া দেবালয়ের অঙ্গনস্থ কূপাভিমুখে যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎকালে সিপাহী দেবালয়ের সম্মুখে বসিয়াছিল দেখিয়া দূর হইতেই বাগানের অপর পার্শ্বে গেলেন। এমির জন্য কাতরতা, কিন্তু সিপাহীর প্রতি অধিকতর ভয় হেলেনার মনে উপজিল। তাঁহাদিগকে জানিতে পারিলে, সিপাহী যে কি অনিষ্ট করিতে পারে হেলেনা তাহা গত পরীক্ষায় বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব এতদ্রূপ বিপদসঙ্কুল জলাশয় পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্পে ইতস্ততঃ দেখিতেছেন ; সহসা উদ্যানের অপর পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে দ্বিতীয় একটী উদ্যান দৃষ্টে মাঠ পার হইয়া জল পাইবার আশায় তথায় গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে তথায় একটী নির্জ্জন কূপ পাইলেন। হৃদয় আশায় স্ফীত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন জল কি করিয়া উঠাইবেন ? হেলেনা আবার ম্রিয়মাণ হইলেন, এ বিষয়ে পূর্ব্বে তাঁহার চিন্তা হয় নাই। এক্ষণে কূপতটে দাঁড়াইয়া উপায় ভাবিতে লাগিলেন---একবার ভাবেন কোন লতা লইয়া বৃক্ষপত্রের আধারে জল তুলিবেন,—লতা কৈ ? আবার ভাবিলেন উত্তরীয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া দীর্ঘ করতঃ জলস্পর্শ করিবেন। কিন্তু তদ্দ্বারা অল্প জলোত্তোলন সম্ভব এবং তজ্জন্য একমাত্র উত্তরীয় নাশে ছদ্মবেশ প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা হয়। পাঠকগণ বুঝিতেছেন হেলেনার কি ক্লেশ হইতেছে। সম্মুখে জল, তৃষ্ণাতুরা সঙ্গিনী দূরে অসহায়া পড়িয়া আছেন। কাপড় ভিজাইয়া কথঞ্চিৎ নিজের তৃষ্ণা দূর হইতে পারে —কিন্তু হেলেনা এমির জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হইলেন। হতাশ হইয়া যেমন ফিরিয়া আসিবেন এমন সময় কোন এক অশ্বের প্রোথরব শুনিলেন।

দৃষ্টিমাত্র হেলেনা অদূরে একটী ঘোড়া বৃক্ষতলে বাঁধা রহিয়াছে দেখিলেন। ঐ অশ্বের জল খাইবার এক লৌহ পাত্র দীর্ঘ রজ্জু বদ্ধ রহিয়াছে। এমত সময়ে এমত স্থলে প্রার্থনীয় বস্তু লাভে পাপিষ্ঠ হৃদয়ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না। হেলেনা মনে মনে বিধাতার দয়া স্মরণ করিলেন। একবার ভাবিলেন ঐ অশ্ব ও দ্রব্যাদি ঐ সিপাহীর। কিন্তু

সিপাহী নিকটে নাই এবং তৎকালে হেলেনা হতাশা প্রযুক্ত এক প্রকার নির্ভয়ও হইয়াছিলেন। আগ্রহের সহিত হেলেনা যেমন লৌহ পাত্র উঠাইবেন, উদ্যানের এক কোণ হইতে একটী বালক "চাঙ্গা চাঙ্গা" (ভাল, ভাল) বলিয়া উঠিল। সচকিতা হইয়া হস্তস্থ পাত্র নামাইয়া হেলেনা দেখিলেন একটী শিখ্ বালক পঞ্জাবী ভাষায় গালির ন্যায় কতক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিতেছে। প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিতে তিনি একটী মুদ্রা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "তৃষ্ণার্ত্ত জল, চাই।" বালক মুদ্রালাভে হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ এক পাত্র জল উঠাইয়া সম্মুখে রাখিল। হেলেনা কিছু পান করিলেন ও কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বালকটীকে অনেক কষ্টে বুঝাইলেন যে তাঁহার এক আত্মীয় মাঠের মধ্যে বৃক্ষতলে আছেন, তথায় জল লইয়া গেলে বালকটীকে আরও পুরস্কার দিবেন। এই কথার সঙ্গে আর একটী মুদ্রা পাইয়া বালক আহ্লাদিত হইয়া সম্মতি প্রকাশ করিল এবং আরও অনেকগুলি কথা কহিল। বিশেষ ক্লেশ করিয়া হেলেনা বুঝিলেন সে আপন ঘোটকের সাহায্যও দিতে পারিত, কেবল সম্মুখস্থ উদ্যানে যে এক সিপাহী আসিয়াছে তাহার ভয়ে ঐ দিকে ঘোড়া লইয়া যাইতে চাহে না।

সুখের উপর সুখ! যখন কপাল ফেরে এমনি হয় বটে! হেলেনা দেখিলেন বড় সুযোগ। ঘোড়া চড়িয়া গেলে শীঘ্র এমির সাহায্য করিতে পারিবেন। অতএব বালককে আশ্বাস দিয়া তাঁহাদের উভয়ের ভয় স্বরূপ সিপাহী—অধিষ্ঠিত উদ্যান দূরে রাখিয়া হেলেনা অশ্ব পৃষ্ঠে ও বালক পদব্রজে এমি যে বৃক্ষতলে ছিলেন তদভিমুখে চলিলেন। এতক্ষণে সিপাহী এমিকে লইয়া গিয়াছিল, এজন্য শূন্য বৃক্ষতলে আমাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক উপনীত হইলেন।

এমিকে না দেখিয়া, হেলেনার যে কি বিস্ময়, দুঃখ ও ভয় হইল তাহা বর্ণন সহজ নহে। কি করিবেন, কোথায় গেলে সঙ্গিনীর সন্ধান পাইবেন ভাবিয়া কাতর। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ও নানাবিধ চিন্তা করিয়া, হেলেনা পুনঃ অশ্বারোহী হইয়া সিপাহী অধিষ্ঠিত বৃক্ষ বাটিকার দিকে চলিলেন। তাঁহার মনে যেন লইতেছিল ঐ থানে এমি আছেন। বালকের নিষেধ ও ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি ঐ দিকে চলিলেন। নিকটে আসিয়া অবতরণ করিলেন এবং আস্তে আস্তে দেবালয়ের পশ্চাদ্ভাগে গেলেন—কোন শব্দই নাই, চিহ্ন নাই। ক্রমে ঘুরিয়া যেমন সম্মুখে দৃষ্টি করিবেন

সিপাহীকে দেখিয়া ভীতা হইয়া পশ্চাদ্‌গমন করিলেন। এই সময় সিপাহী এদিকে দেবালয় মধ্যে রাখিয়া দ্বারদেশে বসিয়া বীজন করিতেছিলেন হেলেনা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ মাত্র দেখিলেন। আর যে কেহ তথায় আছে বুঝিলেন না। অতএব আর অগ্রসর হইবেন কি না ভাবিতেছেন—ইত্যবসরে পদ শব্দে আকৃষ্ট সিপাহী উঠিল ও যেন অনুসরণ করিতেছে, এই ভয়ে হেলেনা দ্রুতপদ হইয়া উদ্যানের বহির্ভাগে গেলেন। বাস্তবিক সিপাহী উঠিয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল এবং তাহাকে দেখিয়া অশ্বরক্ষক বালক এক বৃক্ষের উপর উঠিল। ঘোটক দেখিয়া সিপাহী নিকটে গেল এবং কাহাকেও না দেখিয়া পুনঃ মন্দিরে গেল। বালক বৃক্ষ হইতে নামিল এবং আজ কালের সিপাহীর দৌরাত্মের কথা হেলেনাকে কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিল। হেলেনা ভাবিলেন এখানে এমি নাই—যদি স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার অনুসন্ধানে অন্য কোন স্থলে গিয়া থাকেন এতক্ষণে আসিয়াছেন পুনঃ সেই বৃক্ষতলে যাওয়া শ্রেয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সন্ধান না পাইলে নিকটস্থ গ্রামে থাকিয়া তাহার সন্ধান লইবেন—বিশেষতঃ এই বালক তাঁহার অনুগত হইয়াছে। তিনি পুনর্ব্বার প্রথম বৃক্ষতলাভিমুখে গেলেন। বালক সঙ্গে গেল না—গৃহাভিমুখে গেল গ্রামে গিয়া চপলতা প্রযুক্ত অর্থশালী এক যুবার সান্নিধ্য সংবাদ সকলকে দেওয়াতে কতিপয় দুষ্ট লোক, অপহরণ মানসে, মাঠের দিকে আসিল। উহারা বালকের কাছে তাবৎ কথা শুনিল —বালক যাহা কৃতজ্ঞতা ও কৌতূহল জানিয়া বলিল—দুষ্টেরা উহা আপনাদের লাভজনক বুঝিল।

উহাদের মধ্যে একজন পথিকের বেশ ধরিয়া তৎক্ষণাৎ হেলেনা যে বৃক্ষতলে ছিল তথায় গেল এবং ভাণ করিয়া কহিল একটী বিদেশীয় রমণী গ্রামের পার্শ্বে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে ও আপন সঙ্গীকে অন্বেষণ করিতেছে। হেলেনা বিশ্বাস করিয়া অনুনয় পূর্ব্বক এবং মুদ্রা পুরস্কার দিয়া ছদ্মবেশী পথিকের সহিত সিপাহী যে বৃক্ষবাটিকায় ছিল তাহার বিপরীত দিকে চলিলেন। অনেক দূর গিয়া একটী গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। হেলেনা উল্লাসিত হইয়া ইতস্ততঃ এমিকে দেখিতেছেন—ইতিমধ্যে আর একটী ব্যক্তি লগুড় হস্তে উপনীত হইল। হেলেনার মনে ভয় হইল এবং পথিকের প্রতি চাহিলেন। পথিক তখন স্পষ্ট কহিল—"আমরা দস্যু তোমার কাছে কি আছে দাও, নচেৎ প্রাণ বিনাশ করিব।" হেলেনা কাতর

হইয়া অনেক বুঝাইলেন। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" অবশেষে তিনি টাকার থলিটি ফেলিয়া দিলেন ও কহিলেন তাঁহার আর কিছু নাই। দস্যুরা শিরাভরণ ও উত্তরীয় কাড়িয়া লইল এবং তৎক্ষণাৎ বুঝিল হেলেনা স্ত্রীলোক, পুরুষ নহেন।

এদিকে এমি জ্ঞানপ্রাপ্তা হইয়া দেখিলেন সিপাহী দয়ার্দ্র মুখে যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তথন সাহসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সিপাহী কি অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি যত্ন করিতেছেন। সিপাহী ইংরাজী ভাষায় বুঝাইলেন তিনি বিদ্রোহী নহেন—ইংরাজগণের বন্ধু, দাস, তাঁহার সৌভাগ্য যে একটী হতভাগ্যা বিবিরও সাহায্য করিতে পাইলেন। এমি বুঝিলেন অর্থলোভে, অতএব বহুঅর্থ লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন তিনি রেমণ্ড সাহেবের কন্যা, দুর্ব্বিপাকে এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন এবং পিতা ও নিরাপদ স্থল উদ্দেশে মুরাদাবাদে যাইতেছেন। এই কথা শুনিয়া সিপাহী চমকিত হইলেন এবং বহু সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক এক দৃষ্টে মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, এমিও বিস্মিত হইয়া কহিলেন "তুমি কি আমাকে কখন দেখিয়াছ? আমি ও যেন তোমাকে চিনি চিনি করিতেছি।"

সিপাহী কহিলেন তিনি মীরটে বহু দিন ছিলেন, রেমণ্ড পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বদ্ধ এবং এই ঘটনা তিনি স্বীয় সৌভাগ্য বলিয়া বুঝিলেন। এমি অধিকতর বিশ্বস্তা হইয়া আপন ইতিহাসের কিয়দংশ কহিলেন। সিপাহী তখন এমিকে মন্দির মধ্যে সাবধানে অল্পক্ষণ থাকিতে কহিয়া তাঁহার সঙ্গী পুরুষ বেশী হেলেনার অন্বেষণ জন্য এবং কিছু আহারীয় আয়োজন জন্য চলিয়া গেলেন। প্রহরেক পর আহারীয় আনিয়া এমিকে খাইতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন তাঁহার সঙ্গী হেলেনা সন্ধ্যাকালে মুরাদাবাদ অভিমুখে গিয়াছেন। বস্তুতঃ উপরোক্ত শিখ বালক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বিদেশীয় যুবার অন্বেষণে পূর্ব্ব কথিত বৃক্ষতলে আসিয়াছিল, তাঁহাকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে উক্ত দস্যুগণকে পায় তাহারা কহিল বিদেশীয় যুবা গঙ্গাতীরাভিমুখে গিয়াছেন সিপাহী ঐ বালকের মুখে এই কথা শুনেন ও এমিকে সমুদয় বর্ণন করিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। সে রজনীতে এমি বিশ্বস্ত মনে সুস্থ শরীরে নিদ্রা গেলেন। প্রাতে উঠিয়াই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং অসহায় স্বর্গীয় দূত স্বরূপ আশ্রয়রূপী সিপাহীর প্রতি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সিপাহী

লজ্জিত হইয়া বিনয় প্রকাশ করিলেন এবং এই ঘটনায় তিনি নিজেই অধিকতর উপকৃত বোধ করিতেছেন প্রকাশ করিলেন। এমি নাম জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, যে দিন তিনি মুরদাবাদে পৌঁছিয়া বিদায় লইবেন, পরিচয় দিবেন। সেই প্রাতে সিপাহী একটী অশ্ব আনাইয়া এমিকে আরোহিতা করাইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন। সন্ধ্যাকালে গঙ্গাকূলে উপনীত হইলেন বটে কিন্তু পার হইবার উপায় পাইলেন না। অগত্যা এক ভগ্ন কবর গৃহে রাত্রিবাস স্থির করিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গে আনীত দ্রব্য আহার করিয়া উভয়ে মীরট, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয়ক নানাবিধ কথাবর্ত্তা কহিয়া শয়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সিপাহী গৃহ মধ্যে আপন উত্তরীয় দিয়া এমির শয্যা করিয়া দিলেন ও আপনি বাহিরে উপায় করিয়া লইবেন বলিয়া এমিকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। এমি হেলেনাকে না পাইয়া চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু সিপাহীর বিষয়ে অধিকতর চিন্তিত হইয়াছেন। সিপাহীর দয়া, শ্রদ্ধা ভদ্রতা ও যত্ন দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন; আবার কথোপকথনে সিপাহীর ইংরাজী ভষায় পটুতা, উচ্চতর জ্ঞান চর্চ্চা, সরলতা ও সাধুতাময় আচরণ দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছেন। সিপাহী যে উচ্চ শ্রেণীর লোক এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এমির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; তবে কেন যে নাম বলিতে কুণ্ঠিত, বুঝিতে পারেন না। ভাবিলেন কুমারীর ভ্রাতার ন্যায় ইনি পুরস্কারপ্রার্থী নহেন বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না। বস্তুতঃ বিদ্রোহ ব্যাপারে এমির মনে দেশীয়ের প্রতি যেরূপ ঘৃণা হইয়াছিল, কুমারীর ভ্রাতা ও এই সিপাহীর আচরণে তাহা উন্মূলিত হইল বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মাইল। এই আশ্চর্য্য সিপাহী কে? ভাবিতে ভাবিতে এমি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যেন পিতামাতার কাছে উপনীত হইয়াছেন এবং প্রাণ রক্ষাকারী সিপাহীর প্রশংসা করিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বাস না করিয়া সিপাহীর প্রতি অত্যাচার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমি একবার সিপাহীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—একবার পিতার প্রতি সানুনয় বচনে বুঝাইতেছেন; অবশেষে ক্রন্দন করিতেছেন; এমন সময়ে নিদ্রা ভাঙ্গিল ও শুনিলেন সিপাহী তাঁহাকে নির্ভয় হইতে কহিতেছেন। এমি লজ্জিতা হইয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া সিপাহীর আশঙ্কা দূর করিলেন এবং এত রাত্রি পর্য্যন্ত সিপাহী কেন নিদ্রা যান নাই বলিয়া বিস্মিত

হইলেন। জানিলেন গৃহের দ্বার নাই, পাছে হিংস্র জন্তু বা তদপেক্ষা হিংস্র দস্যু তাঁহাদের ক্ষতি করে এজন্য সিপাহী জাগরিত রহিয়াছেন। এমি নিজে এখন জাগরিত থাকিয়া সিপাহীকে বিশ্রাম করিতে কহায়—সিপাহী বুঝাইলেন এবিষয়ে পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য স্ত্রীলোক দ্বারা তাহা হইবার নহে—সিপাহী কোন ক্লেশ বোধ করিতেছেন না, তজ্জন্য এমিকে কণামাত্র চিন্তিত হইতে হইবে না।

প্রাতে উঠিয়া উভয়ে দেখিলেন, ঘোড়া নাই—অনেক অনুসন্ধানে পাইলেন না, অগত্যা পদব্রজে গ্রামের দিকে গেলেন যে গঙ্গাপার হইবার উপায় ও যানের উপায় পাইবেন। দুই একটী গ্রাম হইতে কোন উপকার না পাইয়া দক্ষিণ মুখে কূল দিয়া চলিলেন। অবশেষে যখন রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িল—এক বৃক্ষতলে উভয়ে বিশ্রাম করিলেন। শ্রম-কাতরা এমি বৃক্ষতলে নিদ্রাভিভূতা হইলেন এবং সিপাহী এমির প্রদত্ত (বাইবেল) ধর্ম্ম পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া এমি দেখিলেন প্রচণ্ড রৌদ্র চারিদিক্‌কে এমনি রুক্ষভাবাপন্ন করিয়াছে যে ঐ বৃক্ষতল ছায়াটী অপূর্ব্ব রমণীয় হইয়াছে, গঙ্গার সুশীতল বায়ু বৃক্ষপল্লবকে বিলোড়িত করিয়া ত্বগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়কেই পরিতৃপ্ত করিতেছে। মনুষ্য যেমন অবস্থায় থাকে তাহার সুখের পরিমাণ তদ্রূপই হয়, এমি ভাবিলেন তিনি এমন রমণীয় স্থলে কখন ছিলেন কি না সন্দেহ। পরে সিপাহীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তিনি হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন। এমি জিজ্ঞাসা করিলেন কোন অসুখ হইয়াছে কি? সিপাহী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—অল্প শিরঃপীড়া হইয়াছে। এমি বুঝিলেন দুই রাত্রিকাল সিপাহী নিদ্রা যান নাই অনবরত পরিশ্রম করিয়াছেন অতএব নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে বিশ্রাম লইতে কহিলেন। সিপাহী তখন বৃক্ষের আড়ালে বস্ত্র শয্যায় শয়িত হইলেন।

এমি পুনর্ব্বার সিপাহীর বিষয় ভাবিতে লাগিলেন এরূপ চমৎকার লোক তিনি এ দেশীয়ের মধ্যে দেখেন নাই, স্বজাতির মধ্যেও পাওয়া ভার। গত রজনীতে সিপাহী একত্র ভোজন করিতে কোন কুসংস্কার প্রকাশ করেন নাই এবং এই মাত্র ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন তবে কি ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী? না, তাহা হইলে প্রার্থনায় যোগ দিতেন এবং অন্যরূপ আচরণ দেখা যাইত। সিপাহীর ধর্ম্ম কি কেমনে জানিবেন? তাঁহার জাতি

কি জানাও সুকঠিন। এমি একবার মনে করিলেন ইনি হয়ত কোন পলায়নপর ছদ্মবেশী ইংরাজ কোন হেতুতে নিজ পরিচয় দেন না। আবার ভাবিলেন তাহা হইলে শ্বেতবর্ণ হইত ও ইংরাজী উচ্চারণ অধিকতর পরিশুদ্ধ হইত। যাহা হউক তাঁহার স্বর ও মুখ যেন পরিচিত বোধ হইতে লাগিল। এইবার নির্ব্বিঘ্নে বদন দৃষ্টে স্বরূপ অনুভব করিবেন বলিয়া যথায় সিপাহী নিদ্রিত আছে গেলেন। দেখিলেন, সিপাহীর কপালে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। উপকার প্রাপ্তেই হউক আর দুঃখে পড়িয়াই হউক এমির মনে সিপাহীর প্রতি জাতীয় ঘৃণা হয় নাই সুতরাং তাহার শিরোভাগে বসিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন দুই রগের শিরা উচ্চ হইয়া নৃত্য করিতেছে। এমি জানিয়াছেন সিপাহীর শিরঃপীড়া হইয়াছে, অতএব স্বাভাবিক কোমলতা প্রযুক্ত যেমন তাঁহার কপাল ও রগে স্বীয় কোমল অঙ্গুলী সঞ্চালন করিবেন, সিপাহী জাগরিত হইলেন, এবং সসম্ভ্রমে উঠিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমি ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন "তুমি কি মনে কর আমি ভিন্নজাতি বলিয়া এমন উপকারক তোমাকে তুচ্ছ করিতে পারি?" সিপাহী বিনয় নম্র স্বরে কহিলেন, "আপনি আর এ সামান্য কর্ত্তব্য কার্য্যের চাটুবাদ করিবেন না, আমি ইহাতে লজ্জা পাই।" তখন এমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিমাশ্র করিতে কহায় সিপাহী কহিলেন তাঁহার যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ হইয়াছে আর আবশ্যক নাই। উভয়ে কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইলে পর এমি কহিলেন "আমি আপনার পরিচয়ের কথা কহিতেছি না, ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" সিপাহী কহিলেন তিনি ইতিপূর্ব্বে ইহাই চিন্তা করিতে ছিলেন। এ বিষয়ে সংক্ষেপ কথোপকথনে এমি জানিলেন সিপাহী হিন্দু, কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন নহেন; বাইবেলে দৃষ্টি আছে, কিন্তু খৃষ্টের উপাসক নহেন; আস্তিক বটেন, কিন্তু, নিয়মিত প্রার্থনা করেন না; জ্ঞানী বটেন কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা নাই। এমি যাজিকাগণের সহবাসে কিছুকাল ছিলেন; অতএব ধর্ম্মপুস্তকের বিশেষতঃ নূতন ভাগের কতিপয় সারতত্ত্ব সিপাহীকে বুঝাইলেন এবং প্রার্থনার আবশ্যকতা দেখাইলেন। সিপাহী আপনাকে উপকৃত বোধ করিলেন এবং হৃষ্টমনা হইলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে উভয়ে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া একটী ঘাট পাইলেন ও নৌকা করিয়া অপর পারে নির্ব্বিঘ্নে গেলেন। তথা হইতে কিঞ্চিৎ উত্তর মুখে চলিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় আর একটী ঘাট ও গ্রামের

নিকটে আসিলেন। নদীকূল দিয়া আসিতেছিলেন এবং নদীর লহরী লীলার বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে এমত সময় ঝড় উঠিবার উদ্যোগ হইল এবং উভয়ে গ্রামের দিকে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া ঘাটের রাস্তা না ধরিলে গ্রামের আর পথ নাই। ইত্যবসরে বায়ু প্রবল হইল এবং এমি দেখিলেন পারের নৌকা জলমগ্ন হইতেছে। সিপাহী তাহা জানিবামাত্র জলের দিকে গেলেন। ইতিমধ্যে নৌকা চড়া স্পর্শ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, আরোহীরা প্রায় কূলে উঠিল, কেবল একটী যুবা স্রোতে ভাসমান হইয়া গভীর জলের দিকে চলিল। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ সাহস করিল না—উদ্যতও হইল না। সিপাহী বদ্ধপরিকর হইয়া জলে ঝম্প দিলেন। এমি ভাসমান ব্যক্তির প্রতি দয়া ও সিপাহীর সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রযুক্ত নিষেধ করিলেন না, কিন্তু জলের বেগ ও প্রবাহ দৃষ্টে সিপাহীর প্রাণনাশ আশঙ্কায় ভীতা হইলেন। মনে করিতে লাগিলেন কেনই বা তিনি সিপাহীকে বারণ করিলেন না। সিপাহী অসমসাহসে জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তিকে ধরিলেন এবং তাঁহার এই চেষ্টা দেখিয়া নৌকারোহী কতিপয় ব্যক্তি কূলে দাঁড়াইয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাহাতে এমির শ্রদ্ধা যে আরো বৃদ্ধি হইল, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি আপনাকে অহঙ্কৃত বোধ করিলেন যে এতদ্রূপ বীরপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সিপাহী অপর ব্যক্তিকে লইয়া কূলের দিকে অগ্রসর হইল। বায়ুর বল বাড়িলে, প্রবাহ দল পরস্পর আহত হইয়া ফেণ পুঞ্জ নির্গত করিতে লাগিল এবং সিপাহী নদীর নিম্ন ভাগে চালিত হইলেন। এক একবার তাঁহাকে দেখা গেল না। এমি কূল দিয়া সেই দিকে দৌড়িয়া গেলেন। তাঁহার মনে কি হইতেছিল পাঠকগণ বুঝুন। কিন্তু অপর দর্শকেরা হতাশ হইয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে সিপাহী ভাসমান যুবাকে উত্তোলন করিয়া কূলে উঠিলেন; তখন এমি তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভাসমান ব্যক্তি ক্লিষ্ট হয় নাই, কেবল ভীত হইয়াছিল সে উঠিয়াই ইংরাজী ভাষায় সিপাহীকে ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। স্বরে আকৃষ্ট হইয়া এমি দেখিলেন, ঐ যুবা ছদ্মবেশী হেলেনা!

একাদশ অধ্যায়।

(সিপাহীর পরিচয়—হেলেনার রহস্য বাক্য।)

এমি ও হেলেনার পুনর্মিলনে উভয়ে যেরূপ আহ্লাদিত হইলেন, সিপাহীও সেইরূপ সন্তুষ্ট হইল। তিন জনে রজনীতে এক দোকানে বিশ্রাম করিয়া পর দিবস প্রত্যুষে একখানি এক্কা করিয়া মুরাদাবাদাভিমুখে চলিলেন। দ্বিপ্রহর কালে একটী বিশ্রামস্থল পাইলেন। এক্কাওয়ালা ঘোড়া খুলিয়া তাহার গাত্র মর্দ্দন করিতে লাগিল। এই অবসরে হেলেনা এমিকে আপন সংক্ষেপ বৃত্তান্ত কহিলেন। পাঠকগণ হেলেনার দস্যুহস্তে পতন পর্য্যন্ত জানেন। দস্যুরা হেলেনাকে স্ত্রীলোক দেখিয়া একটী বৃক্ষের সহিত বাঁধিল এবং কাহাকে বিক্রয় করিবে অভিসন্ধি করিয়া চলিয়া গেল। পরিচ্ছদ বিক্রয় করিয়া মাদক সেবনেই প্রথমে রত হইল। ঘটনাক্রমে পূর্ব্বোক্ত শিখ বালক ঐ পরিচ্ছদ দৃষ্টে সন্দেহ করিয়া আপন প্রভুকে সংবাদ দেয়। ঐ প্রভু গ্রামের ভদ্রলোক ও সচ্চরিত্র ঘটেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া হেলেনাকে বাটীতে আনেন, তাঁহার পরিচ্ছদ ও অর্থের কিয়দংশ তাঁহাকে দেওয়ান এবং তাঁহার ইতিহাসে আশ্চর্য্য হইয়া মুরাদাবাদ যাত্রী জন কয়েকের সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূর্ব্ব ছদ্মবেশেই পাঠান। ঐ সঙ্গীরা হেলেনাকে জলমগ্ন দেখিয়া হতাশ হইয়া চলিয়া যান।

হেলেনা আপন গল্প শেষ করিয়া এমির বিষয় আদ্যোপান্ত শুনিলেন এবং এতদ্রূপ উপকারী ব্যক্তি কে? এই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া সিপাহীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সিপাহী হেলেনার দৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইলেন। তৎকালে এক্কাওয়ালা ঘোড়ার আহারীয় একতাল আটা ও গুড় মিশ্রিত বস্তু হস্তে লইয়া ভাড়ার কিয়দংশ চাহিতেছিল—সিপাহী ঐ সুযোগে উঠিয়া গেলেন। রথ পুনঃ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ দিতে সিপাহী আসিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষা ও বিপদ মোচন করিয়াছেন, ভরসা করি পরিচয় দানে আমাদের সংশয় মোচন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" এরূপ মধুর স্বরে প্রণয়কাতর ভাবে ঐ প্রশ্ন হইল যে হেলেনা ব্যতীত ঐরূপ লালিত্যের সহিত আর কেহ কহিতে পারে না। সিপাহী কিন্তু বিনীতভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন তিনি তাহা-

দিগকে মুরাদাবাদে আশ্রয় স্থানে না পৌঁছাইয়া পরিচয় দিতে পারেন না, ক্ষমা চাহেন। পুনর্ব্বার এক্কার শব্দে ও বিলোড়নে এবং সিপাহী চালকের সহিত উপবেশন করিলেন বলিয়া হেলেনা আপন বচন কৌশল দ্বারা সিপাহীকে জয় করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যাকালে মুরাদাবাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া গাড়ী বিদায় দিলেন এবং তিন জনে একটী নিভৃত সমাধি মন্দিরে রাত্রিযাপন করিলেন।

আহারাদির পর সকলে একটু বিশ্রাম লইলে সিপাহী কহিলেন তিনি শুনিয়াছেন রেমণ্ড সাহেব মুরাদাবাদে আছেন, বিবিদের হস্ত লিপি পাইলে তিনি প্রাতে কাহাকে দিয়া প্রেরণ করিবেন এবং তাঁহাদিগকে ইংরাজ হস্তে দিয়া বিদায় লইবেন। এমি জিজ্ঞাসা করিলেন "সিপাহী সহরে যাবেন না ?" সিপাহী বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন, বিশেষ হেতুতে তিনি যাইতে পারেন না। একথায় উভয় রমণী বিস্মিত হইলেন এবং পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। হেলেনা চুপি চুপি কহিলেন "তবে কি ইনি বিদ্রোহী ?" এমি সিহরিয়া কহিলেন "না, এরূপ সদাশয় মহৎ ব্যক্তিকে বিদ্রোহী অনুভব করা পাপ।" হেলেনা বিস্ময়ে সিপাহীর মুখপানে চাহিলেন চারি চক্ষু মিলিল— হেলেনার চক্ষু যেন সিপাহীর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। সিপাহী মুখ হেঁট করিলেন এবং হেলেনা এমিকে চুপি চুপি কি কহিলেন। তখন হেলেনা সিপাহীর দাড়ীটি ধরিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিলেন "পলাবে কোথা ? চিনেছি ! চারু !" সিপাহী হাসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাবে কহিলেন তিনি চারুই বটেন যে দুর্ঘটনার জন্য পরিচয় দেন নাই—এখন তাহা অকপটে বর্ণন করিবেন এবং কুমারীগণের নিকট এতদিন গোপন থাকার হেতু দর্শাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।

পাঠকগণ চারুর কারাবাস ও প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত জানেন। সেই রজনীতে পাঁড়েজী আপন উপকারী চারুর রক্ষার্থ একদল সিপাহী রাখিয়া গিয়াছিলেন। চরদ্বারা চারুর বিপদ শ্রবণে ঐ পাঁড়েজীর লোকেরা অকস্মাৎ দস্যুর ন্যায় কারাগারের নিকট উপস্থিত হইল। ইংরাজেরা ভয়চকিত ছিলেন—অল্প লোকের সমাগমে পুনর্ব্বার বিদ্রোহীর আক্রমণ আশঙ্কায় সকলেই নিজ নিজ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। দস্যুরা কৃতকার্য্য হইল—চারু কিন্তু প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় এক প্রকার জ্ঞানশূন্য ছিলেন, অকস্মাৎ এই ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, প্রাতঃকাল উপস্থিত, তাহাকে বধ্য কাষ্ঠে

যোজিত দেখিতে জনতা হইতেছে, অতএব যেমন একজন দস্যু দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিবে, চারু হতচেতন হইলেন। যখন জ্ঞান হইল দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র কুটীরে শয়িত আছেন; শিরোভাগে একটী রমণী বসিয়া আছেন। চারু দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক যেমন কথা কহিতে যাইবেন রমণী নিষেধ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে সুস্থ হইয়া চারু জানিলেন পাঁড়েজীর লোকেরা তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া একজন সামান্য গৃহস্থের বাটীতে রোগশান্তির জন্য রাখিয়া গিয়াছে। গৃহস্থকে তাঁহার সেবার্থ অনুরোধ ও অর্থও দিয়া গিয়াছে, গৃহস্থের এক কন্যা ছিল সে নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে। আরোগ্য হইলে সিপাহী তাঁহাকে মুরাদাবাদাভিমুখে গমন করিতে উপদেশ দিয়া ছিল। পথসঙ্গীর জন্য একটী সিপাহী, এক খানি খড়্গ একটী বন্দুক, এক থলি টাকা ও একখানি অনুমতি পত্র দিয়া গিয়াছে। চারু, গৃহস্থ ও তৎকন্যাকে প্রণাম করিয়া মুরাদাবাদাভিমুখে প্রস্থান করেন, পথে বিবিদ্বয়ের সহিত যে রূপে আলাপ হয় পাঠকগণ জানেন।

কুমারীরা বুঝাইলেন তাঁহার বাস্তবিক কোন অপরাধ নাই। বিবি রেমণ্ডই তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং রেমণ্ড সাহেব, বিজয়, হেলেনা ও এমি সকলেই তাঁহার নির্দ্দোষিতা ও গুণ জানেন, তিনি সহরে গেলে তাঁহার অব্যাহতি হইবে। চারু কিন্তু সে কথায় সায় দিলেন না। তিনি কহিলেন অব্যাহতি পাইবার পূর্ব্বে আপনা আপনি বিপদে পদার্পণ করা শ্রেয় নহে. বিশেষতঃ লোকের কৃপাপাত্র রূপে অনুকম্পিত হওয়া তাঁহার পক্ষে দুসাধ্য। ঐ কথাবার্ত্তায় শ্রোতা বক্তাগণের ক্লেশ হয় দেখিয়া তিনজনেই শীঘ্র কথোপকথন স্রোত পরিবর্ত্তিত করিলেন! মুখরা হেলেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

চারু লজ্জিত হইয়া কহিলেন "না"। তখন হেলেনা কহিলেন "তবে তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিতে পার।" চারু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আপনাকে আমি ভগিনী বলিয়া সমাদর করি, এরূপ বিসদৃশ বিদ্রূপ আমার প্রিয় নহে, বুঝিতে পারেন।" হেলেনা কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া কথার সুর সূক্ষ্ম করিয়া, চক্ষু ভঙ্গী করিয়া কহিলেন "বিদ্রূপ! বিদ্রূপ! চারু তুমি নরজীবনের ভাব বুঝ নাই। তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ এবং তোমার যেরূপ গুণ জানিতেছি—তাহাতে আমাদের হৃদয় আর তোমাকে বিজাতীয় ও হীনাবস্থাপন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারে

না। তোমাকে বিবাহ করা আমাদের কাহারও পক্ষে "বিসদৃশ" নহে বরং শ্লাঘার বিষয়। আমিত অকপটে কহিতে পারি যদি আমার হৃদয় বিজয়ের সহিত না থাকিত, আজ চারুর প্রণয়িনী হইয়া আপনাকে সুখী বোধ করিতাম। এমির কৃতজ্ঞতা কতদূর তিনিই কহুন্।"

এমির প্রতি উভয়ের চক্ষু পড়িল—এমি কহিলেন "ভাই! ক্ষমা করিবেন তোমার হৃদয়োচ্ছ্বাস ভদ্রতা অতিক্রম করিতেছে।" হেলেনা সরোষে প্রত্যুত্তর দিলেন, "আর তোমার হৃদয়—গোপন কৃতজ্ঞতা অতিক্রম করিতেছে!" চারু এ বচসায় অপ্রীত ছিলেন, অতএব কহিলেন 'আপনাদের সাদর সম্ভাষণে আমি গৌরবান্বিত হইলাম—কিন্তু এতদ্রূপ অবস্থায় এতদ্রূপ স্থলে এতদ্রূপ বাক্যালাপ উপযুক্ত নহে—আপনারা বিশ্রাম লউন, কল্য প্রাতে আমি বিদায় হইব।' হেলেনা তখন মুরাদাবাদে গিয়া বন্ধুগণের নিকট কেমন আশ্চর্য্য গল্প করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। এমি পিতা মাতাকে কহিয়া কিরূপে চারুচন্দ্রের বিপদ মোচন করিবেন ভাবিতেছেন। চারু ইহাঁদিগকে ফেলিয়া কোথায় কিরূপে থাকিবেন ভাবিতেছেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যেকেই নিদ্রা গেলেন। তাঁহাদের মনে আর কোন চিন্তা যে উদয় হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না।

প্রাতে উঠিয়া কুমারীরা দেখিলেন চারু গৃহে নাই; সকলে সত্বরে যাইবার সজ্জা করিয়া চারুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হেলেনা সর্ব্বদাই রহস্যপ্রিয়, এমিকে কহিলেন 'ভাই! আমরা এই ছদ্মবেশেই সহরে যাইব। আমাকেও কেহ স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিতে পারিবেন না, তোমাকেও চেনা ভার। তোমার হিন্দুস্থানী বেশ রৌদ্র মলিন বর্ণ, শীর্ণ দেহ তোমাকে ঠিক্ এদেশীয়া সাজাইয়াছে। হেলেনা যা বলিতেছেন ঠিক্ বটে। ঐ সময় এক জন সাহেব সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে লইতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের বেশ দেখিয়া ইউরোপীয় মহিলা এখানে নাই বিবেচনায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন—সহসা তিনি হেলেনার দৃষ্টি গোচর হইলেন। হেলেনা ইংরাজীতে অভিবাদন পুরঃসর সাহেবকে ফিরাইলেন। সাহেব তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া বড়ই প্রীত হইলেন! তাঁহাদের অযথা বেশে নিজমণ্ডলীতে লইয়া যাওয়া পরিহাসজনক বলিয়া—আপনি তাঁহাদিগকে রাখিয়া সহরে গেলেন—অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুই জনকে ইউরোপীয় মহিলা বেশ আনিয়া দিলেন। হেলেনার রহস্য সঙ্কল্প কার্য্যের সময় অপ্রতিভ হইল,

তিনি কিন্তু অপ্রতিভ হইবার নহেন। সময়ে এই ছদ্মবেশ দেখাইয়া লোককে রঞ্জন করিবেন বলিয়া যত্নে দেশীয় বেশ গুলি সঙ্গে লইলেন। একখানি শকট তাঁহার জন্য প্রস্তুত ছিল। এমি উপকারীর নিকট বিদায় লইবেন বলিয়া বিলম্ব করিতে ছিলেন—প্রায় এক প্রহর দিবাভাগ গত হইল চারুর উদ্দেশ নাই, অগত্যা সকলে সহরে চলিয়া গেলেন। এই সংবাদ রেমণ্ড পরিবারের মধ্যে চারুর প্রতি বিশেষ অনুকুল ভাব সঞ্চারিত করিল। বিবি রেমণ্ড পূর্ব্বাবধি চারুকে নির্দ্দোষ জানিতেন—এখন তাঁহার কার্য্যে আরও শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন—স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় চারুকে নির্দ্দোশী মনে না করুন—এক অপত্য স্নেহানুরোধে চারুকে মুক্ত করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনিই চারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন সুতরাং চারুর আপন্মুক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইল। বিজয় নানা প্রকার প্ররোচনাতেও রেমণ্ডের মন ফিরাইতে পারিলেন না। তাহার আরও একটী অসন্তোষ জন্মিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

(প্রণয়োৎপত্তি—বিজয়ের ঔদাসীন্য—মুরাদাবাদের বিদ্রোহ।

যে দুরাকাঙ্ক্ষায় বিজয় বিদ্রোহ সংবাদ লইয়া গোল বাধাইয়াছিলেন ঘটনাক্রমে তাহার সফলতা পক্ষে ব্যাঘাত হইল। তাঁহার পরম শত্রু চারুই রেমণ্ড বংশের কৃতজ্ঞতার পাত্র এবং এমির সমাদর ভাজন হইল। চারু ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র নিকটে আসিবেন, কারণ রেমণ্ডের কৃতজ্ঞতায় ঐ ক্ষমা কখন বিলম্বিত হইবে না। চারু যে উপকার করিয়াছেন, ও এমির হৃদয়ে যে সম্ভ্রম সঞ্জাত হইয়াছে, তাহাতে বিজয়ের দর্শন শাস্ত্রে স্থির হইল যে এমি চারুকে বিবাহ করিবে, না হয় তাহার প্রতি আর আকৃষ্ট হইবে না। পূর্ব্বে বিনা কারণে বিজয়ের কত ঈর্ষা হইত, এখন ত ঈর্ষার কথঞ্চিৎ কারণ হইয়াছে। বিজয় সর্ব্বদাই এমিকে চারুর অন্যায় পক্ষপাতিনী বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

একদা সরলা এমি কোপ-কম্পিত স্বরে কহিলেন ‘বিজয় তুমি বার বার আমাকে বিদ্রূপ কর কি অভিপ্রায়ে বুঝি না। আজ তোমায় স্পষ্ট কহি, যদি

কোন ব্যক্তি আমার শ্রদ্ধা ও সমাদর ভাজন হইয়া থাকেন, তাহা চারুচন্দ্র—যদি কোন পুরুষের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে চারুচন্দ্রের প্রতি—যদি কখন কোন ব্যক্তিকে জীবনের অংশী করিতে হয়, তবে সেই চারুচন্দ্রকে—আর যদি কাহারও প্রণয় হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা সেই চারুচন্দ্রের। আর তুমি—আমাকে বিদ্রূপ করিও না। আমাকে মূঢ় বল, নির্ব্বোধ বল, নীচ বল, আর যাহা বল, চারুচন্দ্রের চরিত্র গুণ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে; আমি তাঁহার কাছে শুদ্ধ কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ নহি; আমার—হৃদয়ের অনুরাগও তাঁহার প্রতি বদ্ধ আছে।”

বিজয় এ সকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন, তাঁহার চিরকালের আশঙ্কা পূর্ণ হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেছেন। এমি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া কহিলেন, ‘ভ্রাতা বিজয় ক্ষমা করিবেন, কোপের উপর যাহা কহিলাম সরল হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়া অপরাধ গণনা করিবেন না, আমি এখন যাহা কহিলাম তাহা আমি পূর্ব্বে নিজেই জানিতাম কি না সন্দেহ, এতদূর কথা প্রকাশ করায় আমার লজ্জা হইতেছে।” বিজয় একটু সাহসী হইয়া কহিলেন ‘তবে তুমি যাহা কহিলে উহা তর্কের অনুরোধে মাত্র?’ এমি কহিলেন উহা অনুভূত বলিয়া অসত্য নহে—তবে তিনি অতদূর প্রকাশ করিতে কি চিন্তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না—এক্ষণে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, তিনি বিশ্রাম চাহেন।

বিজয় ব্যথিত অন্তঃকরণে অভিবাদন পুরঃসর বিদায় লইলেন। তখন রজনী এক প্রহর। এমি শয্যায় শয়িত হইয়া ভাবিলেন এ গভীর হৃদয়ভাব কি তর্ক না কৃতজ্ঞতা? তর্ক হইলে এত হৃদয়ভেদী হইবে কেন?—কৃতজ্ঞতাও নহে, তাহা হইলে কুমারীর ভ্রাতার প্রতি বা অপরিচিত চারুর সিপাহী বেশ প্রতি এরূপ ভাব হয় নাই কেন?, চারুর প্রতি স্বতঃই পূর্ব্বাবধি অনুরাগ ছিল—যে দিন সিপাহীর পরিচয়ে তাহাকে চিনিলেন, সেই দিনাবধি এইরূপ ভাব হইয়াছে—কেন? তিনি বুঝেন না। বাস্তবিক পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে চারুচন্দ্রের প্রতি রেমণ্ড পরিবারের, বিশেষতঃ এমির শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। সে অনুরাগ এরূপ অপরিস্ফুট ও বিসদৃশ মাত্র ছিল যে তাহাকে ভ্রাতৃস্নেহ, সৌহৃদ্য বা প্রণয় কিছুই বলা যাইত না। যখন এমি সিপাহীর শিরোদেশে অঙ্গুলিসেবা করেন, কৃতজ্ঞতাই তখন প্রবল ছিল—যখন হেলেনার উদ্ধারকারী সিপাহীকে আলিঙ্গন

করেন, বীরত্বেরই সমাদর করিয়াছিলেন, প্রণয় ভাবের তখন উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু যে মাত্র জানিলেন সিপাহী সেই পুরাতন চারু, এমির হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি যে সেই চারুচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবদ্ধ হইলেন, ইহাতে আপনাকে সুখী বোধ করিতে লাগিলেন—সেই চারুচন্দ্রই যে এরূপ সাধু ও বীরোচিত কার্য্য করিয়াছেন ইহাতে গৌরব বোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ চারুচন্দ্রের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ বোধ হইল পূর্ব্ব অনুরাগ প্রণয়ে পরিণত হইল—চারুচন্দ্র যে তাঁহারি, হৃদয় ইহা আরও করিতে শিখিল। যখন মুখরা হেলেনা বিবাহের কথা তুলিলেন, এমি উহা বিদ্রূপ বিবেচনা করেন নাই এই জন্যই উহাতে লজ্জা হইয়াছিল এবং অভদ্রতা বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথার উপহাস হয় না। সে রাত্রিতে এমি ঐ কথা ভাবিতেছিলেন—তিনি মনে মনে সরলা হেলেনার অবিমুক্ত ভাব ঈর্ষা করিতেছিলেন—আপনাকে ব্যাধগ্রস্ত পক্ষীর ন্যায় চারু প্রণয়ে আবদ্ধ বিবেচনা করিয়াছিলেন। আবার ভাবেন তাঁহার অপরাধ কি? তিনি স্বাভাবিক গুণ ও দৈব ঘটনায় আবদ্ধ হইয়াছেন! ভাবিলেন চারু যদি ইংরাজ হইতেন—এ প্রণয়ে সুখ হইত। আবার ভাবেন ইংরাজ হইলে কি চারুর রূপ গুণ বুদ্ধি হইত? বিধাতা তাঁহাকে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়াছেন; পূর্ণ চন্দ্র রজনীতেই শোভা পায়। যদি চারু তাঁহাকে চাহেন, তিনি কি চারুকে ভিন্নজাতীয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন? হৃদয়ে ত কোন কষ্ট হয় না, তবে লোক নিন্দা। এক্ষণে তিনি দেশীয় বেশ ধারণে পটু হইয়াছেন—তাহাতেই বা আশঙ্কা কি? যাহাহউক আপাততঃ এই ইচ্ছা প্রবল হইল যে চারুচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবেন—তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত করাইয়া তাঁহার হৃদয় বুঝিবেন। প্রাতে চারুচন্দ্রকে না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং যখন তাঁহাকে না দেখিয়াই বিদায় লইতে হইল তখন মনে মনে কোপ জন্মিল। বুঝিলেন চারুর মনে প্রণয় নাই—ভদ্রতাও অল্প।

এ ক্রোধ শীঘ্রই অপনীত হইল। একদিন ডাকযোগে চারুচন্দ্রের এক পত্র প্রাপ্তে জানিলেন তিনি নিজ হৃদয়কে আশঙ্কা করিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রাণ দণ্ড আদেশ রহিত হইবার পূর্ব্বে নিজ ইচ্ছায় বিপদে পদার্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কিন্তু কুমারীগণের সহবাস ছাড়িয়া অজ্ঞাত পৃথিবীতে বিচরণ করা দুঃসাধ্য! সমস্ত রজনী ভাবিয়া দেখিলেন, উপস্থিত,

থাকিলে সহযাত্রিতা প্রলোভন এড়াইতে পারিবেন না, এজন্য দূরে পলায়ন করেন। এমি বুঝিলেন চারুচন্দ্র হৃদয়ের কোমলতা প্রযুক্তই পলায়ন করিয়াছেন—এবং তাঁহার কার্য্য উপযুক্ত হইয়াছিল—কারণ প্রথমেই তিনি রেমণ্ড সাহেবের মন চারুর প্রতি সদয় করিতে পারেন নাই—সময়ে সে ফল ফলিয়াছে।

যখন রেমণ্ড সাহেব কহিলেন চারু আসিলে তাহার ক্ষমা করাইয়া দিবেন, এমি কিরূপে চারুকে সংবাদ দিবেন ভাবিয়া কাতর হইলেন। চারুর পত্রে কোন ঠিকানা ছিল না। তাঁহার পত্র শাহাবাদ হইতে আসিয়াছিল, তিনি এলাহাবাদের দিকে যাইতেছেন, কোথায় থাকেন স্থির নাই—গাছতলে, বনে, মাঠে। এমি বাটীতে আসিয়া পুনর্ব্বার মাতা পিতা বন্ধু ঐশ্বর্য্য সকলই পাইলেন, কিন্তু হৃদয়ে এক অভাব বোধ হইত। কিছুতেই সুখ পাইতেন না, সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন। কেবল এক সময় তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইত, শরীরে পটুতা জন্মিত, তাহা ডাক আসিবার কালে। কিন্তু চারুর পত্র না পাইলেই পুনরায় ম্রিয়মাণ হইতেন। ইহাতেই বিজয় বিদ্রূপ করেন।

বিজয় ঐ রজনীর কথায় জানিলেন তাঁহার এমি লাভ অসম্ভব হইয়াছে, চারু জয়ী হইয়াছেন, আর তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি? হৃদয়ের দুর্জ্জয় মানেচ্ছার আশা সকল নিবিল, বিজয় হতবুদ্ধি হইলেন। এমির প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া একবার নিজ কক্ষে গেলেন ও তৎক্ষণাৎ পথিক বেশ ধারণ করিয়া এক দিকে চলিয়া গেলেন—বিজয় উদাসীন হইয়াছেন।

এ দিকে এমি সমস্ত রজনীতে ভাবিয়া বুঝিলেন যত দিন না চারুর হৃদয় জানা যায় এবং তাঁহার দণ্ড অপনীত হয়, তত দিন এ প্রণয় লোক সমক্ষে উপহাসাস্পদ—তিনি উহা বিজয়কে কহিয়া ভাল করেন নাই। যাহাহউক অনুনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে গোপন রাখিতে কহিবেন এই আশায় অতি প্রত্যূষে বিজয়ের কক্ষে গেলেন—বিজয় নাই। বিজয় যে অনুদ্দেশ হইয়াছেন ক্রমে প্রকাশ পাইল, তাঁহার কক্ষ মধ্যে হতাশা যে তাঁহার পলায়নের মূল ইহা এক ক্ষুদ্র পত্র দ্বারা সকলে বুঝিলেন। কিন্তু কি হতাশা কেহই জানিলেন না, এমি ঐ সকল কথা কাহাকেও কহিলেন না। তৎকালে রেমণ্ড সাহেব কর্ণালে গিয়াছিলেন সেনাপতি বার্ণার্ড দিল্লী আক্রমণে যাত্রা করিবেন। সৈন্যের আহারীয় সংগ্রহের কর্ত্তা রেমণ্ড সাহেব। এনসন্

সাহেব ওলাউঠা রোগে মৃত হইয়াছেন, রেমণ্ড সাহেব তাঁহারই আদেশে গিয়াছেন।

ঐ সময় রেমণ্ড পরিবার আশ্রয়বিহীন হইলেন এবং নূতন এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিল। মুরাদাবাদে যে ঊনবিংশ সেনাদল ছিল, তাহারা ৩রা জুন তারিখে হল্লা করিয়া ধনাগার অপহরণ করিতে গেল। তাহাতে ২৫০০০ টাকা মাত্র পাইয়া বিরক্ত হইয়া যথাপ্রথা ইউরোপীয়দিগকে বধ করিতে লাগিল; কিন্তু ৮ ম অনিয়মিত রেজিমেণ্টের কতিপয় ব্রাহ্মণ সিপাহী সকলকে নিবারণ করিল। একটী ব্রাহ্মণ সিপাহীগণকে গঙ্গাজলে দিব্য করাইয়াছিল যে তাহারা কাহারও প্রাণ হানি না করে—ঐ ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীর সম্মুখে আসিয়া সেই দিব্য স্মরণ করাইয়া দিল। এখানকার সিপাহীরা হিন্দুপ্রধান ছিল, তাহারা যাবতীয় ইউরোপীয়গণকে অনাহত শরীরে নৈনিতালে পাঠাইয়া দিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে রেমণ্ড পরিবারও নৈনিতালে চলিলেন। এ গোলমালে বিজয়ের অনুসন্ধান কে লইতে পারে?

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(নানা সাহেব অতিথি ও বন্দীর প্রতি ব্যবহার।)

পলায়িত ইউরোপীয়গণ ক্রমে রামগঙ্গা নদী পার হইয়া নৈনিতালে চলিলেন। পর্য্যায়ক্রমে রেমণ্ড পরিবার ও আর একজন নৌকায় উঠিলেন। ব্যস্ততা প্রযুক্ত যিনি যে নৌকা পাইলেন তাহাতেই উঠিতেছিলেন। যে নৌকায় রেমণ্ড পরিবার উঠিলেন—তাহা নিম্নভাগে চলিয়া গেল, নৌকাবাহিরা কহিল তাহারা স্রোত রাখিতে পারিতেছে না। আরোহীরা বিলক্ষণ ব্যস্ততা প্রকাশ ও তিরস্কার করিতে করিতে বুঝিল তাহাদের অভিসন্ধি মন্দ। তৎকালে ঘাট প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে, সঙ্গী যাত্রীগণ দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়াছেন। ২।৩টী সাহেব আরোহী ছিলেন। তাঁহারা নৌকাবাহীদিগকে জলে ফেলিয়া দিয়া যেমন দাঁড় ধরিয়া নৌকা ফিরাইবেন, তীর হইতে সশস্ত্র কতিপয় সিপাহী আসিয়া তাঁহাদিগকে গুলি মারিয়া জলে ফেলিয়া দিল

ও আপনারা নৌকা বাহিয়া অতিশয় বেগে নিম্ন দিকে চলিল। অসহায়া বিবিরা জীবন্মৃত ও বন্দীভাবে চলিল। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় নীত হইতেছে?—রক্ষীরা কহিল আশ্রয় স্থলে। বিটুরে নানা সাহেব ইংরাজ ভক্ত, তাঁহার চর উহারা বিপদগ্রস্ত ইউরোপীয় সংগ্রহে নিযুক্ত। "তবে সাহেবদিগকে হত করিলে কেন?" তাঁহারা প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ও আশ্রয় দাতাগণকে জলমগ্ন করিয়াছিলেন। "তবে আমাদিগকেও হত্যা কর।" তাহাদের প্রভুর আদেশ এরূপ নহে।

বন্দীরা সাজিহান নগরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কূলস্থ ব্যক্তির পরিচয়ে বুঝিলেন, ৩ দিন হইল বিদ্রোহীরা সাজিহান নগরের ইউরোপীয়গণকে হত করিয়া নগর অধিকার করিয়াছে। বন্দীরা বুঝিলেন তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য ঐথানে লইয়া যাইতেছে। নৌকা কিন্তু অবিশ্রান্ত দক্ষিণ মুখে চলিল। সন্ধ্যার সময় আরও দুই একটী নৌকায় ইউরোপীয় দেখিয়া বন্দীরা পুলকিত হইলেন। বুঝিলেন তাঁহারা ফতেগড়ে বিপদাশঙ্কায় পলায়নপর হইয়া বিটুরে নানা সাহেবের আশ্রয় লইতে যাইতেছেন। সকলে মিলিত হইয়া ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও নানা সাহেবেরও প্রভূত সুখ্যাতি শুনিলেন।

প্রাতে বিটুরে নানা সাহেবের বাটীর সম্মুখে এক দরবার বসিয়াছে। আগন্তুক ইউরোপীয়গণ যথাযোগ্য কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছেন। একটী চতুরাকৃতি হিন্দুস্থানী যুবা পুরুষ, এক খানি বৃহৎ পুস্তক হস্তে, প্রতি আগন্তুকের নাম ও জীবনের সংক্ষেপ ইতিহাস পাঠ করিতেছেন এবং নানা-সাহেব হস্ত সমর্পণ, শিরশ্চালন এবং সাদর বচন দ্বারা প্রত্যেককে সম্ভাষণ করিতেছেন। সুক্ষ্মণলাল, ঐ হিন্দুস্থানী যুবা, গত রজনীতে কিছু প্রভুত্ব ও রূঢ়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক আগন্তুকগণের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন বোধে তাঁহারা কিছু রুষ্ট এবং নানা সাহেবের অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন—এক্ষণে নানা সাহেবের আচরণে প্রীত হইলেন। নানা সাহেবও সস্নেহ বচনে বুঝাইলেন ইংরাজগণ অসমসাহসিক ও উষ্ণশোণিত, বর্ত্তমান বিপদ সম্পূর্ণ বুঝেন না, বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ে শত্রু মিত্র চিনেন না। এক্ষণে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাসনের সহিত নিরাপদ স্থলে আবদ্ধ রাখাই বন্ধুতার কার্য্য। এজন্য তিনি দেশ বিদেশ হইতে ছলে বলে ইউ-রোপীয় সংগ্রহ করিতেছেন যে বিপদ উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা নিরাপদে

স্ব স্ব স্থানে যাইবেন এবং যদি বিদ্রোহ স্থায়ী হয়—তাহাদের এত দূর ভরসা আছে যে তিনি আপন অতিথিগণকে নিরাপদে ইউরোপে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

বিখ্যাত অতিথিগণ এক বিস্তীর্ণ অট্টালিকায় মহা সমারোহ ও আমোদের সহিত আহার করিলেন। তথায় অন্যান্য ইউরোপীয়ও বাস করিতেছিলেন। ইউরোপীয়দিগের উপযোগী দাসগণ ও খাদ্য দ্রব্য অতি সমারোহে সংগৃহীত হইয়াছিল। যাঁহারা পুরাতন অতিথি আছেন, নবাগতদিগের ভয় ও সন্দেহ মোচন করিলেন। মধ্যাহ্ণ ভোজনে পানপাত্রের সহিত নানা সাহেবের সত্যতার প্রতি আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সন্ধ্যাকালে ইউরোপীয়েরা অতি সুখে আপনাদের ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে আপনাদের বন্ধু নিরাপদে স্থান প্রাপ্ত হয় এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সকলে শয়ান হইয়াছেন কি না এমত সময় উপর্য্যুপরি তূরিধ্বনি হইল। সহসা বহুসংখ্যক অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল এবং তত্ত্ব অনুসন্ধানের অবকাশ হইতে না হইতে তাবৎ ইউরোপীয়গণ বন্দী হইলেন। যিনি কোনরূপ জিজ্ঞাসা বা প্রতিরোধ করিতে চাহিলেন আহত বা কটূক্ত হইলেন। কাহার বন্দী? কে জানে? কোথায় যাইতেছেন? কে জানে? মুহূর্ত্তের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার গৃহে আমাদের রেমণ্ড পরিবার ও কতিপয় ইউরোপীয় রুদ্ধ হইলেন। ভূমিতে শয্যা নাই—গৃহে এত লোক সমাবেশ হয় না। অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণু পুরুষগণ দণ্ডায়মান হইয়া স্ত্রীলোক ও বালকগণকে শয়ন করিতে দিলেন। ক্রমে নিশ্বাসে বায়ু দূষিত হইল;—শিরঃপীড়া, তৃষ্ণা প্রায় সকল বালককে আক্রমণ করিল। চীৎকারে কে উত্তর দেয়? কে দ্বার খোলে? "বিদ্রোহীরা বিটুরে আসিয়াছে।" "পরম বন্ধু নানা সাহেবের কি হইল।" বন্দীগণ ভাবিতেছেন, এমত সময়ে দ্বার খুলিল। লক্ষ্মণলাল জনৈক সৈনিক সহ গৃহে প্রবেশ করিয়া বন্দীদের নাম আপন রেজেষ্টরীর সহিত মিলাইলেন। তখন আর নানা সাহেবকে বিশ্বাস হইল না সকলে আপনাপন ভাগ্যকে ধিক্‌কার দিলেন, তথাপি আশা রহিল নানা সাহেব প্রাণেমারিবেন না।

অতি প্রত্যুষে অশ্বারোহী সিপাহীগণ তাবৎ ইউরোপীয় বন্দীগণের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক আপন আপন হস্তে রজ্জু লইয়া কাণপুরাভিমুখে চলিল। হেনরী লরেন্স মরিয়াছেন, নানা সাহেব কাণপুরে বিদ্রোহীর রাজা হইয়াছেন, আর

ইউরোপীয়গণ তাঁহার বন্দী, এই কথা তখন নিতান্ত নির্ব্বোধেরও হৃদয়ঙ্গম হইল। অতঃপর ভাগ্যে কি ঘটিবে বুঝেন নাই।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, আজিমুল্লা নানা সাহেবকে হেনরী লরেন্সের মৃত্যু সংবাদ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—নানা সাহেবও তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ সংবাদ শ্রবণ মাত্র নানা সাহেব কাণপুরে আসিলেন ও ইউরোপীয়গণকে বন্দীভাবে আনিতে কহিলেন। কাণপুরে তাঁহার কার্য্য করা সহজ—ধনাগারে তাঁহারই লোক রক্ষক। প্রথমে ধন লুণ্ঠন হইল; পরে ইউরোপীয়গণের প্রতি আক্রমণ হইল। ইউরোপীয়েরা পূর্ব্ব হইতে একটী 'ধুস' অর্থাৎ মৃৎদুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তথায় কাণপুরস্থ প্রধান প্রধান সাহেব আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে সময়ে ইউরোপীয়ের অবস্থা অহিংসনীয় ছিল। ছোট বড় সাহেব ধূলি ধূসরিত ছিন্ন ভিন্ন বেশে রাস্তায় দৌড়িতেছেন ও কহিতেছেন "ধুসকাঁহা বাবা! ধুস কাহাঁ?"

নানা সাহেব রাজা হইয়া আপনাকে দিল্লীশ্বরের অধীন বলিয়া প্রচার করিলেন, অপহৃদ সপ্তদশ লক্ষ মুদ্রা বাদসাহকে পাঠাইয়া দিলেন। পরে যথাবিহিত বিজ্ঞাপন প্রচার ও রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাদৌ অতিথি হনন। প্রাতে মহারাজা নানা সাহেব মাঠে সিংহাসনে বসিলেন, সভাসদগণ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বসিল, সম্মুখে যাবতীয় ইউরোপীয় বন্দীগণ স্ত্রীপুরুষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। তাহারা যেন বিনীত সৈন্যের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। উচ্চণ্ড সাক্‌সন শোণিত ভয়ে এতই কি নম্র হইয়াছে? না, না! ঐ দেখুন উহাদেব হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় দৃঢ় আবদ্ধ বংশ খণ্ড দ্বারা বলপূর্ব্বক পরিবদ্ধ আছে। তথাপি কেহ কেহ রাগে, যন্ত্রণায় উরুদেশ কাঁপাইতেছেন, বন্ধন মোচন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন,—কিন্তু কেবল কপোলদেশে রক্ত সঞ্চারণ ভিন্ন,আর কোন লাভ হইতেছে না। যিনি বাক্যস্ফুরণ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ রক্ষিবর্গের হস্তে সমুচিত প্রতিফল পাইতেছেন। বন্দীদিগকে সম্বোধন করিয়া নানা সাহেব এক বক্তৃতা করিলেন—বলিলেন, তাহাদের প্রতি এখনও তাঁহার বন্ধুতা অক্ষুণ্ণ, তাঁহারা বিনীত ও ধর্ম্মপরায়ণ হউন, অর্থাৎ সিপাহী রাজভক্ত হউন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করুন্। তাহা হইলে এই অনুগ্রহ লাভ হইবে যে তাঁহারা প্রাণ দান পাইয়া চির কারারুদ্ধ থাকিবেন। বন্দীগণ যে সে সুখ চাহে না তাহা বলা বাহুল্য। তখন নানা সাহেব দুঃখিত চিত্তে কঠোর

কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিনা বিচারে কাহাকেও দণ্ড দিবেন না। সভ্য ইংরাজগণ হইতে শিখিয়াছেন বিচার বিনা দণ্ড প্রদান করা বর্ব্বরতা।

সে বিচার কিরূপ? একজন উপস্থিত বন্দীগণের অপরাধ গুলি শুনাইতে লাগিলেন, যথা (১) সিপাহীরাজ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, (২) সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষ, (৩) খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন, (৪) দেশীয়ের ধন, প্রাণ, রাজ্য ধর্ম্ম, শান্তি অপহরণ ইত্যাদি। প্রত্যেক বন্দীর নাম ধরিয়া সে ঐ সকল অপরাধে দোষী কি নির্দ্দোষী জিজ্ঞাসা করা হইল,—কেহ উত্তর দিল কেহ উত্তর দিল না; দুই সমান। স্থক্ষ্মণ লাল বন্দীর জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন, একজন রাজ-উকীল দোষ সাব্যস্ত করিয়া বক্তৃতা করিলেন। নানা সাহেব পরম ন্যায়বান ও দয়ালু! তিনি করতলগ্রস্ত শত্রুকেও উকীলের সাহায্য দিতে প্রস্তুত এবং তাহাও আপন বদান্যতায় অযাচিতভাবে। বন্দীদের জন্য একজন উকীল আছেন, তিনি যতদূর পারেন বন্দীদের পক্ষে বলেন। শেষে জল্লাদ বন্দীর মস্তকচ্ছেদন করে। বন্দীদের উপযাচক বন্ধু উক্ত উকীল, যে সকল সময়েই পরাজিত হয়েন, এমত নহে! কখন কখন তিনি নবীনবয়স্কা সুন্দরী বন্দীগণের কোমলতা, সরলতা, দুর্ভাগ্য বিষয়ে এমনি বক্তৃতা করেন যে রাজা তাহাতে দয়ার্দ্র না হইয়া থাকিতে পারেন না; অসীম কৃপায় তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে মহিষী পদে অভিষিক্ত করিতে পাঠাইয়া দেন। এ অনুগ্রহ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, অনেকেই একে একে ছিন্নমস্তক হইতেছেন।

এইরূপ বিচার করিতে করিতে বেলা দ্বিপ্রহর হয়, সভা ভঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট বন্দীগণ কারাগারে আশ্রয় পান। এইরূপে প্রতিদিন বিচার কার্য্য চলিতে থাকে—কখন কখন নানাবিধ দণ্ড বিধান হয়। বালকগণকে আপনাপন পিতা মাতার কাছে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; তখন তাহাদের সমক্ষে সন্তান গণকে বিবিধ যন্ত্রণার সহিত বধ করা হয়। শিশুগণকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া বন্দুক দ্বারা উড়ান বা সাঙ্গিন দ্বারা বিদ্ধন অথবা দুই পদ ধরিয়া চিরিবার উদ্যম, অতি সাধারণ ক্রীড়া। একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালক আপন মাতার ক্রোড় হইতে উৎক্ষিপ্তকারীকে মুষ্টি প্রদর্শন করিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গুলিচয় ছেদিত হইল,— বালক ক্রন্দন করিতে করিতে মাতার উরুদেশ চুম্বন করিল। ঘোরতর অপরাধ! বালকের অধরোষ্ঠ কাটিয়া দেওয়া হইল; পরে নানা

যন্ত্রণার সহিত তাহার প্রাণ বিনাশ করা হইল। এ সকল ঘটনার পর আর কেহ সন্তানগণের পরিচয় দিতে সাহসী হইল না।

এক দিবস একটী কোমলাঙ্গী মহিলা রোদন নিবারণার্থ মস্তক রুমাল দ্বারা আবৃত করিয়াছিল, ইহাতে আবিষ্কৃত হইল রৌদ্র তত্তুল্য লোকের ক্লেশদায়ক। তৎক্ষণাৎ কতিপয় মহিলার এই দণ্ড বিধান হইল যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করিয়া, রৌদ্রে চর্ম্মকার যেরূপ চর্ম্ম বিস্তার করিয়া দেয়, ঊর্দ্ধ দিকে মুখ করাইয়া তাহাদিগকে সেইরূপ শয়ান করান হইল এবং হস্ত পদ মস্তক খোটা দ্বারা এরূপ আবদ্ধ হইল যে নড়িবার সম্ভাবনা নাই। এই ভাবে ২।৩ দিন থাকিয়া তাহাদের প্রাণ বিয়োগ হইল।

এই এক স্থলেই যে এই শাসন প্রণালী চলিতেছিল এমন নহে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দীগণের সাজা দিতে লাগিলেন। কোন স্থলে একটী অপরূপ সুন্দরী ইউরোপীয় বালিকাকে দেখিয়া সিপাহীদের অভিলাষ জন্মিল যে তাহাকে "কালা করনে হোগা।" তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া এক বৃক্ষে বাঁধা হইল। চতুর্দ্দিক হইতে গুলিবিহীন বন্দুকের আওয়াজে তাহার চর্ম্ম বারুদ লিপ্ত কালীবর্ণ করা হইল। আবার একজন দূরে গিয়া ছিটাগুলি এরূপ মারিতে লাগিল যে তাহা অঙ্গে স্পর্শ হইয়া বসন্তের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন অঙ্কিত করিল। এইরূপ আমোদে কতিপয় সিপাহী তিন দিন যাপন করিয়া অবশেষে বালিকার শিরশ্ছেদন করিল। পাঠিকাগণ আর বর্ণন করিতে অক্ষম যাহারা আরও জানিতে চাহেন বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(ব্যাঘ্র শিকার খেলা)

ধুর্গের মধ্যবর্ত্তী ইংরাজগণ এমনি সাহসপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন যে নানা সাহেব ১৯ দিন পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়াও তাহাদিগকে জয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহারা আহারাভাবে ও আত্মরক্ষায় নিরাশ হইয়া এবং নানা সাহেবের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া আত্ম সমর্পণ করিল। দুর্গ গ্রহণ, দুর্গবাসীদের কারাবন্ধন ও বধার্থ উপস্থিত করণ মুহূর্ত্তের কথা।

দুর্গবাসীরা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নানা সাহেবের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইতে লাগিল। যে জজ মেজেষ্টর আদি বড় বড় সাহেবের কথঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ লাভার্থ নানা সাহেব পূর্ব্বে কত ভোজ দিয়াছেন, কত তোষামোদ করিয়াছেন, আজ তাহারা শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় আপনাপন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। সিপাহী রাজের প্রভুত্বাভিমান অবসাদ প্রাপ্ত হইল, তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল, এবং তিনি দুর্গবাসী ও অবশিষ্ট অনাহত বন্দীগণকে মুক্তি দিবার জন্য দুইখানি নৌকা সসজ্জ করাইয়া আনাইলেন। নানা প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ মুদ্রা পাথেয় দিয়া আশীর্ব্বাদের সহিত গঙ্গা স্রোতের নিম্নভাগে ইংরাজ রাজ্যে যাইতে অনুমতি দিলেন। পাছে পথি মধ্যে অন্য বিদ্রোহী দল কোন অত্যাহিত করে, এজন্য তিনি দুইদল সিপাহী গঙ্গার উভয়কূলে নৌকা রক্ষক স্বরূপ পাঠাইলেন। বন্দীরা নানা সাহেবকে প্রশংসাবাদ করিতে করিতে বিদায় লইলেন।

আমাদের রেমণ্ড পরিবারের দশা কি হইল পাঠকগণকে অবগত করা আবশ্যক। তাঁহারাও বিচারাসনের সম্মুখে প্রতিদিন দণ্ডায়মান হইতেন। দুই তিন দিন এমি ও হেলেনার পার্শ্ববর্ত্তী বন্দীর মস্তক ভূমে অবলুণ্ঠন করিয়াছে;—পরক্ষণেই তাঁহারা যেন আপনাপন মুণ্ড সম্মুখে পতিত দেখিবেন মনে করিতেছেন। ভাগ্যক্রমে সেই সেই দিনের দণ্ড সেই সেই সময়ে স্থগিত হয় এবং পর পর দিনে তাঁহারা অন্যরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিপদ হইতে মুক্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা অবশিষ্ট বন্দী ও দুর্গবাসীদের সহিত নৌকারোহণ করিয়াছেন। নৌকা কূল হইতে দূরে যাইতে না যাইতে আরোহীরা দেখিলেন, কামান কূলে আনীত হইয়া নৌকার প্রতি আক্রমণ করা হইল। তথন আরোহীরা নাবিকদিগকে ফেলিয়া দিয়া আপনাআপনি দাঁড় বাহিয়া মধ্যভাগে গেলেন। নানা কৌশলে কামানের গোলা অতিক্রম করিতে করিতে নিম্নভাগে চলিয়া গেলেন। এমত সময়ে উভয় কূলস্থ সিপাহীগণ অনবরত বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। অবশেষে কতিপয় নৌকাও তাহাদের প্রতি অনুধাবন করিল। উভয় দলের মধ্যে তরণীযোগে যুদ্ধ হইয়া অনেক সাহেব বন্দী হইলেন এবং কতিপয় জলে ঝাঁপ দিলেন। অধিকাংশই সিপাহীগণ কর্তৃক কাণপুরের কূলে বা অপর কূলে নীত হইলেন। যাঁহারা কাণপুরের কূলে উঠিলেন পুনর্ব্বার নানা সাহেবের সম্মুখে আনীত হইলেন। যাঁহারা অপর কূলে পড়িলেন, সিপাহীরা প্রতাপগড়াভিমুখে তাঁহাদিগকে

লইয়া গেল। যাঁহারা নানা সাহেবের কাছে পুনরানীত হইলেন বুঝিলেন নানা সাহেবের ছাড়িয়া দেওয়া ব্যাঘ্রের শিকার খেলা মাত্র।

যাহারা প্রতাপগড়াভিমুখে নীত হইল তন্মধ্যে আমাদের রেমণ্ড পরিবার ছিলেন। আজও যে ইহাঁরা নৃশংসের দণ্ডে প্রাণ হারান নাই এই সৌভাগ্য। আবার যে গঙ্গার অপর কূলে পড়িয়া কাণপুরে নিশ্চয় কালগ্রাসে পড়েন নাই ইহাও সৌভাগ্য। কিন্তু যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য অতি বিরল। সিপাহীরা ধৃত ইউরোপীয়গণের পুরুষ সমূহকে নিহত করিয়া স্ত্রীগণকে দাস্যবৃত্তি বা তদপেক্ষা জঘন্য অভিপ্রায়ে সঙ্গে রাখিল। রজ্জু দ্বারা বাহু ও কটিদেশ বন্ধন করিয়া প্রতি অশ্বারোহী আপনাপন অশ্বের জিনে আপনাপন ভাগের লুঠ বাঁধিয়া লইল। তুরঙ্গমের দ্রুতগতির সহিত কোমলাঙ্গী ইউরোপীয় মহিলাগণের পদ চারণ কত সুখকর! পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আবার যখন বিপথে কাঁটা জঙ্গলের উপর দিয়া যাইতে হয়—অঙ্গের অস্থিমাংস সকলই জর জর হইতে লাগিল। কাহারও হস্ত ভাঙ্গিল, পদ গেল—কেহ বা রক্ত বমন করিলেন এবং সকলেই জীবন্মৃতাবস্থায় প্রথম দিনের যাত্রার পর এক চটীতে নীত হইলেন। সে রজনীতে বন্দীগণের প্রথম যন্ত্রণায় নিদ্রা হইল না—যখন নিদ্রা হইল চেতনা লোপ হইল এবং যখন জাগরিত হইল আবার তদ্রূপ পথ শ্রম করিবার ভয়ে ব্যাকুলতা জন্মিল—বন্দীদের নিজ নিজ অবস্থা ভাবিবার অবসর ছিল না। পরদিবস অভ্যাস জন্য হউক অথবা সিপাহীরা বন্দীগণের প্রাণনাশ হইলে স্বার্থনাশ হইবার আশঙ্কা প্রযুক্ত মন্দ গতিতে ভ্রমণ করে তজ্জন্যই হউক—বন্দীরা অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশ পাইয়াছিল। কিন্তু পথে যে সকল নৃশংস ব্যাপার দেখিল তাহাতে অধিকতর ভীত হইল। সিপাহীদের সম্মুখে যে কোন পথিক পতিত হইল—অনাহত যায় নাই—কিছু না হয় সর্ব্বস্ব হারাইয়া পলাইয়াছে। পথের উপরিস্থ গ্রাম ও চটী এমন কি সময়ে সময়ে উভয় পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহ লুণ্ঠন দ্বারা সিপাহীদের রসদ চলিত। ইউরোপীয় কি বাঙ্গালী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রেই হত হইত তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ফকীর সন্ন্যাসী ও হিন্দুস্থানী পরিবার প্রাণরক্ষা পাইত। পরে পরে সেটুকু দয়াও রহিল না।

একদিবস একখানি বস্ত্রাবৃত একা পথের সম্মুখে পড়িল। সিপাহীদিগকে দেখিয়া একাওয়ালা ও একজন ভদ্রবেশধারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ করযোড়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। সিপাহীরা কহিল “তোম্ কোন্ হায়?” ব্রাহ্মণ কহিল

"গোলাম ব্রাহ্মণ হায়্—রায়ত্ হায়্" "এক্কামে কোন্ হায়্?" "মেরে কবিলে কো লেকে ঘর্ যাতা হুঁ।"—"কাহাঁসে?" "জুয়ানপুরমে মেরে দোকান থা, হুঁহাসে।"—"সাথ্ ক্যা চিজ্ হায়্—" "সব লুটা গিয়া।"—"ঝুট্ বাত্ হারামজাদ্, কুতল্ করো!"—ব্রাহ্মণ ভয়ে কম্পমান হইয়া যজ্ঞোপবীত হস্তে করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিল ও আপন অঙ্গুরীয়ক, লোটা ও বস্ত্র দিয়া কতক রক্ষা পাইল। পরে যখন সিপাহীরা তাহাকে ছাড়িয়া একার প্রতি দৃষ্টি করিল—ব্রাহ্মণ ভূমে পড়িয়া কহিল "মাফ্ কিয়াতো ইজ্জত্ বাঁচাও আউর্ কুছ্ হায় নেহি সেরেফ্ আওরত হায়্, হামকো বাচায়া বাবা, উসকোভি বাঁচাও—পরমেশ্বর তোমলোককো বাঁচাওগে।" কেহ কেহ কহিল "ছোড় দোও বান্।"—কেহ কেহ কহিল "এক্কাকা পরদা উঠাও, দেখেঙ্গে" একজন এক্কার পরদা তুলিল ও অবগুণ্ঠনযুক্তা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃতা একটী মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। যদি ভয় প্রযুক্ত মধ্যবর্ত্তী জীব কম্পমান না হইত—ঐ বস্ত্রমণ্ডিত পদার্থটী বস্ত্রের বোচ্কা ব্যতীত আর কিছু বোধ হইত না। একজন কহিল—"কাপড়া উঠাও, জেওয়ার্ দেখেঙ্গে।" কে শোনে? একজন কিছু সদয়ভাবে কহিল "ডরো মৎ জেওয়ার দেখেঙ্গে—হাত নিক্‌লাও।" কে শোনে? সিপাহী কিন্তু শুনিবার পাত্র নহে। সহসা একজন বলপূর্ব্বক হস্ত বাহির করিল এবং একটী সাহেবের শ্বেত হস্ত বিনির্গত হইল। চকিতের মধ্যে সাহেব, ব্রাহ্মণ, সারথি এমন কি অশ্বটীও দ্বিখণ্ড হইল। তদবধি হিন্দুস্থানীরা বিশেষত হিন্দুস্থানীর স্ত্রীলোকেরা আর অনাহত রহিল না।

ফকীর সন্ন্যাসীরা সম্বলবিহীন বলিয়া লোভ ও অত্যাচারের পদার্থ ছিল না। একটী জটাজূটধারী উলঙ্গপ্রায় সন্ন্যাসীকে ৪।৫টী চেলা সহ যাইতে দেখিয়া সিপাহীরা তাহাকে গাঁজার লোভে ও গাঁজা সাজিবার পরিচারক স্বরূপ সঙ্গে লইল। পথে একটী জলস্রোত পার হইতে হইল। চেলাগুলির ভস্মমাখা মলিন পদ জলস্পর্শে ধৌত হইয়া পদ্মের ন্যায় বিকশিত হইল—ইউরোপীয়ের শ্বেত পাদপদ্ম সিপাহীর দৃষ্টিগোচর হইল। পর ক্ষণেই—চেলা—সন্ন্যাসী জটাজূট সহ ভূতলশায়ী হইল—ইহজন্মে আর উঠিল না। সন্ন্যাসীর ভুর ভাঙ্গিল।

পাঠকগণ অবশ্যই হতভাগ্যা এমি ও হেলেনার জন্য ভাবিতেছেন। ভাবুন কিন্তু আপনারা তাহাদিগকে যত দুঃখী ভাবিতেছেন তাহারা তৎকালে তত দুঃখ বুঝে নাই। মনুষ্য যে অবস্থায় পড়ে, তাহার সুখ দুঃখের তারতম্য তদ-

নুযায়ী হয়। বন্দীরা যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিখিয়াছে, ঘোটকের সহিত আকর্ষিত হইয়া কিরূপে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে যাইতে হয় সে কৌশলও বুঝিয়াছে। আবার পথিকদের আশু বিপদ দৃষ্টে আপনাদের অনুদ্দিষ্ট ভাগ্য-কেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। না পারিবে কেন, সকলে মনুষ্য কে ছাড়ে? আশা ছাড়ে না। কে জানে যে এই হতভাগ্যারা কোন কালে ইংরাজ সেনার আশ্রয়ে পড়িবে না এবং আততায়ী সিপাহীগণ তাহা-দের সম্মুখে অধিকতর যন্ত্রণার সহিত প্রাণ দণ্ড পাইবে না? এটী যদি মনে থাকিত, এতক্ষণে বন্দীদের প্রাণ বিয়োগ হইত। আবার এমি ও হেলেনার আরও একটী সুখের কারণ ছিল। বহুদিন ক্লেশে পড়িয়া ইহাঁদের লাবণ্য ও শ্রীর পতন হইয়াছিল। ইহাঁদিগকে দেখিয়া তৎকালে কেহ সুন্দরী-বলা দূরে থাকুক, যুবতীও বোধ করিতে পারিত না। তাহা না হইলে আরও বিপদ হইত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(পলায়ন, পুনঃবন্দী, লোমহর্ষণ শাস্তি—বীর পুরুষ মুক্তি)

ঘোর অন্ধকার রজনী, অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদালোক, অন্ধতম কুটিরে, চালের নিম্নভাগ, ঝাঁপের চতুঃপার্শ্ব ও বেড়ার ছিদ্র দিয়া আসিতেছে। ইটের পাঁজায় আগুণ লাগিলে ফাটল দিয়া অগ্নি যেমন দৃষ্ট হয়, কুটিরের অভ্যন্তরনিবাসীরা তদ্রূপ আলোক দেখিতেছে। কুটিরের অভ্যন্তরে দুই তিন প্রকোষ্ঠ ছিল, আচ্ছাদক বেড়ার মধ্য দিয়া প্রকোষ্ঠাধি-বাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিলেন। এতক্ষণ অন্ধকারে আলাপ চলি-তেছিল, কেহ কাহারও মুখ দেখে নাই। পাঠকগণও এইবার দেখিয়া লউন —প্রায় ২০।২৫টী ছিন্ন মলিনবস্ত্রা বিকট বদনা, শ্বেত চর্ম্মাবৃতা অস্থিসার স্ত্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে। যেন শ্রাদ্ধের যৎকিঞ্চিৎ দান লোভে কাঙ্গালীরা আবদ্ধ আছে। তাহারা যে পরস্পর আপনাপন দুঃখের কথা কহিতেছে ও সকলেই যে সিপাহীগণের বন্দী, তাহার আর পরিচয় দিতে হয় না। রাত্রি প্রায় তিন প্রহর গত, রক্ষক সিপাহীগণ বহির্ভাগে নিদ্রিত আছে নহিলে বৃষ্টির

কলরবে সকল কথা শুনিতেছে না বোধে—বন্দীরা কথঞ্চিৎ স্বাধীনতার সহিত আপনাপন দুঃখের কথা কহিয়া মনের ভার লাঘব করিতেছে। ইত্যবসরে সর্ব্বোত্তর প্রকোষ্ঠের বেড়াতে শব্দ হইতে লাগিল—যেন কুকুর কি বিড়াল রন্ধনশালায় মৎস্য লোভে সিঁদ দিতেছে। অধিবাসীরা নিঃশব্দ হইয়া কাণ পাতিল—ধারাপাতের শব্দে কিছু বুঝা গেল না। কেহ কহিল ইন্দুর আপন পথান্বেষণ করিতেছে; ভয় নাই আবার অধিকতর শব্দ হইল, সমস্ত বেড়া নড়িল—নিকটস্থ বন্দীরা সরিয়া গিয়া দূরে দাঁড়াইল। আর শব্দ নাই, কিয়ৎ-ক্ষণ সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা বিদ্যুদালোকে একটী প্রকাণ্ড ছিদ্র বেড়াতে দেখা গেল, তাহার মধ্য দিয়া একটী মনুষ্যাকৃতি প্রবেশ করিতেছে দেখা গেল। অন্ধকার রজ-নীতে, সহসা চোর দেখিলে যে ভয় জন্মে, তাহা সুদ্ধ সম্পত্তিনাশাশঙ্কা প্রযুক্ত নহে, শরীর রক্ষার্থও নহে, এক প্রকার স্বাভাবিক ভীতি। নচেৎ গৃহাধি-বাসী বন্দীরা কোন সম্পত্তি নাশ বা আপনাদের অত্যাহিতও ভয় করে নাই—তত্রাপি সহজ সংস্কার প্রযুক্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। যদি তৎক্ষণাৎ বজ্র-ধ্বনি নিনাদিত না হইত, সিপাহীরা জাগরিত হইত, ও অপর প্রকোষ্ঠের লোকও গোলমাল করিয়া উঠিত। ইতিমধ্যে চোর গৃহপ্রবেশ করিয়া ইংরাজীতে কিঞ্চিৎ চুপীচুপী কহিল "ভয় নাই তোমাদের উদ্ধারার্থ আসি-য়াছি—গোল করিও না, সিপাহিরা উঠিলে বিপদ হইবে।" বন্দীরা নির্ভয় হইল, কিঞ্চিৎ উল্লসিতও হইল, অপরিচিত স্বর পুনরপি কহিল—"নির্ভয়ে একে একে এই দিকে এস, আমি ছিদ্র পার করিয়া দিতেছি—বাহিরে কিঞ্চিৎ ক্ষণ দাঁড়াইবে।" হস্ত দ্বারা একটি একটী বন্দীকে ধরিয়া অপরি-চিত ব্যক্তি ছিদ্র মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দিল। ক্রমে ৫টী বাহির হইল।" "ঘরে কে আছে, শীঘ্র এস" শব্দ নাই। চোর (ইঁহার পরিচয় এইরূপেই হইয়াছিল আর কোন পরিচয় অদ্যাপি পাই নাই—অতএব এনাম এখনও ব্যবহার করা যাইতে পারে) সিঁদের ছিদ্রে মুখ দিয়া বহিঃস্থ বন্দীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গৃহে কয় জন ছিলে?"—পাঁচজন।"—"আরও যে লোকের কলরব শুনি;—"তাহারা ভিন্ন প্রকোষ্ঠে;"—"দ্বার নাই?" সম্মুখে আছে—তথায় সিপাহীরা নিদ্রিত আছে।"

চোর একটী দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া গৃহ-বহির্ভূত হইল। বন্দীদিগকে অনু-বর্ত্তী হইতে কহিয়া এক বৃক্ষতলে উপনীত হইল। তথায় তাহাদিগকে

কিয়ৎক্ষণ থাকিতে কহিয়া অপর বন্দীদিগকে আনিতে গেল। বন্দীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া অন্ধকারে বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়াও উপস্থিত মুক্তিদাতাকে সানন্দে বিদায় দিল। সমদুঃখীর সহানুভূতি অধিক। কিঞ্চিৎ বিলম্বে মুক্তিদাতা (এক্ষণে এ নাম দূষণীয় নহে) ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল "সিপাহীরা জাগরিত হইয়াছে, প্রাণপণে সম্মুখে দৌড়াও, দূরে কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়া অপর বন্দীদিগকে মুক্ত করিব।" বন্দীরা যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিল, অপরিচিত ব্যক্তি অনুসরণ করিল। প্রতাপগড়ের রাস্তার একটী পুলের নীচে উহাদিগকে রাখিয়া কহিল "কষ্টে নিঃশব্দে থাকিবে। সিপাহীরা নিকটে আসিলে সাবধানে থাকিবে, আমি আসিতেছি—আমার শব্দ চিনিয়াছ ইঙ্গিতে বাহির হইবে।" ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে ফিরিয়া গেল।

ক্রমে সিপাহীদের কলরব শুনা যাইতে লাগিল, বৃষ্টি কিছু স্থগিত হইল, অন্ধকার বাড়িল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল। কতিপয় অশ্বারোহী পুলের দিকে আসিতে লাগিল, বন্দীরা ভয়ে নিস্তব্ধ। অশ্বারোহীরা পুলের উপরে দাঁড়াইল। তাহাদের আস্ফালন, অবাচ্য গালি বর্ষণ ও ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞাবলম্বন শুনিয়া বন্দীগণ হতাশ হইয়াছেন—বিপদ মস্তকে, স্রোতের জল নিম্নে, শীতল বায়ু দুই পার্শ্বে বহন করিতেছে। তাহাতেও বন্দীরা এক প্রকার আশায় আছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে যে বিদ্যুদালোক হইতেছে তাহাতেই ভয়, পাছে তাঁহারা দৃষ্ট হয়েন। যদি আয়ত্ত হইত, তাঁহারা বিদ্যুৎ নিবাইবার জন্য স্রোতের জল সেচন করিতেন।

একদল সিপাহী আসিয়া অশ্বারোহীদিগকে কহিল কোন এক দুষ্ট আসিয়া তাবৎ বন্দীগণকে ছাড়িয়া দিয়াছে, বন্দীরা অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। অনুসন্ধানে প্রায় সকলকে পাওয়া গেল, কেবল সেই দুষ্ট ও ১০ জন বন্দীকে পাওয়া যাইতেছে না। 'ইস্‌লাম' দেখিয়াছে এই রাস্তার দিকে জন কয়েক আসিয়াছে। দুষ্ট দক্ষিণ দিকে পলাইতেছে দেখা গিয়াছে, ৫ জন সিপাহী তাহার অনুসরণে আছে। এই দিক রক্ষার্থ এই সিপাহী দল প্রেরিত হইয়াছে। পুলস্থ অশ্বারোহীগণ কহিল পুল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা গিয়াছিল এদিকে কেহ নাই, তবে অগ্রসর হইয়া প্রতাপগড় ও গঙ্গার রাস্তা আবদ্ধ করা শ্রেয়—হয়ত তাহারা এতক্ষণে পলাইল। সঙ্কল্প শুনিয়া বন্দীরা এক প্রকার আহ্লাদিত হইল। পরক্ষণে একজন সিপাহী

কহিল "এই পুলটী দেখা হইয়াছে?" বন্দীরা কম্পমান। ভাগ্যে অশ্বারোহী কহিল "আমরা এখানে দাঁড়াইয়া, এখানে কি সাহসে আসিবে?" সিপাহী কহিল "তথাপি দেখা উচিত।" এমন সময় বৃষ্টি আসিল—"বৃষ্টির জন্য হউক—আলস্য বশতঃ হউক—আপনার গৌরব রক্ষার জন্যই হউক, অথবা বন্দীগণের সৌভাগ্য প্রযুক্তই হউক, অশ্বারোহী কহিল "চল আগাড়ী যাই, আমাদের অপেক্ষা তোমরা কি চালাক যে আমাদের চৌকীর ভিতর বন্দী বাহির করিতে পারিবে? চল।" সকলে চলিয়া গেল, বন্দীরা নিঃশঙ্ক হইল।

ক্ষণেকের মধ্যে সেই মোচনকারীর স্বর কর্ণগোচর হইল। বন্দীগণ তাহাকে সিপাহীদের কথা কহিল। মোচনকারী দক্ষিণ দিকে স্রোত পথ দিয়া চলিল, দুই ধারের গ্রামাদি একরূপ তাহাদের অন্তরাল হইল। নচেৎ অনুসরণকারী সিপাহীরা নিকটে নিকটে সন্ধান করিতেছে শব্দে জানা গেল। জলের শব্দে একজন সিপাহী অগ্রসর হইল; বিদ্যুদালোকে দূর হইতে পলায়নকারীদিগকে দেখিয়া দৌড়িল; বন্দীরা জল হইতে উঠিয়া গ্রামের পথে চলিল। সিপাহীরা জল পথে অনুসন্ধানে ব্যস্ত রহিল। গ্রামের কাছে কাছে গিয়াছে, এমন সময় আর একদল সিপাহী বিদ্যুদালোকে দেখিয়া দৌড়িল। মোচনকারী বন্দীগণকে লইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক দৌড়িয়া সিপাহীদের নিকটবর্ত্তী এক ঝোপের আড়ালে বসিল, যখন দ্বিতীয়বার বিদ্যুদালোক হইল, সিপাহীরা অগ্রসর হইয়া গিয়া সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া আরও অগ্রসর হইল। ইত্যবসরে বন্দীগণ এক সন্ন্যাসীর আকড়ায় আসিল। অসাড় অঙ্গ সকল অগ্নিসেবনে সতেজ হইল। মোচনকারী কিছু মুদ্রা না দিলে সন্ন্যাসী আশ্রয় দিত না।

প্রতাপগড়ের রাস্তা হইতে এক শাখা দক্ষিণে গঙ্গাভিমুখে গিয়াছে, তাহারই অপর কূলে এলাহাবাদ। গঙ্গাতীর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে এক বৃক্ষতলে প্রহরেক রজনীতে এক লোমহর্ষণ ব্যাপার হইতেছিল। পূর্ব্বে যে ঘটনাদি বিবৃত হইয়াছে তাহার পাঁচ দিন পরে ও সেস্থল হইতে দ্বাদশ ক্রোশ ব্যবধানে এই ব্যাপার হইতেছিল। একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে ভীষণমূর্ত্তি অস্ত্রধারী সিপাহীরা কোন বিশেষ কার্য্যে অভিনিবিষ্ট আছে। এক পার্শ্বে কয়েকটী রমণী বাঁধা রহিয়াছে। রমণীরা সিপাহীদের কাছে কোন বিশেষ অপরাধ করিয়াছে, এজন্য একটিকে বন্ধ-

নোন্মুক্তা ও বিবস্ত্রা করিয়া সম্মুখে আনা হইল। লজ্জাস্কর অবমাননা ও অত্যাচারের পর তাহার দণ্ড আদিষ্ট হইল। অমনি জনৈক সিপাহী বন্দী-গণের বস্ত্র হরণ করতঃ বধ্য রমণীর অঙ্গে কসিয়া জড়াইয়া দিল। পরে ২।৩ জনে ধরিয়া তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিল এবং লগুড় দ্বারা চাপিয়া ধরিল। আর একজন সিপাহী সগর্ব্বে বন্দীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল—"ইস্‌সে জেয়াদা সাজা তোম লোক্‌কা ওয়াস্তে হায়্—অভি দেখেগা সিপা-হীকা হাত্‌সে ভাগ্‌না কেইসা হায়।"—বন্দীরা নীরব। ইহার অপেক্ষা গুরুতর সাজার নামে হৃৎকম্প হইতেছে। চক্ষের অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে, ওষ্ঠাধরের নীরসতা প্রযুক্ত ঘন ঘন জিহ্বা বাহির হইতেছে আর হৃদয়ে যে ভাব হইতেছে তাহা বর্ণনার অতীত।

সিপাহীর বচন অলঙ্ঘ্য! বক্তৃতা শেষ হইলে আর একটী রমণী আকৃষ্টা হইল। যথারীতি অত্যাচারের পর একজন সিপাহী অসি দ্বারা তাহার বদনের দুই ছিলকা মাংস ও স্তনদ্বয় কাটিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। বধ্য অতীব যন্ত্রণার সহিত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সিপাহীরা বিকট আস্যে হাস্য করিতে লাগিল এবং যন্ত্রণাকালীন বিকৃত মুখের কিরূপ ভঙ্গী হইতেছে উত্তম রূপ দেখিবার জন্য একটী জ্বলন্ত কাষ্ঠ মুখের উপর ধরিল। সিপাহীরা দেখিয়া আরও উল্লাসে হাস্য ও মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। সিপাহী বন্দীদের দিকে জ্বলন্ত কাষ্ঠ দেখাইয়া কহিল "ক্যা মজা দেখ; সিপাহীসে ভাগ্‌না ক্যা মজা!" কথঞ্চিৎ আসুরিক আমোদ পরিতৃপ্ত হইলে যে ব্যক্তি দেদীপ্যমান কাষ্ঠ ধরিয়াছিল, বধ্যের মুখে তাহা ছোবড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। অমনি অপর একজন সিপাহী রহস্যভাবে কহিল—"ভায়া, ইস্‌কো মুখাগ্নি কিয়া, তব্ বৈতরণী করনা কেঁউ বাকি?" ইঙ্গিতে কতিপয় সিপাহী বধ্যের মুখে মূত্রত্যাগ করিল, আহত স্থল লবণাক্ত জল স্পর্শে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। আর বর্ণন অসাধ্য! সিপাহীরাও নৃশংসতায় অবসন্ন হইয়া তাহাকে তদবস্থায় ফেলিয়া অপর এক বন্দীকে আক্রমণ করিল। পাঠক-গণকে পরিচয় দেওয়া আবশ্যক যে এই সকল বন্দীর মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত এমি হেলেনা ও বিবি রেমণ্ড আছেন। ইহাঁরাই সেই পুলের নীচে ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে এমিকে আক্রমণ করা হইল।

যেমন এমির কেশাকর্ষণ করিবে—একটী সিপাহী ভূতলশায়ী হইল ও একটী বন্দুকের শব্দ হইল। সিপাহীরা চমকিত হইয়া শব্দান্বেষণে গেল।

বন্দীরাও চমকিত হইল, কিন্তু এ চমক ভয়ের নহে, আশার। সিপাহীরা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল; এবং কিয়ৎক্ষণ 'ইধার' 'ইস্তরফ' 'পাক্‌ড়ো' ইত্যাদি শব্দের পর এক জন সিপাহীবেশী বীর সহসা আসিয়া কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী এক সিপাহীর শিরশ্ছেদ করিয়া বন্দীদিগকে কহিল, "ভয় নাই—পিশাচদের দণ্ড দিতেছি।" আর এক জন সিপাহী সে বসিয়াছিল অস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া বীরের পাদোদ্দেশে আঘাত করিল। আঘাত ভূমে পড়িল—বীর কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সজোরে উপবিষ্ট সিপাহীর মস্তকে আঘাত করিল, সিপাহী পড়িল—বীর পলাইল। এতক্ষণে সশস্ত্র সিপাহীগণ আসিয়া বীরের অনুসরণ করিল। কিঞ্চিৎ পরে বীর অস্ত্র খেলিতে খেলিতে এবং সিপাহীরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে আসিল। বীর একাকী সিপাহী জন দশ, তথাপি, আয়ত্ত হওয়া দূরে থাকুক, সে দুই চারি জনকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে। বন্দীরা দেখিয়া মনে মনে ধন্য বাদ করিল এবং তাহাদের মোচনার্থ স্বর্গীয় দূত আসিয়াছে ভাবিল। কিন্তু অনবরত অস্ত্রাঘাতে ও শোণিত পাতে বীরের হস্ত হইতে অস্ত্র খসিল ও সিপাহীদের অস্ত্র তাহার অরক্ষিত অঙ্গের উপর পড়িল—বীর নির্জীব হইয়া ধরণীশায়ী হইল।

পর দিবস রজনীতে সিপাহী দল ও বন্দীগণ ঐ স্থল হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে এক কুটিরের সম্মুখীন বৃক্ষতলে ঐরূপ প্রজ্বালিত কুণ্ডের পার্শ্বে রহিয়াছে। বৃক্ষশাখায় এক জন পুরুষ লম্বমান। সিপাহীরা কুটিরের চাল ভাঙ্গিয়া ঐ লম্বমান পুরুষের নিকট অগ্নিস্তূপ করিতেছে। এক এক বার তাহাকে অকথ্য গালির সহিত শাসন করিতেছে। ঐ সকল কথায় বুঝা গেল ঐ ব্যক্তি সেই মুক্তিদাতা চোর। সে আরও কয়েকটী বন্দীর সহিত নিকটে আসিয়াছিল—কুটিরের বন্দী বাহির করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে সিপাহীরা তাহার অনুসরণ করে এবং এক গৃহস্ত বাটী হইতে তাহাকে ও তদাশ্রয় প্রাপ্তা বন্দীগণকে ধরিয়া আনে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্দীগণ অগ্নির আলোকে মুক্তিদাতাকে ও ভিন্ন প্রকোষ্ঠবাসী বন্দীগণকে চিনিল ও যুগপৎ হর্ষ বিষাদে মগ্ন হইল।

বর্ষাকালীন সজল পর্ণাদি আবরণে অগ্নির আলোক মন্দীভূত হইলে—বধ্য পুরুষ দাহক্রীড়ার প্রাক্কালীন ধূম সমূহে প্রধূমিত হইলে, সহসা অগণ্য বৃষ্টি নিরস্ত্র সিপাহীদের মস্তকে পড়িতে লাগিল। কেহ ভূতলশায়ী হইল—

কেহ অস্ত্র ধরিল এবং যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আততায়ীরা সিপাহীদিগকে পরাস্ত করিল। এক জন আসিয়া বধ্য পুরুষকে সযত্নে বৃক্ষ হইতে নামাইল। অঞ্জলীবদ্ধ জল তাঁহার মুখে দিয়া তাঁহার চেতনা করাইল—এবং অবশেষে চুপি চুপি তাঁহাকে কি কহিয়া এক থলি মুদ্রা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বন্দীগণ কেবল মাত্র শুনিলেন—"এলাহাবাদে" তাঁহারা কায়মনোবাক্যে আপনাদের ও মুক্তিদাতা পুরুষের অদ্ভুত পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

ষোড়ষ অধ্যায়।

—————

(বিদ্রোহব্যাপ্তি—এলাহাবাদের হীনাবস্থা—কর্ণেল নীল।)

পাঠকগণ যতক্ষণ কাণপুর বিদ্রোহে অভিনিবিষ্ট আছেন তাহাতে সহসা বোধ করিতে পারেন বিদ্রোহ এই স্থলেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু যদিচ কাণপুর হত্যাটী বিদ্রোহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ঘটনা—অন্যান্য স্থলও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল না। কাণপুর-বিদ্রোহের সংবাদ ২ দিবস মধ্যে পঞ্জাব ও অযোধ্যায় নীত হইল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ৮ই জুন তারিখে জলন্দর সৈন্য উত্থান করিয়া সশস্ত্র ফিলোরের সৈন্যের সহিত মিলিত হইল এবং অবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করিল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা জন লরেন্স দৃঢ়-হস্ত ছিলেন—তিনি এই সহসা সমুত্থান দমন করিতে না পারুন তদবধি তিনি বিলক্ষণ সতর্ক হইলেন। মুলতান ও পেসোয়ারের সেনা সমুত্থিত হইতে না হইতে তাঁহার কর কবলিত হইল। তিনি আজ্ঞা দিলেন সমগ্র হিন্দু মুসলমান সিপাহীর অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়—এবং বিদ্রোহী সিপাহীকে সশস্ত্র ধরিয়া দিলে ১০ টাকা পুরস্কার পাইবে। ইহাতে পঞ্চনদী রাজ্য বিদ্রোহ কালে সুশাসিত রহিল।

তদ্রূপ আগ্রার কলবিন সাহেবও স্বীয় প্রদেশ সুশাসিত রাখিয়াছিলেন। তদ্রূপ সুশাসন অন্যান্য স্থলে ছিল না। ঐ ৮ই জুন তারিখে সেনাপতি বার্ণার্ড সাহেব প্রভুভক্ত সিপাহী লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিতে যান—সিপাহীরা সুদিল্লীর পথে আসিয়াই বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইল।

ঐ ৮ই জুন তারিখে—অযোধ্যাতেও নূতন বিদ্রোহ কুণ্ড প্রজ্বলিত হয়—গোরক্ষপুর ও দিজাবীদের সিপাহীরা উত্থিত হইয়া মিলিত হইল। হিন্দু প্রধান বশতঃ তথায় বিশেষ কোন অত্যাচার হয় নাই। ইউরোপীয়গণকে কিছু কিছু অর্থের সহিত বিদায় দেওয়া হইল। সুবাদার সেনাপতি হইল এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তি ক্রমশঃ পদোন্নতি পাইল। সাহেবদের ফেটীং চড়িয়া সেনাপতি বেড়াইতে বাহির হইলেন—ব্যাণ্ড পুরাতন গান করিতে লাগিল—"ঈশ্বর মহারাণীকে রক্ষা করুন।"

এলাহাবাদে সর্ব্বাপেক্ষা অরাজক ব্যাপার ঘটে। কাণপুর বিদ্রোহের পর দিবস অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন তারিখে তথায় সম্পূর্ণ বিদ্রোহ হয়। ১৬। ১৭ দিন পূর্ব্বে একবার বিদ্রোহের আশঙ্কা হইয়াছিল—কিন্তু চুনার হইতে ৬৯ জন বৃদ্ধ সেনা (ভেটেরেন) আনীত হইয়াছিল বলিয়াই হউক—আর বিদ্রোহীদের সুবিধা হয় নাই বলিয়াই হউক, এতদিন এলাহাবাদ শান্ত ছিল। এই শান্তি তত্রত্য সিপাহীগণের প্রভুভক্তির ফল বিবেচনায় ইউরোপীয়েরা ৬ই জুন তারিখে সিপাহীগণকে সসজ্জ করাইয়া গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিবার কল্পনা করিলেন। এক দিকে কাণপুরের সংবাদে সিপাহীগণ উল্লসিত—আবার ইউরোপীয়গণের তোষামদে স্ফীত হইয়াছে আর কি? বারুদে অগ্নি পড়িল—সিপাহীরা বিদ্রোহীভাবে দিল্লী প্রস্থান করিল। ব্যাণ্ড যথারীতি "ঈশ্বর মহারাণীকে রক্ষা করুন" গাইতে লাগিল। সুখে সিপাহীরা বাদশাহের জয় চাহিতে লাগিল।

এই ঘটনায় তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া উঠিল। সিপাহীরা হত্যা, লুঠ নানাবিধ অত্যাচারে উদ্যুক্ত হইল—রেলওয়ে ষ্টেশন টেলিগ্রাফ আদির প্রতি তাহাদের বিশেষ রাগ ছিল। ইউরোপীয়েরা হত আহত ও দূরীভূত হইল। তাহাদের আবাস লুণ্ঠিত, ভগ্ন ও অগ্নি দ্বারা প্রজ্বালিত হইল। কেহ কুক্কুর রক্ষকের অন্তঃপুরের মহিলা বেশ ধরিয়া, কেহ অশ্বপুরীষ পুঞ্জের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণ বাঁচাইল। দেশীয় ভৃত্যগণ ইউরোপীয় প্রভুগণের প্রাণ রক্ষার্থ অদ্ভুত উপায় সকল অবলম্বন করিয়াছিল। কোন স্থলে এক ইউরোপীয়া মহিলা অন্তঃস্বত্বাপ্রযুক্ত পলায়নক্ষমা হইলে ভৃত্যগণ আপন কুটুম্ব বলিয়া তাঁহাকে শবের ন্যায় স্কন্ধে করিয়া "রাম রাম সৎসহায়" বলিতে বলিতে কেল্লার মধ্যে লইল। এরূপ উপায়েই যে সকলের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল তাহা নহে। যদি কোনরূপে সিপাহীরা সন্ধান পাইত, আশ্রিত ও

আশ্রয়দাতার সমূহ দণ্ড দিত। একটী কুটিরে এক পীড়িত সাহেব ও তাহার পত্নী লুক্কায়িত ছিল। সিপাহী আসিয়া যেমন তরবারী দ্বারা সাহেবকে ছেদন করিতে যাইবে, পতিব্রতা রমণী অসির সম্মুখে পড়িয়া অগ্রে নিজ প্রাণ দিতে সচেষ্ট হইল ও অনুনয় করিল। ঐ রমণী যুবতী, তাহাকে সহসা মারা দুষ্ট সিপাহীর অভিপ্রেত নহে। পাষণ্ড তাহার পতিভক্তির উপহাস করিয়া তাহার পতির উরুদেশ হইতে এক খণ্ড মাংস কাটিয়া উষ্ণ-শোণিত সহ রমণীকে খাওয়াইয়া দিল! নৃশংস!

এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া ইউরোপীয় ও শিখ সেনা-গণও বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়াছিল। মদমত্ততা, অপহরণেচ্ছা, প্রতিহিংসার সহিত যোগ দিয়া এলাহাবাদকে লণ্ডভণ্ড করিল। শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, যে যেরূপে পারিল, লুঠ ও অত্যাচার করিতে লাগিল। সহরের অর্দ্ধাংশ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইল। এমত সময়ে ৫ দিবস পরে কর্ণেল নীল সাহেব বারাণসী হইতে আসিয়া অরাজকতা জনিত অত্যাচার সমূহ বন্ধ করিলেন। শত শত ব্যক্তি কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক বধ্য কাষ্ঠে লম্বমান হইল। এইরূপে এলাহাবাদ নগর বিদ্রোহীদের এক প্রধান বধ্য ভূমি হইল।

কর্ণেল নীল একজন বিখ্যাত সৈনিক। তিনি কলিকাতা হইতে কতি-পয় ইউরোপীয় সেনাসহ পশ্চিমপ্রদেশে প্রেরিত হয়েন। হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলেন রেলওয়ে ট্রেণ প্রস্থানোন্মুখ, তাঁহার সেনাদল এখনও পৌছে নাই। ষ্টেসন মাষ্টারকে অনুরোধ করাতে অনেকক্ষণ ট্রেণ বন্ধ রহিল। অধিক বিলম্ব হওয়াতে ষ্টেসন মাষ্টার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যেমন ট্রেণের প্রস্থানাজ্ঞা দিতে যাইবেন কর্ণেল নীল তাঁহাকে ভিত্তিপার্শ্বে বাহু দ্বারা আবদ্ধ রাখেন এবং যখন তাঁহার সেনা গাড়ীতে উঠিল তখন তাহাকে মুক্তি দেন। এই রূপ উপায় না করিলে তিনি বারাণসীর গোলো-যোগ নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন না। তাঁহার শুভাগমনে এলাহাবাদ বিদ্রোহীর হস্ত হইতে মুক্তি পাইল এবং বিদ্রোহ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতে পাইল না।

বঙ্গদেশেও স্থানে স্থানে সিপাহীরা ধনাগার লুঠ, কারাবন্ধন মোচন ও দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার করিয়াছিল বটে, সাহেবেরা ভয়ে পলায়ন করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু সিপাহীরা প্রজ্জলিত বিদ্রোহ শিখার সহিত সংযুক্ত হইতে না পাইয়া তাহা শীঘ্র শীতল হইয়া গেল। এমন কি মান্দ্রাজ ও বোম্বে

প্রদেশেও সিপাহীরা বড় বিশ্বস্ত ছিল না। তবে দিল্লী ও কাণপুর ও তত্তৎ-প্রদেশ ইংরাজ শাসন বহির্ভূত হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

(রোগীর প্রলাপ—পরিচয়।)

এলাহাবাদে একটী সামান্য গৃহ মধ্যে রজনীতে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। আলোকে দেখা যাইতেছে, গৃহটী সুসজ্জিত নহে, কিন্তু অতি পরিষ্কার ও পরিপাটী। একটী সামান্য খাটে একটী সিপাহী শয়িত আছে, আকারে বোধ হয় অতি রুগ্ন। এক পার্শ্বে এক বেত্রাসনে একটী ইউরোপীয়া রমণী রোগীর সেবার্থ নিযুক্ত আছেন। অপর পার্শ্বে একটী বাঙ্গালী যুবা। তিনিও বোধ হয় ঐ রোগীর সেবা করিতেছেন। বিবিটী ঘড়ি বাহির করিয়া গম্ভীর-ভাবে কহিলেন "১২ টা বাজিতে ১০ মিনিট আছে, ঔষধ কখন সেবন করা-ইতে হইবেক।" বাঙ্গালী যুবা কহিলেন "ঠিক ১২ টায়।"

বিবি। ডাক্তার কহিয়াছেন অদ্য রাত্রির জ্বর অধিক হইবে—যগ্ন নির্ব্বিঘ্নে হইলে ভয় নাই। আজ বিশেষ যত্নে থাকিতে হইবে।

যুবা। যত্নের ত্রুটী হইবে না। মেম! আপনি নিদ্রা যাউন, আমি এই রোগীর সেবায় বিলক্ষণ পটু আছি, সুখীও আছি।

বিবি। "আর আমি কি পাষণ্ড! যে বীর একাকী যুদ্ধে দশ সিপাহীর ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন—যিনি আমাদের জন্য এই অন্তিম দশাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্দিগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া আমি কি নিদ্রা যাইতে পারি। "এমন সদয় হৃদয়া রমণী রুক্ষ ইংরাজ জাতিতে আছে জানিতাম না।" যুবা উৎসুক নয়নে কহিলেন, "সত্য কহিতেছি মেম আপনার প্রতি আমার অতীব শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।"

মেম পুনর্ব্বার ঘড়ি দেখিয়া ঔষধ সেবনের উদ্যোগ করিলেন। রোগী ঔষধ সেবনে বীতনিদ্র হইয়া যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন—এবং অভক্ষ্য ঔষধ ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া বমন করিলেন। যুবা ধৌত করি-লেন এবং বলাধান জন্য কিছু সাগু প্রস্তুত করিতে গেলেন। পাঠকগণ

বুঝিয়াছেন? এই যুবাটী সেই চোর মুক্তিদাতা, রোগীটী সেই সশস্ত্র বীর যাহাকে সিপাহীরা মৃত বলিয়া রাস্তায় ফেলিয়া যায় এবং ঐ মেমটী আমাদের এমি। এমি প্রভৃতি বন্দীরা দ্বিতীয় রজনীর অত্যাচার হইতে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীগণের সাহায্যে মুক্ত হইয়া এলাহাবাদে আসেন! পথিমধ্যে বীর পুরুষের মুমূর্ষ দেহ পাইয়া সযত্নে আনিয়া চিকিৎসা করাইতেছেন। এই বাটীতে বিবি রেমণ্ড ও হেলেনাও আছেন, তবে রোগীর চিকিৎসায় এমি কিছু অধিক যত্নশীলা।

যুবা যখন গৃহান্তরে গেলেন—রোগী মোহাবস্থায় সোৎসাহ বক্তৃতা আরম্ভ করিল। "মাতঃ ভারতভূমি! আর তোমার যন্ত্রণা দেখিতে পারি না। তোমার কুসন্তানেরা বিদেশীয়ের প্রতি কি না অত্যাচার করিতেছে—সেই বিদেশীয়েরা আবার প্রতিহিংসায় কি না করিবে।" পরাধীনতায় তোমার জন্ম গেল, আবার যদি ভাগ্যে উত্তম প্রভু পাইলে কথঞ্চিৎ সুখ শান্তির আস্বাদ পাইলে, তোমার নির্ব্বোধ সন্তানেরা সে সুখ খুয়াইল, সে শান্তি হারাইল। মাতঃ! আমরা কি তোমার স্বাধীনতা দানের উপযুক্ত? আমাদের বুদ্ধি বল উন্নতি শুভ ইচ্ছা কৈ? হবে কিসে? যাহা ভাল ছিল হারাইয়াছি, এখন পূর্ব্বাবস্থা পাইতে সহস্র বৎসরের শান্তি চাই। আবার সময়ের উন্নতি সভ্যতা, শিখিতে আরও সময় চাই। এখন আমাদের শান্তিই প্রার্থনীয়। মাতঃ! বলে, অধর্ম্মে, তোমার জয় কখনই হইবার নহে। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে উপযুক্ত করিবেন তখন তখন—তখন।" রোগী পুনর্ব্বার মৃদু মৃদু কথা কহিতে কহিতে মোহ প্রাপ্ত হইল। এমি রোগীকে বিদ্রোহী সিপাহী বোধে ও তাহার দেশহিতৈষিতাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রোগী পুনর্ব্বার বক্তৃতা আরম্ভ করিল।

"মা আমি তোমার হীন বাঙ্গালী সন্তান, দুর্ব্বল সহায়হীন সম্বলবিহীন বন্ধুতাড়িত, রাজপ্রসাদচ্যুত, আমি কি করিতে পারি? আমার অপরাধ নাই আমি একাকী যথাসাধ্য শান্তির চেষ্টা করিয়াছি। অন্ধকারে অলক্ষ্যভাবে পাষণ্ড বিদ্রোহীগণের দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করেছি বিপন্ন ব্যক্তির মোচনে যথোচিত চেষ্টা করেছি, আর আমাহতে কি চাহ? আমি আর চাহি না. আমার কর্ত্তব্য করেছি, আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। মা! কোলে লও, কোলে, কোলে।" রোগী পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাগত। এবার এমি বুঝিলেন বীর বিদ্রোহী নহে।

মা গর্ভধারিণি! মা, আর কি তোমায় দেখিব? তোমায় দেখিবার জন্য এত দূর এসেছি। মা! আমি আর বাঁচিতে চাহি না—এরূপে মৃত্যু আমার সুখ। সুখ, সুখ? না মা, তোমায় না দেখে মরিলে সুখ কৈ? বাঁচিব, বাঁচিব নয়ত যে হৃদয় ক্ষোভে দগ্ধ হবে। মা তোমারও ভাগ্য মন্দ—আশৈশব দুঃখ-শোক,—মা এস সঙ্গে যাই। বাবাকে দেখিতে পেলেম না—হা! বৃথা জন্ম! মা! তুমি আমার মা, বাপ, সকলি। তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে ফেলে এসে কি এই দুর্দ্দশা হইল? এমন সুখের মরণ কালে মনে ব্যথা রয়ে গেল! মা! তোমার পদ্ম হস্ত গায়ে বুলাও, যন্ত্রণা ভুলি। মা! অপরাধ ক্ষমা কর হৃষ্ট চিত্তে বিদায় লই। মা! তোমা বৈ আমার কেহ নাই এ সংসারে এ ভারতে। কে আছে? কে আছে? আ আঁ।"

রোগী কি ভাবিতে লাগিল।

"না, না, না। মরণ কালে মিথ্যা কথা। নরকে যাব। এই যে হৃদয়ে আর একটী মূর্ত্তি রয়েছে। কেহ দেখে না—কেও জানে না। আমিত জানি তবে কেন গোপন করিব? প্রিয়ে! তোমার মূর্ত্তি আমাকে বিপদে, নির্জ্জনে, রোগে স্ফূর্ত্তি সুখ দিয়েছে। তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে আমি কি সুখ না পেয়েছি। আহা! কি মুখ, কি সহাস্য আবৃত্তি, কি মধুর ভাষা, কি স্নেহ দয়া, বিনয়, সরলতা!—প্রেয়সি! তোমার দাস আমি, তুমি কি জান আমার অনুরাগ কত? ইহজন্মেত তোমার প্রেম আকাশের চাঁদ—লোকে জানিলে হাসিবে। কিন্তু প্রিয়ে, হৃদয়ে প্রেম গোপন আছে। সেখানে কে উপহাস করিবে কে দেখিতে পাইবে? তুমিও জান না—না জানাই সুখ, জানিলে তোমার ঘৃণা হইবে এবং আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবে। যদি উপন্যাস পাঠে লোকের সুখানুভব হয় তবে কেন না আমি সুখানুভব করিব? আহা! কি কোমলাঙ্গ, এই যে সত্যই তুমি রয়েছ। না, না, না, মরা হবে না—মরিলে এ সুখ যাবে। যাবে? কেন যাবে? মনের লেখা কি যায়? গেলে আমিও বিলীন হইব। প্রিয়ে! এসো এসো, হৃদয় জুড়াও, একবার তোমার চাঁদ মুখ দেখে মরি—আঃ আলিঙ্গন, এত অনুগ্রহ, হৃদয় জুড়াল!"

রোগী এই সময় যেন প্রেমে গদগদ হইয়া নীরব হইল। যুবা উপস্থিত হইলেন এবং এমি তাহাকে রোগীর প্রলাপ বিবরণ বলিলেন। রোগী বিদ্রোহী নহে বাঙ্গালী এবং সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়া এমি পরিচয় দিলেন। পুনর্ব্বার প্রলাপ আরম্ভ হইল।

প্রিয়ে! বেঁচে কি হবে? তোমাকে কি দেখিতে পাইব?—দেখিলে কি হইবে তুমি কি চিনিবে?—চিনিলে কি আর আমাকে নির্দ্দোষী ভাবিবে? তাতেই বা কি? আমার গোপন প্রেম কি জানিতে পারিবে? জানিলেও কি ক্ষমা করিবে—সহ্য করিবে? দুরাশা! তা হলে কি এত দিন বলিতাম না। না, না, তবুত উপযোগী ভৃত্য বলে চিনিবে—সদয় সহাস্য বদনে চেয়ে দেখিবে—তাই সুখ!—আঃ একবার তাই হোক। মরি, সুখে মরি, তোমার সম্মুখে মরি—দেখিতে দেখিতে মরি।” রোগীর হস্ত পকেট উদ্দেশে প্রসারিত হইল এবং যেন একখানি পত্র লইয়া চুম্বন করিতে লাগিল, হৃদয়ে রাখিল—পড়িতে লাগিল। এমি ও যুবা প্রলাপ বাক্যে চমৎকৃত ও প্রীত হইয়াছিলেন।

রোগী পত্র পাঠ ভাবে কহিতে লাগিল “আহা কি সুন্দর লিপি, সুন্দর কথা, সুন্দর ভাব। ভদ্র রমণীর লেখাই কি এত মধুর, এত সরল, এত স্নেহময়। প্রেম নাই তবু এ যে প্রেমের ভাষা—এত কৃতজ্ঞতা ভালবাসা!—আমি কে? তোমার চাকর তোমার রক্ষক সেনা। তাতে তোমার এত শ্রদ্ধা অনুরাগ কেন? বাঙ্গালীকে এত দয়া?—আহা কি নাম তোমার “এমি” আমার আমার? এমি এমি এমি।” এমি প্রণয়িনী সমুদায় বিবরণ কৌতূহলী হইয়া শুনিতেছিলেন—শেষের কথায় সন্দেহ করিতেছিলেন। অবশেষে আপন নাম উচ্চারিত শুনিয়া লজ্জিত হইলেন, একবার যুবার পানে চাহিলেন—যুবাও এমির নাম শ্রবণে উপস্থিত রমণীই রোগীর প্রণয়িনী সন্দেহে এমির পানে চাহিলেন। এমি লজ্জাবনতমুখী হইয়া রোগীকে সাগু দিতে কহিয়া উঠিয়াগেলেন।

রোগী উৎসাহের সহিত কহিতে লাগিলেন—“এমি, এমি! অপরাধ ক্ষমা কর, পাছে দুর্দ্দান্ত হৃদয় গোপন কথা প্রকাশ করে, ভয়ে তোমায় পত্র লিখি নাই—পাছে তোমার পত্র হৃদয়ের প্রেমাগ্নি জ্বালায় তাই ঠিকানা বলি নাই—নচেৎ চারুচন্দ্র কি তোমায় ভুলিয়াছে?” এমি গৃহ বহির্ভূত হইয়া এ কথা গুলি শুনিলেন। যুবা “চারুচন্দ্র” নাম শ্রবণে ব্যস্ত হইয়া রোগীকে সম্বোধন করতঃ কহিল—চারু, চারু! ভাই ভয় কি? তোমার এমিই তোমার সেবা করিতেছেন—আর তোমার হেমচন্দ্র—আমায় চিনিতে পার?

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নানা সাহেবের রাজ্য—বাঙ্গালীর প্রতি ব্যবহার—হাবেলক—নানা সাহেবের পলায়ন।

নানা সাহেব কাণপুরের রাজা হইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন; শীঘ্র নগরে শান্তি প্রচার হইল। ইউরোপীয়গণ সকলেই বন্দী এবং তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার হইয়াছে, পাঠক জানেন। এক্ষণে বাঙ্গালীগণ, চতুর বাঙ্গালী, যাহারা ইংরাজের দক্ষিণ হস্ত তাহাদের কি হয়। নানা সাহেব দ্বাদশবর্ষাধিক পুরুষগণকে দরবারে আনাইলেন। তাহারা বিনয় পুরঃসর শান্তি চাহিল, বাঙ্গালী বাক্যের যন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত—চতুর বাঙ্গালী নানাকে বুঝাইল তাহারা রাজভক্ত, যখন যে রাজা তাহারই দাস। তাহাদের প্রাণনাশ করা পৌরুষ নহে—কিন্তু তাহাদিগকে রাখিলে কর্ম্ম কার্য্য সুন্দররূপে চলিবে। নানাও বুঝিলেন ভীরু বাঙ্গালীকে ভয় কি? বাঙ্গালী বাঁচিল।

ভয়ে যাহা হউক, বাঙ্গালী অন্তরে ইংরাজভক্ত। গোপনে গোপনে বাঙ্গালীরা নানা সাহেবের সেনাদল প্রভৃতির বিবরণ এলাহাবাদ ও অন্যান্য স্থলে লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। তদ্রূপ একখানি পত্র নানা সাহেবের হস্তগত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞ একজন হিন্দুস্থানীকে আনাইয়া পত্র পড়িতে দিলেন। হিন্দুস্থানী দেখিলেন উহা তাঁহার প্রতিবাসী বন্ধু বাঙ্গালীর হস্তলিপি। উহাতে ইংরাজ সেনা আনয়নের উপযুক্ত সময় বলিয়া বিবৃত আছে। এ কথা প্রকাশ হইলে লেখকের সর্ব্বনাশ, গোপন করিলে পাঠকের সর্ব্বনাশ। অতএব বুদ্ধি করিয়া কহিল—বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপ জানা নাই—রজনীতে পাঠ করা দুঃসাধ্য, পরদিন প্রাতে পড়িবে। রজনীতে লেখককে হিন্দুস্থানী সংবাদ দিল—লেখক তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসী বেশে, গাধা চড়িয়া এলাহাবাদাভিমুখে পলাইল। তাহার পরিবার ঐ হিন্দুস্থানীর অন্তঃপুরে রহিল। প্রাতে পত্র পাঠ শ্রবণে নানা সাহেব জানিলেন লেখক সপরিবার কাণপুরে নাই। ক্রোধে তাবৎ বাঙ্গালীকে আনিয়া কারারুদ্ধ করিলেন।

এদিকে কর্ণেল হাবেলক কতিপয় ইউরোপীয় সেনা লইয়া এলাহাবাদ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে কাণপুরে আসিতেছেন। অবশিষ্ট ইউরোপীয় বন্দীগণকে

উদ্ধার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। দিনে প্রায় ২০ ক্রোশ পরিক্রমণ করিতেছেন—কিসে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সংবাদ পাইয়া নানা সাহেব সিপাহীদল পাঠাইলেন। সিপাহীরা এদিক ওদিক যুদ্ধ করিয়া রাত্রি ৮ টার সময় ফিরিল। তৎক্ষণাৎ সেই মুক্ত অস্ত্রে কারাবদ্ধ ইউরোপীয়গণকে আঘাত করিতে লাগিল। কাহার মস্তক, কাহারও হস্তপদ, কাহারও শরীর দ্বিখণ্ড হইল। কাহারও বুট সহ পদ দেওয়ালে রহিল, শরীর ভূতলে ছিন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপ হত্যাকাণ্ডে রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর হইল। পরে কারাবদ্ধ বাঙ্গালীদের হত্যার পালা পড়িল। ক্লান্ত সিপাহী কহিল—"কালা বাঙ্গালীকো কাল কাটকে বাহির হোঙ্গে—একরাত রহনে দেও—আজ্‌ত থক্‌গিয়াহো।" বাঙ্গালীর প্রাণ এক রাত্রি রহিল। পর দিবস প্রাতেই ইউরোপীয় সেনা নিকটবর্ত্তী হইল। নানা সাহেব পলায়ন করিলেন—এবং সিপাহীগণ ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাহারা রজনীতে মরে নাই, তাহাদের প্রাণ নাশ আরম্ভ করিল। যখন দেখিল শত্রু উপস্থিত, আহত ব্যক্তিগণকে টানিয়া এক কূপে নিঃক্ষেপ করিল। তৎক্ষণাৎ হাবেলক সাহেব আসিলেন একটীও ইউরোপীয়কে বাঁচাইতে পারিলেন না দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বাঙ্গালীরা রক্ষা পাইলেন।

তদবধি নানা সাহেব কোথায় গেলেন কেহ জানে না—তাঁহার নামে কত নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ দণ্ড পাইল, অদ্যাপি তাহার যথার্থ তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। নানার পলায়নে বিদ্রোহ তেজোহীন হইল। কাণপুরে ইংরাজ রাজ্য পুনঃস্থাপিত হইল। জুন মাসের শেষে নাগপুরে বিদ্রোহ হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রসমিত হয়। ঝান্সির রাণী যুদ্ধে পরাভূত হইয়া আত্মঘাতিনী হয়েন। মৌ ও ইন্দোরের বিদ্রোহ সামান্য ব্যাপার। ইন্দোরের সেনা ৩৫ জন ইউরোপীয় হত্যা ও ৯৫০,০,০০ সার্দ্ধ নবম লক্ষ মুদ্রাপহরণ করতঃ আগ্রা যাত্রা করে, কিন্তু তথায় স্থান পাইল না। জুলাই মাসের শেষে বিদ্রোহীগণ আরা আক্রমণ করে; দানাপুরের ফৌজ তাড়াইতে আসিয়া পরাজিত ও পলায়নপর হয়। বক্সারের মেজর আয়ার আরা রক্ষা করেন। এই সময়ে কুমার সিংহ ও অমর সিংহ বিদ্রোহাধিপতি হন। যুদ্ধে অমর-সিংহের মৃত্যু হইল—কুমার সিংহ তাহা গোপন করিয়াও যুদ্ধ বেগ রক্ষা করিতে পারিলেন না—পলায়ন করিলেন। যাঁহারা অধিক চাহেন ইতিহাস পাঠ করুন, আমাদের প্রয়োজন কতদুর সিদ্ধ হইল দেখা যাউক। যাহাদের

বৃত্তান্ত ইতিহাস প্রকাশ করে নাই, তাহাদের কথা সমাপনই আমাদের কর্ত্তব্য।"

ঊনবিংশ অধ্যায়।

(প্রণয়ের পরিচয়—বিজয়কণ্টক—চারুর গ্রেপ্তার।)

একটী পরিচ্ছন্ন কুটিরে একটী বাঙ্গালী যুবার সমক্ষে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ইউরোপীয় বালিকা দণ্ডায়মানা। বালিকা ও যুবার প্রণয় কথা হইতেছে—বালিকাটী এমি এবং যুবা চারুচন্দ্র। উঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নানা প্রকারে আকর্ষণ জন্মিয়াছে—পাঠকগণ জানিয়াছেন। এই বার উঁহারা পরস্পরের প্রণয়ের পরিচয়ও পাইয়াছেন। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অবস্থাপন্ন বলিয়া যে প্রণয়ের ব্যাঘাত ছিল—বিদ্রোহের অভূতপূর্ব্ব ঘটনাচয়ে তাহা নিলীন হইয়াছে। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জাত্যভিমানকে পরাজয় করিয়াছে। একত্র সহবাস ও সহানুভূতি আর এক দিকে সাহস দিয়াছে। "আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নং।"

তথাপি প্রণয়ীরা সন্তুষ্ট নহে—মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট কথা চাই—বিশ্বাসের জন্য নহে—সন্দেহের জন্য নহে—শ্রুতি সুখ জন্য। এমি কহিলেন "চারু, আমার পিতা কাণপুরে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়াছি আমরা তথায় যাইব। চল, তোমার প্রাণদণ্ড ক্ষমা হইবে পিতা কহিয়াছেন।" চারু গম্ভীর শিরশ্চালন করতঃ কহিলেন "না হইলে বিশ্বাস নাই।"

এমি। "আমার পিতা ও বিজয়ই একমাত্র বিরুদ্ধ প্রমাণ তাঁহারা আমার এবং মাতা ও হেলেনার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না আর আমার প্রাণ থাকিতে তোমায়—"

চারু বাধা দিয়া কহিলেন "সরলে! তোমার প্রাণে রাজনীতির কি পরিবর্ত্তন হইবে? আর এ অধমের জন্যই বা তুমি ও কথা কেন কহ? আমার প্রতি তোমার দয়া থাকিলেই, আমি যেখানে থাকি সুখী থাকিব।" এমি কিঞ্চিৎ হেঁট বদন থাকিয়া, চারুর হস্ত ধারণ করতঃ কহিলেন "প্রিয় চারু! তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতেই হইবে। আমার বিলক্ষণ ভরসা আছে

তোমায় বাঁচাইব। তুমি তিনবার আমার প্রাণ, ধর্ম্ম, লজ্জা রক্ষা করিয়াছ আর আমি এমনি অধম যে তোমাকে ফেলিয়া যাইব? কখনই নহে।"

চারু কহিলেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি হাস্যবদনে প্রাণদণ্ড লইব, কিন্তু একটী ভিক্ষা, মরণকালে যেন ঐ মুখখানি দেখিতে পাই।" "তবে তুমি যেখানে যাইবে আমাকে লইয়া যাও" এমি সহসা বলিয়া ফেলিলেন। চারু কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইয়া কহিলেন "নীচ বাঙ্গালীর সহবাসে তোমার কি গৌরব, কি সুখ হইবে? অত অনুগ্রহ চাহি না, তোমার হৃদয় পাইলে আমার শত জীবন হয়।" এমি কহিলেন, "তোমাকে লইয়া যাইবার আমার আর এক উদ্দেশ্য আছে।" "কি?" এমি সলজ্জভাবে চারুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ও তাঁহার গ্রীবাদেশ ধরিয়া কহিলেন "যদি পাপার মত করিতে পারি তোমাকে জীবনের সহচর—"চারু আনন্দ মনে এমির মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন "প্রিয়ে যত কেন দুরাশা হউক না এই কথাটী শুনিতেই আমার জীবনের আশা ছিল, আজ জীবন সার্থক হইল।—কিন্তু ভয় হয় এখনি এ সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে। রেমণ্ড বংশে বাঙ্গালীর আশা বামনের চাঁদ ধরা।"

"স্বপ্ন!" এমি মৃদুস্বরে কহিলেন "স্বপ্ন! হৃদয়ের কথা কি স্বপ্ন? পিতা আমার প্রতি নির্দ্দয় নহেন, কেবল বিজয়ের কুপরামর্শে এরূপ হইয়াছিলেন—সে বিজয় নাই।" চারু এমিকে গাঢ় আলিঙ্গন করত আনন্দাশ্রু সহ বলিলেন "প্রিয়ে! তোমার অভয় দানে সাহসী হইয়াছি যেখানে বলিবে যাইব, আর কে আমাদের হৃদয়ের বিচ্ছেদ করে? বিজয় কণ্টক জগতে নাই।'

"বিজয় কণ্টক উপস্থিত" সহসা এই শব্দ প্রণয়ী যুগলের কর্ণগোচর হইল। এতক্ষণ উভয়ে পরস্পরের হৃদয় বেগ বোধ করিতেছিলেন, সুখে সপ্তম স্বর্গে ছিলেন—সহসা কাল সর্প দৃষ্টে লোকে যেমন চমকিত হয়—পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইলেন। লালা বিজয় সিংহ উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"ভাল মিলন বটে, বিজয় কণ্টকের বিচ্ছেদকারী কার্য্য দেখ" বলিয়া দুইখানি কাগজ দুই জনের হস্তে দিলেন। এমি, হেলেনা ও বিবি রেমণ্ডকে সত্বর বিজয় সমভিব্যাহারে কাণপুরে আসিতে রেমণ্ড সাহেবের আদেশ পত্র আসিয়াছে এবং চারুকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য ৮ জন সশস্ত্র সেনা ও পরওয়ানা উপস্থিত। তাহারা চারুকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—বিবিদের কথা কে মানে? এমি অন্ততঃ হেমচন্দ্রকে

সঙ্গে লইতে চাহিলেন, বিজয় তাহাকে জেব হইতে ৫০ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া কহিলেন "বক্‌সিস লেকে খুসী হোকে ঘর যাও।" হেমচন্দ্র ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। চারুর কি হয়—দেখিতে একাকী কাণপুরে গেলেন।

বিংশ অধ্যায়।

(বিজয়ের ঔদাস্য দস্যু সহায়—কৌশল—সিদ্ধি।)

বিজয় কোথা হইতে কিরূপে আসিল—প্রকাশ না করিলে পাঠক রুষ্ট হইবেন। বিজয় সংসারে বিরক্ত হইয়া যে রাত্রিতে অনুদ্দেশ হয়েন, পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে। অতি প্রত্যূষে বিজয় এক বনের মধ্যে গিয়াছেন। সহসা শুনিলেন এক জন কহিল—ভেড়ুয়াকো মারডালো ভালা কাপড়া হয়—রোপেয়াভি সাথ্ হোগা।" অমনি দুইজন লগুড় হস্তে উপস্থিত হইল। বিজয় নির্ভীক হইয়া কহিল "কে তোমরা—আমাকে মার, ক্ষতি নাই—আমার সমুদায় কাড়িয়া লও ক্ষতি নাই—তোমাদের কর্ত্তার কাছে আমাকে লইয়া চল।" পথিকের অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাহারা তাহাকে কর্ত্তার কাছে লইতেই সম্মত হইল। তাহার চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধিল—হস্তও বাঁধিল এবং ধরিয়া লইয়া বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ৩। ৪ ঘটিকার মধ্যে এক স্থলে দাঁড় করাইল। বন্ধনমুক্ত হইয়া বিজয় দেখিলেন—এক ভগ্ন মন্দিরে এক দীর্ঘ শ্মশ্রু ভদ্রাকৃতি প্রায় চত্বারিংশ বর্ষবয়স্ক পুরুষ বসিয়া আছেন। পার্শ্বে জন কয়েক পারিষদ। পুরুষের হস্তে একখানি বহি, চক্ষে চষমা। চষমা সরাইয়া বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দলপতি কহিলেন "ইসকা খবরা ক্যা?" ধৃতকারীরা পরিচয় দিল এবং কর্ত্তা বিজয়ের মনোবাঞ্ছা জিজ্ঞাসা করিল। বিজয়ের মনে জীবনের ভয় নাই, সুতরাং দস্যু ভয়ও নাই—তথাপি আপন পরিচয় দিয়া, দলপতির সদয় দৃষ্টি দেখিয়া অধিকতর বিশ্বস্ত হইয়া আপন অভিসন্ধি কহিল। বিজয়ের ইচ্ছা দস্যু দলপতিকে তাঁহার সহায় করিয়া এমি লাভ করেন।

কর্ত্তা। "উসকো লে আনেসে কাম হোগা?"

বিজয়। "নেহি উস্‌কা পেয়ারা এক আদমী হায়—উস্‌কো তদ্বাৎ করণা হোগা।"

বি। "চারুচন্দর—মীরটকা—এক বাঙ্গালী আদমী।" কর্ত্তা চসমা নাকে দিয়া পুস্তকের দিকে চাহিলেন—পরে কহিলেন;—"ভালা উন্‌দো-নোদকো লে আউঙ্গা—তোম দেখলায় দেও।" বলিয়া উভয় ব্যক্তির বিবৃত শুনিলেন—এবং কিরূপে বিজয় দস্যুদের দেখা পাইবে ও কথা চালাইবে বলিয়া দিলেন।

তদবধি বিজয় এমি ও চারুর সন্ধানে ছিল, না পাইয়া, রেমণ্ড সাহেবের সহিত মিলিত হন এবং এলাহাবাদে চারুর সহিত এমির অবস্থান অবগত করিয়া রেমণ্ডের মনে নানা কুতর্ক জন্মাইয়া ঐ দুই ভয়ঙ্কর পত্র অনায়ন করেন।

যে অবস্থায় বিজয় চারু ও এমিরে দর্শন করেন, তাহাতে তাঁহার কুতর্ক প্রবলীকৃত হইল। আবার যখন বিবি রেমণ্ড বা এমি চারুর জন্য অনুরোধ করেন রেমণ্ড সাহেব যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হন। বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী আবার রেমণ্ড পরিবারে সংযুক্ত হইতে দুরাশা করিয়াছে—এই এক অপরাধে চারুর শত প্রাণ দণ্ড দিলেও রেমণ্ড সাহেবের রাগ শান্ত হইবার নয়। সৈনিক নিয়মানুসারে চারুর বিচার আরম্ভ হইল। বিবি রেমণ্ড ও এমির অনুরোধে আর কিছু না হউক চারুর এই লাভ হইল যে ক্ষণমাত্রে ফাঁসি না হইয়া বিচার প্রথা আরম্ভ হইল। নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকেরা ভাবিতে-ছেন নির্দ্দোষী অবশ্যই মুক্তি পাইবে। কিন্তু বিচারালয়ে মিথ্যা প্রমাণ সকল করিতে পারে, বিশেষতঃ ক্রোধ প্রদীপ্ত রেমণ্ড ও হিংসা কুটিল্ল বিজয় যে বিষয়ের প্রমাণ তাহার তথ্যাতথ্যের বিচার অসম্ভব।

চারুর প্রতি এই কয়েকটী দোষারোপ হইলঃ—

১। বিদ্রোহীর সাহায্য প্রদান।

২। হত্যাকারী বিদ্রোহীর দলভুক্ত হওন—হত্যাস্থলে উপস্থিত হওন ও সাহায্য করণ।

৩। বিবি রেমণ্ডকে গুরুতর আঘাত করণ।

৪। কারাগার ও দণ্ড হইতে পলায়ন।

৫। কৌশল পূর্ব্বক এমির মনোহরণ।

প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধের প্রমাণ বিজয় সিংহ ও রেমণ্ড। ৩য় অপ-

রাধের প্রমাণ রেমণ্ড ও অপর কয়েক জন ব্যক্তি। ৪র্থ বহুতর ব্যক্তি। ৫। বিজয় সিংহ। চারুর পক্ষে বিবি রেমণ্ডই ৩ য় অপরাধের সাফাই প্রমাণ। এমি হেলেনা, বিবি রেমণ্ড ৫ ম বিষয়ের উত্তম সাফাই প্রমাণ। আসল কথা প্রকাশ করিলে অন্যান্য অপরাধ মোচন হইতে পারে এবং রেমণ্ড সাহেবের সাক্ষ্য কার্য্যকর হইবে না। তবে কেবল বিজয়ই বিষম অনর্থের মূল। সে মিথ্যা কহিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। বিবিরাও চারুর এই অবস্থা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, বিজয়ত জানেই।

এক দিবস রজনীতে বিজয় এমিকে কহিলেন, "এমি! আমি যাহা করিতেছি, কেবল তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষায়, তুমি কি চিরকাল নির্দ্দয় থাকিবে? তোমার জন্য উদাসীন হইয়াছি, দস্যুর আশ্রয় লইয়াছি, অভদ্র হইতেছি এবং নিষ্ঠুরও হইব, আশা তোমার প্রেম।" এমি মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিলেন, তথাপি চারুর প্রাণ রক্ষার্থ বিজয়ের মনস্তুষ্টি আবশ্যক বুঝিয়াছিলেন। এমি কহিলেন "প্রেম কি নির্দ্দয়তায় জন্মে, ভালবাসায় হয়!" "ভালবাসায় পাইলে কেন নির্দ্দয় হইতে হইবে।" বিজয় মুখ টিপিয়া কহিলেন।

এমি। আমি কি ভাল বাসি না?

বিজয়। তাহলেত আমি বাঁচি, তুমি যা বলিবে তাই করিব।

এমি। তবে চারুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিও না।

বিজয়। সাক্ষ্য কি, আমি চারুর প্রাণ বাঁচাইতে পারি আর প্রাণদণ্ড করাইতে পারি। যে যাহা বলুক চারুর বিরুদ্ধ কথা কেবল আমারই সৃজিত।

এমি। তবে কেন আমার মনে ক্লেশ দিতেছ?

বিজয়। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে বিবাহ করিবে, আমি কল্যই চারুকে বাঁচাইব। এমি আর ঘৃণা গোপন করিতে পারিলেন না, মুখ বিকৃত করিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেলেন। দ্বার হইতে কহিলেন "তোমা অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়।" বিজয় মনে মনে কহিলেন "বিজয় কণ্টক ভয়ানক। আমার আশ্রয় লও, গোলাপের ন্যায় শোভা পাবে, নচেৎ ক্ষতবিক্ষত হইবে।"

সেই রজনীতে এমি উপায় করিয়া চারুর কারাগার গবাক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া অনবরত অশ্রুপাত করিলেন। অশ্রু মোচন করিয়া চারু কহিলেন "এমি আজ তোমায় দেখিলাম এই আমার

সৌভাগ্য—কাল যে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে তাহার সন্দেহ নাই—বিজয়ের কথাই সকলে বিশ্বাস করিতেছে।” এমি কথঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, “ভয় কি? আমার সাক্ষ্য অনুরাগরঞ্জিত বলিলেও মাতার সাক্ষ্য তোমার পক্ষে অনেক উপকারী হইয়াছে। আর সহস্র অপরাধ স্থির হইলে তুমি যে কত ইউরোপীয় মহিলার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ তাহাতেই তোমার দণ্ডের ক্ষমা হইবে।” চারু কহিলেন “বৃথা আশা!” এমি কহিলেন আপীল করিবে—প্রমাণের অনেক গোলযোগ আছে।” চারু মৌখিক হাস্য করিয়া কহিলেন “সরলে! তোমার ন্যায় বন্ধু থাকিলে মৃত্যুকেও জয় করা যায়। তোমারই কৃপায় দিন কয়েক বাঁচিলাম—কিন্তু আমাকে রক্ষা করিবার উপায় নাই—একবার তোমার হস্ত দাও, স্পর্শ করে সুখী হই।”

এমি এক হস্তে রুমাল চক্ষে দিলেন, এক হস্ত গবাক্ষ মধ্যে প্রবেশ করাইলেন—চারু হস্ত লইয়া চুম্বন করিতেছেন এমত সময়ে সহসা বিজয়ের কণ্ঠশব্দ শ্রুত হইল “বিজয় কণ্টক জগতে আছে। এমি একি? আমি রেমণ্ডকে বলিয়া দিব।” এমি হস্ত লইয়া পলায়ন করিলেন—চারু যথোচিত কটু বাক্য শুনিলেন।

রজনীতে এমি চিন্তায় কাতর হইলেন—বিজয় বিনা চারুর প্রাণ রক্ষার উপায় নাই বুঝিলেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বিজয়ের গৃহে গেলেন এবং বিজয়কে কহিলেন যদি তিনি চারুকে রক্ষা করিতে পারেন তাঁহার প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। বিজয় কহিলেন “ভাল” “ভাল” লিখিয়া দাও, চারুর প্রাণ দণ্ড না হইলে, আমাকে বিবাহ করিবে!” এমি কহিলেন—“যদি তোমা কর্ত্তৃক চারুর প্রাণ রক্ষা হয় এবং তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর অগত্যা—(এমির কহিতে মুখ শুকাইল) যাহা ইচ্ছা হয় করিবে। তাহার আর লেখা পড়া কি, আমার কথায় বিশ্বাস নাই?” বিজয় কহিলেন “সভা ৮ টার সময় হইবে, তৎপূর্ব্বে তোমার ঘরে যাইব, প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিলে উচিত কার্য্য করিব—নচেৎ নহে।”

ঐ ৮টা অবধি এমি আপন গৃহে বিষম চিন্তা ও যন্ত্রণায় নিমগ্ন। যদি চারু বাঁচিলেন আর এমি—প্রতিজ্ঞায় নরকগামী হইল তাহাতে সুখ কি? যদি চারু মরিলেন, এমি প্রতিজ্ঞা এড়াইয়া কি সুখী হইবেন? না চারুকে বাঁচিতে হইবে। বিজয় কি এমির প্রতি এত নির্দ্দয় হইবে যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার জীবনের সর্ব্বনাশ করিবে। “অনুনয় বিনয়ে না পারি অব-

শেষে আপন প্রাণ দিব। তথাপি চারুকে মরিতে দিব না।" এমি ভাবিতে লাগিলেন। "চারু বাঁচুন মাতাকে দেখুন সুখে থাকুন।" এমি এই সুখ ভাবিতে ভাবিতে সুখে মরিবেন যে দিন বিজয় প্রতিজ্ঞা পূরণ চাহিবে, এমি এ দেহ রাখিবেন না। তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখিয়া ডাক্তারকে পাঠাইলেন ইন্দুর নাশ জন্য বিষ চাহিলেন, ডাক্তার দিলেন না। পরে এক পরিচারককে প্রভূত অর্থ দিয়া এক শিশি আনাইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিলেন যে দিন বিজয় প্রতিজ্ঞাপূরণ চাহিবে, পান করিবেন।

বিজয় উপস্থিত হইলেন, এমি অম্লান বদনে তল্লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিয়ৎক্ষণ রুমাল মুখে দিয়া থাকিয়া কহিলেন "তোমার কামনা সফল হইল, এখন আমার কামনা সিদ্ধ কর।" যেরূপ ভগ্ন নিরুৎসাহ স্বরে ঐ কথা উচ্চারিত হইল তাহাতে বিজয় বুঝিলেন মনোগত কথা নহে, তথাপি জয়ী বলিয়া আপানাকে গর্ব্বিত জ্ঞান করিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন চারুকে শমন ভবনে পাঠাইতেই হইবে নচেৎ নির্ব্বাসন। বিজয়ের সম্মুখে চারু কণ্টক থাকিবে না—এমি একক বিজয়ের হস্তগত হইবে। এত দিনের চেষ্টা, এতদিনের কৌশল সিদ্ধ হইবার উদ্যোগ হইল। এমি হস্তগত হইলেন, এখন রেমণ্ডের মত করিতে পারিলেই হইবে। তাহাও বিজয়ের অধ্যবসায় অসম্ভব জ্ঞান করে না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" বিজয় এমিকে বিবাহ করিবেন, নচেৎ সংসারে ফিরিয়া আসিতেন না। বিজয় হৃষ্ট মনে বিচার সভায় গেলেন।

সভায় চারুর পক্ষে বলা দূরে থাকুক—যাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড হয় তজ্জন্য বিজয় যত্নশীল হইলেন। অবশেষে সৈনিক সভার বিচার প্রচারিত হইল। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—১। বিদ্রোহীর সাহায্য দান স্পষ্ট প্রমাণ হইল না, ২। বিদ্রোহ কালে বিদ্রোহীর সহিত সহবাস, ইংরাজগণের বিরুদ্ধে উক্তি করা এবং বিদ্রোহীর অনুমতি পত্র লাভাদিতে—বিদ্রোহী দল ভুক্ত থাকা প্রতীয়মান। ৩। বিবি রেমণ্ডের সাক্ষ্যে তৃতীয় অপরাধ সপ্রমাণ হইল। ৪। দোষী যে নিজে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে, এমন নহে। তবে সে যে নিজে ইচ্ছুক ছিল তাহা ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে স্বাধীন হইয়াও কখন ইংরাজ শাসনে আইসে নাই। ৫ম অপরাধ এমির অনুরাগও বিজয়ের সাক্ষ্যে প্রকাশ। কিন্তু যেহেতু বিবি রেমণ্ডের সমক্ষে এরূপ হইয়াছে তাহাতে চারুর বিশেষ অপরাধ হয় না। কেবল ২য় অপ-

রাধের দণ্ডই প্রাণদণ্ড। কিন্তু অনেক গুলি ইউরোপীয় মহিলার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে—তদনুরোধে চারুর প্রাণ দণ্ড না দিয়া আজীবন দ্বীপান্তর আদেশ প্রদত্ত হইল।

এমি উদ্যোগ করিয়া জেনেরেলের কাছে আপীল করাইলেন। রজনী এক প্রহরে আপীলের আদেশ পাঠ জন্য সভা হইল। ঐ আদেশ প্রিয়তর হইতে পারে না। বিজয় দেখিলেন সৈনিক সভা এমি ও বিবি রেমণ্ডের অনুরোধে অনেক দয়া প্রকাশ করিলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তৎক্ষণাৎ জেনেরেলের কাণে কুমন্ত্রণা দিয়া এমন স্থবিধা করিল যে বিজয়ের আশা ফলবতী হইল। জেনেরেল কহিলেন—সৈনিক সভার বিচার অবৈধ হইয়াছে—বিদ্রোহীর দলভুক্ত বলিয়া একবার যাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, সহস্র উত্তম কার্য্য করিলেও সে দণ্ড অপনীত হইবার নহে। অতএব তিনি উপস্থিত বিচার রহিত করিলেন। সৈনিক সভা পুনর্ব্বার বিচার করেন—আর এই কারা পলায়িত ব্যক্তিকে যে ধৃত করিয়াছে, এই বিচারের যে প্রধান সহায়—সেই বিজয় যাহা চায় সেই পুরস্কার সৈনিক সভা দেন—জেনেরেলের বিশেষ অনুরোধ। বিচার পুনঃ আরম্ভ কল্য হইবে—আপাততঃ বিজয় কি পুরস্কার চাহেন জিজ্ঞাসিত হইল।

বিজয় ভাবিলেন এই তাঁহার আশা সিদ্ধির উপযুক্ত সময়। অতএব অনেক ভণিতা করিয়া কহিলেন—তিনি এমির হৃদয় লাভ করিয়াছেন—বিবাহের প্রতিজ্ঞা পাইয়াছেন—এক্ষণে রেমণ্ড সাহেব সম্মতি দিলে তাঁহার ও এমির আশা সফল হয়। রেমণ্ড সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী এমির সম্মতি বিষয় প্রতিবাদ করিলেন। চারুর আপীলের ফল শ্রবণে ব্যথিত হৃদয় হইয়া এমি অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। এই অবসরে বিজয় তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্র দেখাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিল। রেমণ্ড সাহেব অন্তরে কুপিত হইলেন, বিবি রেমণ্ড অবিশ্বাস করিলেন। তখন সকলের অনুরোধে রেমণ্ড সাহেবকে বলিতে হইল। এমির মত হইলে বিজয় তাহাকে বিবাহ করুক, তিনি বাধা দিবেন না। সৈনিক সভায় এই আদেশ লিপিবদ্ধ হইল এবং রেমণ্ডকে স্বাক্ষর করিতে হইল।

বিজয় এত দিন মনে করিয়াছিলেন—শ্রদ্ধানুরাগ উত্থাপন করিলেই এমি লাভ হইবে। তাহাতে হতাশ হইয়া—মানসিক স্নিগ্ধভাব অকার্য্যকর বুঝিলেন। কৌশলে, ছলে বলে বিবাহ করিতেই হইবে জানিলেন। তিনি

এমির হৃদয় চান না, দাম্পত্য সুখ চান না, বিবাহিত পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে চান। লাভ কি?—উচ্চ বংশের সংযোগে সাধারণের নিকট সমাদর প্রাপ্তি। এর জন্য বিজয় কি না করেছে? কি না করিতেছে ও করিবে। বিজয়ের মনে এতদূর কল্পনা হইতেছে যদি সহজে না হয়—দস্যু দ্বারা এমিকে লইয়া বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবে—পরে এই প্রতিজ্ঞা পত্র ও রেমণ্ডের অনুমতি বৈধ বিবাহের যোগাড় রহিল। সেই রজনীতে সেই সভা ভবনে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রেমণ্ড পরিবারও সেই ভবনে ছিলেন। অগ্নি কেহই নিবাইতে পারিল না—আবার তৎসঙ্গে দস্যুতা। প্রাতে দেখা গেল ভবনটী ভস্মাবশেষ। রেমণ্ড সাহেবের দেহ ছিন্ন মস্তক এবং এমি বিজয় ও চারুকে পাওয়া গেল না।

একবিংশ অধ্যায়।

(ডাকাইতের দুর্গ—বিজয়ের এমি লাভ—চারুর মৃত্যু)

মৃজাপুরের নিকটে গঙ্গার অতি সন্নিধানে সুন্দর প্রস্তরময় পর্ব্বত শ্রেণী আছে সেই পর্ব্বতের দুই তিনটী শাখা এক স্থলে মিলিত হইয়া মধ্যভাগে একটী ভয়ানক অধিত্যকা হইয়াছে। পর্ব্বত বনাকীর্ণ দুরূহ, ঐ অধিত্যকায় যাইবার পথ নাই, জল নির্গম পর্ব্বতের ফাটলা দিয়া হয় তদ্দ্বারা মনুষ্যের যাতায়াত অসাধ্য। তথাপি এক বৃহৎ দস্যুদল তথায় বাস করে। পর্ব্বতের উপর দিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া কতিপয় এঁকা বাঁকা পথ আছে, অপরিচিত ব্যক্তি তাহা চিনিতে পারে না। দস্যুরা পর্ব্বতের গায়ে ও বৃক্ষাদিতে ঐ পথের গতির চিহ্ন রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক বনাকীর্ণ হইলেও অধিত্যকাটী পরিপাটী রূপে পরিস্কৃত আছে। পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে বহুতর স্বাভাবিক ও খোদিত গুহা আছে, তাহাতে যেন চকমিলান বিস্তীর্ণ বাটী হইয়াছে।

উহার মধ্যে একটী বিস্তীর্ণ গুহা সুন্দর রূপে সুসজ্জিত, তাহার মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত কেদারা ও আলমারী সুবিন্যস্ত আছে, বোধ হয় সে সকল স্থাবর প্রস্তরে খোদিত। এইটী দস্যুদলপতির কক্ষ। সম্মুখে বিস্তীর্ণ স্থলে শিলাময় আসন বেষ্টিত এক সভা, এইটী দরবার। তৎসম্মুখে রেলাবদ্ধ এক

স্থল আছে, তাহা বোধ হয় বন্দীদের বিচার কালে দাঁড়াইবার স্থান। তৎ-সম্মুখে পর্ব্বতের গুহা গুলি লৌহ দ্বারা রুদ্ধ, ইহাই কারাগার। উভয় পার্শ্বে দস্যুগণের আলয় ঐ রূপ পর্ব্বত গুহায় মধ্যে দুই একটী বাগানও আছে, বধ্য কাষ্ঠও আছে। অধিত্যকাটী একটী নগর বলিলেও বলা যায়।

দস্যুপতির আকার বিজয়ের সহিত পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে ভক্তি করে কেবল কিছু অধিক সদয় বলিয়া নিন্দা করে। বাস্তবিক দস্যুপতির আদেশ আছে নিঃস্বম্বল অসহায় ব্যক্তি বা সহায়হীনা স্ত্রীলোকের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। এমন কি কখন কখন এরূপ ব্যক্তি দস্যু-পতি হইতে সাহায্যও পাইয়া থাকে। তবে যে লুণ্ঠন অত্যাচারাদি হইত না তাহা নহে, যতদূর সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা হইত। যে ধরা দেয়, এমন লোককে কারাগারে রাখা হয়, পলায়ন পর হইলে কখন কখন প্রাণদণ্ডও হইয়া থাকে। বিজয়ের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার হইয়াছিল পাঠক জানেন।

দস্যুপতি দরবারে বসিয়া আছেন এমত সময় কয়েকটী বন্দী উপস্থিত হইল। তাহাদেরই জন্য দস্যুপতি অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাদের সঙ্গে বিজয় সিংহ আসিলেন। বিজয়কে অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন এই কি তাঁহার সেই চারুচন্দ্র ও এমি? বিজয় শিরশ্চালনে প্রকাশ করিলেন—বটে। তখন চারুচন্দ্রের আপাদ মস্তক দলপতি এমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন যেন তাহার অভ্যন্তরের প্রত্যেক অংশ গণনা করিলেন। চারুও দস্যুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং সে কিভাবে দেখিতেছে ভাবিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ পুনরায় এমিকে দেখিলেন এবং দেখিয়া বিজয়কে কহিলেন এইত রমণী আনীত হই-য়াছে, যদি বিজয় চাহেন তাহার প্রাণ রক্ষা হয় এবং বিজয় তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। পরে চারুকে দলপতি মিষ্ট অথচ গম্ভীর ভাবে কহিলেন "ইয়ে বিবিকা সাথ্ তেরা পিয়ার হয়া? ইনবেগ সাদি করনে মাংতা?"

চারু ও এমি বিজয়ের সহিত কথা বার্ত্তায় বুঝিয়াছেন যে সকল কাণ্ড বিজয়ের যোগে হইয়াছে। অতএব নির্ভীক হইয়া কহিলেন "হাঁ।" দলপতি চক্ষু ঘুরাইয়া রোষ পূর্ণ বচনে কহিলেন "নেহিঁ হোগা। তু বাঙ্গালী ইয়ে খৃষ্টান আংরেজ ইস্‌কা সাথ্ সাদী ক্যা? ফের আমারা সামনে এই সি বাত্ কহেগা তো হাড় তোড়ে গা। শুন্ মেরা বাত্ শুন্ আপনা জান্ বাচায়কে ঘর্ যা এই, তামাসা কি বাত ন কহ—ধরমজী! ইসকো ছোড় দেও।" ধর

মজী চারুর বন্ধন মুক্ত করিলেন। চারু তত্রাপি দাঁড়াইয়া রহিল, এমিকে সাক্ষাৎ যমের হস্তে দিয়া কোথায় যাইবেন।

চারুর আচরণ দেখিয়া দলপতি রোষকশায়িত লোচনে বজ্রস্বরে কহিলেন —"লে তেরা নসীব বুরা হায়—আপনা ভালাই নেহিঁ মানা—দেখ্ তেরা কেয়সা হাল হোয়।" চারু পুনর্ব্বার রজ্জুবদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষেপ আদেশ পালন জন্য কয়েক জন দস্যু চক্ষের আড়াল করিল। দলপতি তদ্রূপ আক্রোশে এমিকে কহিলেন "কেঁউ, তু আপনা জান্ ও ইজ্জত্ রাখোগী ইয়া বরবাত দেওগী ?—মেরা হুকুম শুনো ও বিজয়কো সাদি করো হাম্ তোম্‌কো ছোড় দেতাহুঁ।" এমি নিরুত্তর, ভয় অপেক্ষা বিজয়ের প্রতি অধিক ঘৃণা করিতে লাগিলেন। রক্ষক এমির বন্ধন মোচন করিল এবং বিজয় এমিকে তোষণ করিতে আসিলেন। এমি বিজয়ের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন দলপতি এমত হুঙ্কার স্বরে ভৎর্সনা করিলেন যে এমির অশ্রুস্রোত শুকাইয়া গেল, তিনি চমকাইয়া ধরাশায়ী হইলেন। বিজয় হাত ধরিয়া তুলিলেন, বুঝাইলেন। এমি কিঞ্চিৎ চেতনা পাইয়া বিজয়ের হাত ছাড়িয়া বসিলেন, এমত সময় রক্ষকেরা চারুকে পুনরায় লইয়া আসিল—বোধ হয় দলপতির ইঙ্গিত ছিল কারণ রক্ষীরা মিথ্যা করিয়া চারুকে মাপ করাইবে বলিয়া আনিল। চারু কিন্তু স্পষ্ট কহিলেন দস্যুর হস্তে কে প্রাণ আশা করে ? আর প্রাণ অপেক্ষা সংসারে, মনুষ্যের নিকট হইতে আর কি আশঙ্কার বিষয় আছে ? কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে কদাপি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমাকে ছাড়িবেন না। দস্যুপতি অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া কহিলেন "লেজাও ইসকো উও ঘরমে বন্দ্ করো এক রোজমেঁ ইয়াদ হোয়্ আচ্ছা নোহঁত কল্ উসকা শির হামকে দেখলাও।" বিজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ইয়ে, খোসামদকা জায়গা নেহঁ, লেও বিবিকো তোমরা ঘরমে লেযাও—হামারা ইঁহা এইসি সাদি হায়্।" দুইজন দস্যু এমিকে ধরাধরি করিয়া বিজয়ের গৃহে লইয়া গেল। চারু অপর এক ঘরে আবদ্ধ রহিলেন।

বিজয় নানা চেষ্টায় দেখিলেন এমিকে বশ করা দুঃসাধ্য—দস্যুরাও দেখিল চারুকে বশ করাও দুঃসাধ্য ; তখন বিজয় ও দস্যুপতি অন্যবিধ কৌশল দেখিতে লাগিলেন। বিজয়ের ইচ্ছা এমির সাক্ষাতে চারুর প্রাণদণ্ড হয়, কারণ তাহা হইলে চারুর প্রতি এমির প্রণয় কালে শুষ্ক হইয়া

যাইবে এবং বিজয় তাহাকে ক্রমে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। দস্যুপতি তদপেক্ষা বিবেচক ছিলেন, তিনি জানেন এরূপ ঘটনা হইলে এমি জানিবেন বিজয় কর্ত্তৃক চারুর প্রাণদণ্ড হইল এবং তাহাতে চিরকালের জন্য তাহার প্রতি ঘৃণা হইবে, তখন এমিকে বশ করা একেবারে দুঃসাধ্য হইবে। তিনি বিজয়কে উপদেশ দিলেন যে সে এমিকে জানায় যে এমির জন্য বিজয় দস্যুপতিকে অনুরোধ করিয়া চারু ও এমিকে ক্ষমা করাইতেছেন, এমি মুক্ত হইবেন—চারুও প্রাণ রক্ষা পাইবেন—এবং তাহা কর্ত্তৃক চারুর এই প্রাণ রক্ষা সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের পূরণ হইবে। পরে চারুর মনোবিকার উৎপাদন জন্য এমির মৃত্যু দেখাইতে হইবে—প্রত্যক্ষ দেখিলে সে উদাস হইয়া চলিয়া যাইবে—এবং তাহার বিচ্ছেদে এমিও অগত্যা স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবে। সহসা কাহারও প্রাণ বিনাশ করিলে অনর্থ ঘটিবে।

সেই সময় কারাগার মধ্যে অপর একটী বিবি বন্দী ছিল—তাহার সাংঘাতিক রোগ হইয়াছিল। চারুকে জানান হইল এমিরই রোগ হইয়াছে। রোগীর মৃত্যু হইল জনরব উঠিল—চারু বুঝিলেন এমির। তিনি অনেক অনুনয় করেন—রক্ষকেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় না। দস্যুদুর্গের যে দিক গঙ্গার তীরবর্ত্তী সে দিকের পাহাড় বিশেষতঃ এক স্থলে নিতান্ত অল্প বেধ যুক্ত। তাহা ভেদ করিয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বার দ্বারা আবদ্ধ আছে। দস্যুরা জল পথের লুট লইয়া সহসা এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করে—এবং কেহ পরলোক যাত্রা করিলে এই দ্বার দিয়া লইয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেয়—এই তাহাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া! যে দিন রোগীর মৃত্যু হয়—সেই দিন রজনীতে রোগীকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেল। ইঙ্গিতানুযায়ী চারুর রক্ষক যেন অমনোযোগে দ্বার খুলিয়া রহিয়াছে, ও চারু বাহির হইল দেখে নাই। চারু বুঝিলেন দৈবাৎ সুযোগ হইয়াছে অতএব চুপে চুপে বাহির হইয়া যে দিক দিয়া শববাহীরা যাইতেছে সেই দিকে গেলেন। শব জলের নিকট পড়িয়া আছে—দূর হইতে চারু জ্যোৎস্নালোকে ইউরোপীয় বেশ দেখিলেন। এমিই যে সেই শব যথার্থই দেখিলেন, অতএব উন্মত্তের ন্যায় যেমন তাহার দিকে ধাবমান হইবেন—বিজয় ইঙ্গিত করিলেন ও শববাহীরা শবকে জলে ফেলিয়া দিল। চারু শেষকালে প্রণয়িনীকে দেখিবার জন্য এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে তাহাকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন। ভাদ্র মাসের গঙ্গা জলস্রোতে কোথায় গেলেন কে দেখে? বিজয় আহ্লাদিত হইলেন।

অবিলম্বে সংবাদ পাইয়া দস্যুপতি (তাঁহার নাম রঘুবর সিং) নদী কূলে উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাবৎ দস্যু দল তথায় আসিল এবং ইহা প্রকাশ হইল যে সেই মহাপুরুষের পুত্র ঐ চারুচন্দ্র। চারুচন্দ্রকে অন্বেষণ জন্য ২।৩টী সিপাহী নৌকা প্রধাবিত হইল। দস্যুপতির অশ্রু কেহ কখন দেখে নাই, আজ তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনিতে সকলে অবাক্ হইল। তাহারাও দস্যুপতির বিপদ ও দুঃখ শুনিয়া দুঃখিত হইয়া অনেকে নদীকূলে সমুপস্থিত। এই সকল বন্দীর মধ্যে হেমলতা ও হেমচন্দ্র ছিলেন। কেহ কাহারও সংবাদ জানিতেন না। উহারা উভয়েই এই দস্যুপতি চারুচন্দ্রের পিতা শুনিয়া এবং চারুচন্দ্রের অত্যাহিত হইয়াছে শুনিয়া নদী তীরাভিমুখে গেলেন। পথিমধ্যে জ্যোৎস্নায় —পর্ব্বতোপরি হেমচন্দ্র হেমলতাকে দেখিলেন বোধ হয় চিনিলেন, চিনিয়াও চলিয়া গেলেন হেমলতা অবাক্ হইলেন—হেমচন্দ্রই বটে তবে কেন এরূপ ব্যবহার? তিনি ডাকিলেন "হেমচন্দ্র হেম, হেম—" হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "কলঙ্কিনি, তোমায় আর চাহি না।—তোমায় অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি আর কেন?" বলিয়া চলিয়া গেলেন। সহসা একটী শব্দ শুনিয়া দেখিলেন হেমলতা পর্ব্বত হইতে পড়িলেন। মৃত কলঙ্কিনী পরিত্যক্ত পত্নী দস্যু সঙ্গবাসিনীর অনুসন্ধানে হেমচন্দ্রের প্রয়োজন কি? প্রিয় বন্ধু চারুর উদ্দেশে গেলেন।

প্রথম উদ্বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে রঘুবর বসিলেন, সকলকে বসিতে কহিলেন এবং চারুর দেহের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চারু জীবিত থাকিলে তাহাকে লইয়া দেশে যাইবেন, নচেৎ এইখানেই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। ইত্যবসরে দুই জন দস্যু একটী বয়োধিকা বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রঘুবর পুনঃ ক্রন্দন করিলেন। অবিলম্বে প্রকাশ পাইল উপস্থিত বন্দী রঘুবরের স্ত্রী চারুর মাতা, তিনি বারাণসীতে আসিতেছিলেন, রঘুবর সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে এইখানে আনয়ন করিতে আদেশ দেন, যে চারুকে বিজাতীয় প্রেমবিযুক্ত করিয়া স্ত্রী পুত্র সহ ঘরে যাইবেন। এক্ষণে সকল আশা নির্ম্মূল! সুমতি (চারুর মাতা) দস্যু ভয়ে ভীতা ছিলেন—সহসা নিজ স্বামীকে পাইয়া ও পুত্রের অত্যাহিত শুনিয়া হর্ষ বিষাদে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে দস্যুদিগেরও অশ্রুপাত হইল।

ক্রমে রজনী শেষ হইল, চারুর সংবাদ নাই। সুমতি কিন্তু কহিলেন বারাণসীর নিকটে তাঁহাদের নৌকার নাবিক একটী যুবাকে জল হইতে

তুলিয়াছিল। যুবা তাহার প্রণয়িণীকে তুলিতে অনুরোধ করায় নাবিক একটী মৃত বিবিকে তুলে ও জাতিনাশ ভয়ে ফেলিয়া দেয়। তাহাতে যুবা পুনর্ব্বার জলে পড়িল—ও নাবিকেরা বিরক্তির সহিত নৌকা চালাইয়া দিল। এক রাত্রির মধ্যে অতদূর চারু ভাসিয়া যাইবে সন্দেহ হইল, তত্রাপি ভাদ্র মাসের গঙ্গা স্রোতে কিছু অসম্ভব নহে বিবেচনায়—কাশীরও নিম্নভাগে সন্ধান করিতে লোক প্রেরিত হইল।

পর রজনীতে সংবাদ আসিল, চারুর দেহ বারাণসীর ২।৩ ক্রোশ নিম্নে কূলে পড়িয়াছিল, দস্যুরা পাইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাবৎ লোক নদীকূলে গেল। মৃতকে বাঁচাইতে অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সকলই বিফল। অবশেষে চিতা সাজান হইল। তৎসঙ্গে দস্যুপতি ও তাঁহার স্ত্রী জীবন নাশ করিবেন সংকল্প করিল। তৎপূর্ব্বে দস্যুপতি সকলকে বসাইয়া আপন বৃত্তান্ত বলিতে প্রস্তুত হইলেন। বিজয় দস্যুপতির ক্রোধ আশঙ্কা করিতে ছিলেন—কিন্তু তিনিও এই বৃত্তান্তে আত্ম পরিচয় পাইবেন শুনিয়া ও দস্যু-পতির অভয় পাইয়া রহিলেন। শব চিতার উপর উঠিল এবং রঘুবর সিং আপন আশ্চর্য্য জীবন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

(রঘুবর সিংহের জীবনবৃত্তান্ত। গ্রন্থ সমাপন)

রঘুবর কহিতে লাগিলেন, "আমার প্রকৃত নাম প্রতাপচন্দ্র বসু—আমি বাঙ্গালী, বঙ্গদেশে বারাশত জেলান্তপাতী ইছাপুর গ্রামে আমার পৈতৃক আবাস। আমার পিতা একজন ধনশালী জমীদার ছিলেন। তাঁহার চারি সন্তান ছিল—মধ্যম আমি। বাল্যাবধি আমার বিষয় কর্ম্মে মন ছিল না—বাবু হইয়া বেড়াইতাম। সংসারে ঔদাস্ত থাকা আমি মহৎগুণ জ্ঞান করিতাম এবং মনুষ্যকে অবিশ্বাস করা মহা পাপ জানিতাম। পিতা আমাকে উত্তম ইংরাজী পড়াইয়াছিলেন—কিন্তু আমি কোন বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হই নাই। যখন আমার বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ, পিতার কাল হইল। আমার জ্যেষ্ঠ পশ্চিমে চাকরী করিতেন, চাকরী ছাড়িয়া পৈতৃক জমীদারীর

ভার লইতে আসিলেন না। আমার কনিষ্ঠদ্বয় লেখা পড়া বড় জানিতেন না, এজন্য আমাকে কার্য্যভার লইতে হইল। তাহাতে আমি আর কলিকাতায় থাকিতে পারি না—ইচ্ছামত বেড়াইতে পারি না—এক বৎসর পরে আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। আবার কনিষ্ঠেরা নানা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—জমীদারীতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পাইলেন। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের উপর বিষয় ভার দিলাম ও নিজ ব্যয়ার্থ মাসিক ২০০ টাকা লইলাম।

অনুজেরা জমীদারী লইয়া খরচ চলে না বলিয়া ক্রমে আমার মসহারা ৫০ টাকায় কমাইয়া আনিলেন—আমি তাহাতেও সন্তুষ্ট হইয়া আপন স্বেচ্ছায় ভ্রমণ ও পুস্তক পাঠে দিনপাত করিতে লাগিলাম। আমি সুন্দর বনের এক ধনী জমীদারের একমাত্র কন্যা সুমতিকে বিবাহ করিয়াছিলাম। তিনি পিত্রালয় ছাড়িতেন না, আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতাম। আমার সংসারে ঔদাস্য দেখিয়া আমার শ্বশুর আমার প্রতি হতাশ হইয়া এক পোষ্য পুত্র লইলেন। ক্রমে আমার অনুজেরা আমাকে ও আমার জ্যেষ্ঠকে বঞ্চনা করিবার জন্য জমীদারীর রাজস্ব বাকী করাইয়া নীলাম করাইলেন; একজন ধূর্ত্তের বেনামে কিনিয়া আপনারা রাখিলেন। আমার মসহারা বন্ধ হইল—আমি শ্বশুরের দত্ত মসহারায় দিন কাটাইলাম। মকদ্দমা করা আমার অভিপ্রেত নহে সুতরাং নিশ্চিন্ত রহিলাম। পরে শুনিলাম—ভায়ারাও ঠকিয়াছেন—বেনামীদার আদালতে সমুদায় বিষয় নিজের বলিয়া সাব্যস্ত করিল ও কাড়িয়া লইল। ভায়ারা ভবানীপুরে আমার আশ্রয়ে আসিলেন—আমিও তাহাদিগকে পোষণ করিতে লাগিলাম। অনুজের প্রতি কৃপা দেখিয়া আমার শ্বশুর, ভবানীপুরের বাসা উঠাইয়া, আমার মসহারা বন্ধ করিয়া—আমাকে কীর্ত্তিপুরে লইয়া গেলেন। কহিলেন তিনি প্রাচীন হইয়াছেন, আমা ভিন্ন তাঁহার বিষয় কর্ম্ম আর দেখে কে?

বিষয় কর্ম্মে আমার মন নাই—তথাপি পরোপকার জন্য গেলাম। দেখিলাম কেবল আমাকে আবদ্ধ করিবার জন্য কীর্ত্তি বাবু (আমার শ্বশুর) দেশে লইয়া গিয়াছেন। আমি কলিকাতায় থাকিব কহিলাম—মত নাই; আমি চলিয়া গেলাম—খরচ পাই না। মাসেক ধার ফের করিয়া অগত্যা শ্বশুরালয়ে গেলাম। কিছু দিন থাকিয়া মনে এমনি ঘৃণা হইল যে আমি দূরদেশে চাকর থাকি, ভিক্ষা করি সেও ভাল—তথাপি কাহারও

অন্নপোষিত হইব না। পশ্চিমে দাদার কাছে আসিলাম। দাদা (কাশীনাথ বসু) বাসায় রাখিলেন। কর্ম্ম হইতে মাসেক বিলম্ব হইল; আবার অন্ন-পোষিত? পলায়ন করিলাম। তৎকালে মিস্ রেমণ্ড নামে একটী ধনী ইউরোপীয় বিবি আগ্রায় ছিলেন—তাঁহার সরকার হইয়া ১০ টাকা বেতনে রহিলাম। নাম ভাঁড়াইলাম—মনুলাল নামে বিখ্যাত হইলাম।

'বিবিটী অল্প বয়স্কা, চপলা। আমারও বয়স তৎকালে একবিংশ মাত্র। আমার স্ত্রী তখনও বালিকা ছিল—সুতরাং আমি বালকের ন্যায় ছিলাম। স্ত্রীলোকের সহবাস সুখ জানিতাম না—প্ররোচনা পরিত্যাগ করিতে শিখে নাই—প্রলোভনে পড়িয়া দৃঢ় থাকিতে অভ্যাস করি নাই। বিবি প্রভু—সুন্দরী সুচতুরা; আমি তাঁহার ইচ্ছা অবরোধ করিতে পারিলাম না—অগত্যা তাঁহার অবৈধ লালসার বস্তু হইয়া বৎসরেক রহিলাম। এক বৎসর মধ্যে আমার অবসাদ হইল—দেশে আসিতে সাধ হইল, বিবি ছাড়ে না, পলায়ন করিয়া কীর্ত্তিপুরে গেলাম। তখন সুমতি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া হারাপতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বালিকা আমাকে এত যত্ন করিলেন যে আমি পরম সুখে দাম্পত্য সুখভোগে রহিলাম। স্ত্রীর গুণে পরান্নও ক্লেশকর হইল না। বিশেষতঃ আবার সেই জলন্ত অগ্নির ন্যায় দুশ্চরিত্রা বিবির কাছে যাইতে অথবা শীতলতাময় অগ্রজের আশ্রয়ে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। সুমতিও গর্ভবতী হইলেন, শ্বশুরও মরিলেন। বিষয় পোষ্যপুত্র পাইল। আমি তাহাতে কোন রূপ ক্ষুণ্ণ হইলাম না, চাকরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। স্বাধীন ভাবে স্ত্রী পুত্র লইয়া পর্ণ কুটিরে বাস করিব আমাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি সাধ হইল।

সহসা মিস রেমণ্ডের অর্থ লইয়া পলাইয়াছি বলিয়া আমি গ্রেপ্তার হইয়া আগ্রায় গেলাম। বিবি আমাকে পাইবার জন্য ঐ রূপ কৌশল করিয়া-ছিল। বিবির তোষামোদে—অথবা জাদুতে আমার বিরক্তি ক্রমে কমিল; স্ত্রীকে ভুলিলাম, দেশ ভুলিলাম; মনুলাল সরকার বিবির প্রেমে আবদ্ধ রহিল। এবার যদি মদ্যপান করাইয়া বিবি আমাকে বশ না করিত, বোধ হয় এতদিন আবদ্ধ থাকিতাম না। আমার ঔরসে বিবির গর্ভে একটী পুত্র জন্মিল। বিবি কুমারী—ব্যারাম ভাণ করিয়া প্রসব হইল। কেবল আমি ও দাই জানিতাম, দাইর কন্যা শিশুকে রাখিয়া মরিয়াছে বলিয়া শিশু বিবির বাটীতে প্রতিপালিত হইল। সন্তান হওয়ায় বিবির

ভয় হইল। একটা স্বামী থাকিলে—আর কোন ভয় থাকিবে না বলে বিবি, বিবাহ করিতে উদ্যুক্তা হইল। যদি নিষ্কৃতি পাই এই আশয়ে আমিও সম্মতি দিলাম।

কাণপুরস্থিত সেনার একজন কর্ণেলকে বিবি বিবাহ করিলেন—আমি বিদায় চাহিলাম, পাইলাম না। কিছু দিন আমাকে না রাখিলে বিষয় কার্য্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া সাহেবকে ও আমাকে সন্তুষ্ট করিল! ক্রমে আমার সহিত বিবি পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিল—আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াও পূর্ব্বরীতি ও ভয়ে বাধ্য রহিলাম। ক্রমে সাহেবের মনে মনে সন্দেহ হইল—রাত্রি ভিন্ন আমায় যাতায়াতের উপায় রহিল না—আমাকে সাহেব ছাড়াইয়া দিলেন। আমি দেশে আসিব বলিয়া সজ্জা করিলাম, বিবি একবার দেখিতে চাহিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে অনুনয়ে আমি আর এক সপ্তাহ থাকিতে সম্মত হইলাম। একদিন সাহেব শিশুটীকে জারজ বোধে বিবিকে নির্ঘাত চাবুক মারিয়াছিলেন। বিবি সাহেবকে হত্যা করিবার কথা আমাকে কহেন। আমি ভৎর্সনা করাতে উপহাস করিয়া কহিলেন তিনি রাগে কহিয়াছিলেন—তিনি এবার হইতে সাধু হইবেন। কিছু দিন ভাল রহিলেন—আমিও খুসী হইলাম। আমার কর্ম্ম পরিত্যাগের পর এক দিন রাত্রি ২ টার সময় বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার পত্র পাইলাম। প্রতিজ্ঞা করেছি যেতে হইল। বিশেষতঃ তখন বিবি সচ্চরিত্র হইয়াছে বোধে নিঃশঙ্ক ছিলাম এবং পর দিবস প্রাতেই দেশে যাইব স্থির ছিল।

আমাকে এক ঘরে বসাইয়া বিবি অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া আমার দেশে যাইবার সঙ্কল্প রহিত করিতে কহিল। আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—আমারও চক্ষে জল আসিল। আমি অনেক বুঝাইলাম। উভয়ের ইহ-কাল পরকালের ভয় দেখাইলাম। বিবি নিতান্ত অধীর—আমার সহিত পলায়ন করিতে চাহিল। আমি বিরত হইলাম—উঠিলাম। বিবি ক্ষণে-কের জন্য বসাইয়া অন্য ঘরে গেল। সহসা রক্তাক্ত হস্তে রক্তাক্ত ছুরিকা লইয়া আসিল—তাহার কেশ আলুলায়িত, চক্ষু বিস্ফারিত—অশ্রুও আছে, অগ্নিও বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভয় হইল। আমি ভৎর্সনার সহিত কহিলাম "এ কি? পাপীয়সি! নৃশংসে! তুই কাহার প্রাণ নাশ করিলি?—আমি পুলিসে খবর দেই।" বিবি চুপী চুপী কহিল—"তোমারই জন্য কণ্টক উদ্ধার করিলাম—এখন তুমিই কর্ত্তা—আর স্বামী চাই না।"

আমি যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া তাহার মুখ আর দেখিব না বলিয়া উঠিলাম। পিশাচী হতাশ হইয়া আমার কাপড়ে হাত মুছিল—ছোরা ফেলিয়া কহিল "তুমি পালাও, লুকাইয়া থাক, এখন তোমার নামে দোষ দিয়া আমি রক্ষা পাই—পরে তোমায় উদ্ধার করিব।" আমি অবাক্ হইলাম—তিরস্কার করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময় সে কহিল "পালাও, আমি চেঁচাইতেছি —লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে, না আমার?" আমি ভয়ে পলাইতে না পলাইতে বিবি চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাসায় কাপড় ছাড়িয়া অমনি যথা ইচ্ছা দৌড়িলাম।

কয়েক দিবস পরে বহু দূরে—শুনিলাম—কাণপুরের কর্ণেলকে মনুলাল সরকার খুন করিয়া পলাইয়াছে, দ্বারবান্ তাহাকে রজনীতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে দেখিয়াছে। পুলিস সরকারের বাসায় রক্ত মাখান কাপড় ও সাহে-বের প্রিয় অনেক বস্তু পাইয়াছে। বিবি সরকারকে ধৃত করিবার জন্য সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছেন।' আমি ভয়ে দাড়ী রাখিলাম—সন্ন্যাসী বেশ ধরি-লাম, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলাম। গোপনে দেশে গেলাম—দেশের নিকটেই আমাকে লইয়া পুলিসের তুমুল কাণ্ড হইয়াছে জানিয়া পুনঃ পুনঃ পশ্চিমে আসিলাম। দানাপুরের নিকট দস্যু হস্তে পড়িয়া তাহাদের দলে রহিলাম। দস্যুদের সাহায্যে জানিলাম থানায় থানায় আমার নামে পরওয়ানা আছে—মকদ্দমার নথি আছে।

আমাদের বিখ্যাত দলপতি ফজল আলি, অতি দুর্দ্দান্ত ছিলেন। কিন্তু আমার বুদ্ধি-বিদ্যা দেখিয়া তিনি আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন—আমার পরামর্শ শুনিতেন এবং অনেক সময় আমি তাঁহার জিঘাংসা বৃত্তি দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহে দস্যুরাও আমাকে ভয় ভক্তি করিত। ১২ বৎসর অনুদ্দেশ থাকিলে পাছে স্ত্রীপুত্র হারাই, এজন্য আমার পলা-য়নের ৫। ৬ বৎসর পরে একদা কীর্ত্তিপুরে গিয়া রজনীতে সুমতির ঘরে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করি। এক চোরকে ধরিয়া তাহার সাহায্যে সিদ দেও-য়াই। সুমতি নিদ্রিতা ছিল—বালকটী পঞ্চম বর্ষীয়, ক্রোড়ে ছিল, প্রদীপ জ্বলিতেছিল। আমি তাবৎ দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া ভাল করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আস্তে আস্তে শয্যার মধ্যে গিয়া শিয়রে বসিয়া সুমতিকে জাগাই-লাম—চুপি চুপি আমি 'তাহার স্বামী পলাইয়া আসিয়াছি' কহিলাম। সুমতি দাড়ী দেখিয়া চিনিতে না পারায় গোপন কথা ও চিহ্নাদি দেখাইয়া

প্রত্যয় জন্মাইলাম। আমার অবস্থা শুনিয়া সুমতি কাঁদিল, আমিও কাঁদিলাম। কবে উভয়ে মিলিত হইব, উভয়েই সেই দিন চাহিলাম। যাহা হউক সে হতাশ না হয় এরূপ আশ্বাস দিয়া ও কিছু অর্থ দিয়া চলিয়া আসিলাম। আমার স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র অপর লোকের প্রত্যয়ার্থ রাখিয়া আসিলাম।

ক্রমে বিদ্রোহানল প্রধূমিত হইল। ইহাতে আমার সমূহ আশা জন্মিল—ইংরাজ রাজ্য নষ্ট হইলে—আমার আর ভয় কি? যদি না হয় গোলোযোগে আমার নামের পরওনা ও নথি জ্বালাইতে পারিলে ১২। ১৪ বৎসর আর কোন ভয় থাকিবে না। এই সময় বিধাতা আমার সুবিধা করিলেন—আমাদের দলপতি ক্লার্ক সাহেব কর্ত্তৃক ধৃত ও হত হইলেন—আমি দলপতি হইয়া একবার কীর্ত্তিপুরে গেলাম। রাজপুরুষ বেশে গিয়া সুমতির সঙ্গে আত্ম পরিচয় দিলাম। জানিলাম আমার পুত্র চারুচন্দ্র মাতুলের কুব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া মাতার নিষেধ না শুনিয়া আপন জ্যেষ্ঠতাত কাশীনাথ বসুর কাছে গিয়াছে। বিদ্রোহ কুণ্ডের মধ্যে মিরটে পুত্রের অত্যাহিত আশঙ্কায় তাহাকে লইয়া দেশে আসিতেছি বলিয়া প্রস্থান করিলাম। কলিকাতায় বড়বাজারে এক গোপন পত্রে মীরট ও দিল্লীর বিদ্রোহ শুনিলাম। শুনিয়া ভয় হইল। পুত্রের কি হইল, আর যদি অন্য স্থলে পলাইয়া থাকে কি করিয়া চিনিব, জানিব?

সহসা বাগবাজারের এক গলিতে একটী যুবতী এক যুবকের সহিত পলায়ন করিয়া মীরটে চারুচন্দ্রের কাছে যাইবে শুনিলাম। অবশ্য সে চারুচন্দ্রকে চিনিবে ও অনুসন্ধান করিবে বিবেচনায় পর রজনীতে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলাম। রেলের গাড়িতেও সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। যুবতীর নাম হেমলতা, সে পুরুষ বেশধারী ছিল। এলাহাবাদে উহারা এক বাঙ্গালীর বাটীতে আশ্রয় লইল। দিল্লী প্রদেশের গোলোযোগে হেমলতাকে লইয়া যাওয়া শ্রেয় নহে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় রহিলেন। আমার কার্য্য সিদ্ধি হয় না জানিয়া আমি একটী সন্দেহসূচক পত্র হেমলতার ঘরের গবাক্ষে রাখিলাম। পুরুষবেশীকে যে স্ত্রীলোক বলিয়া চিনে ও নাম সম্বোধন করিয়া প্রেম লিপি লিখে—সে অবশ্যই প্রকৃত উপপতি হইবে—হেমচন্দ্র এরূপ বিশ্বাস করিবেন আশা হইল—অবিশ্বাস হইলে হেমলতাকে ফেলিয়া যাইবে।

এমন সময় হেমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন, সিহরিয়া কথকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—"তবে হেমলতা কি অসতী ছিল না!" রঘুবর কহিতে লাগিলেন—"কিন্তু হেমচন্দ্র অতি সরল; পত্রে কার্য্য হইল না। দেখিলাম সে যমুনা তটে আইসে। তথায় সন্ন্যাসী সাজিয়া তাহাকে এক যষ্টি পরীক্ষা কহিয়া দিলাম, যষ্টি স্বাভাবিক নিয়মে ৫। ৬ ঘটিকায় কৃষ্ণবর্ণ হয়—তাহাতে হেমলতার প্রতি সন্দেহ জন্মিতে পারিবে——"

হেমচন্দ্র আবার চমকাইলেন—"এওত সত্য! তবে কি হেমলতা অসতী নহে?" ভাবিতে লাগিলেন।

"তাহাতেও বোধ হয় কার্য্য হইত না—দৈবাৎ হেমলতার দৃষ্টান্তে গৃহবধু পুরুষ বেশী হয়—তাহার সহিত একত্র দেখিয়া হেমচন্দ্র উদাসীন হইয়া চলিলেন। গুপ্তচর দ্বারা আমার সকল সংবাদ জানা আছে—বিশেষতঃ সেই বাটীর দাসী আমার বেতনভুক্ত ছিল।"

হেমচন্দ্র ভাবিলেন "হা ভাগ্য—আমি সতীকে অসতী বলিয়া ত্যাগ করিলাম?—না তখন সতী থাকিলেও ত পরে গৃহস্বামীর পুত্র কর্ত্তৃক নষ্ট হইতে পারে। হতভাগ্যে! তোমার প্রতি বিধাতা বিমুখ—নির্দ্দোষী হইলেও তোমায় দোষ স্পর্শিয়াছে—আমি ত্যাগ করিয়াছি ভালই হইয়াছে।"

"—হেমচন্দ্রের সঙ্গে গেলাম—বনে গিয়া সন্ন্যাসী বেশে তাহাকে মীরটে যাইতে, চারুর অন্বেষণে যাইতে কহিলাম। আমি দস্যু বলিয়া পাষণ্ড নহি—হেমলতাকে অসহায়া রাখি নাই—আমার চর সর্ব্বদাই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। হেমলতা এক দিন রজনীতে বাহির হইল—দুষ্ট গৃহস্বামিপুত্র অনুসরণ করিল—আমি পথ পার্শ্বস্থ এক একা ভাড়া লইয়া তাহাকে সঙ্গী হইতে বলিলাম—সে আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠিল। দুষ্ট নগরের বাহিরে গিয়া হেমলতাকে গাড়িতে লইল—পরে আমি দুষ্টকে উত্তমরূপ প্রহার করিয়া হেমলতাকে লইয়া আমার দুর্গে আসিলাম। তাহাকে—"

এমন সময় হেমচন্দ্র অচেতন হইলেন—দস্যুরা জল লইয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করিল এবং দস্যুপতি কহিল "ভয় নাই, হেমলতা আমার দুর্গে বন্দী স্বরূপ অতি যত্নে আছেন, তাঁহাকে আমি কন্যার ন্যায় ভাল বাসি, যদিও প্রকাশ করি নাই। তাঁহাকে আনাইতেছি—গ্রহণ কর আমি আপন কার্য্য সিদ্ধি জন্য তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম হায়! এখন সকলি বৃথা হইল!"

হেমচন্দ্র কহিলেন "মহাশয় আপনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন হেমলতা এই

বিদ্রোহ কালে আমার আশ্রয়ে এমত যত্নে থাকিত না বটে—কিন্তু আমি তাহার প্রাণ নাশের মূল হইয়াছি—" বলিয়া হেমলতার পর্ব্বত হইতে ঝম্প প্রদানের কথা প্রকাশ করিলেন। সকলেই হায়! হায়! করিতে লাগিল এবং রঘুবর হেমলতার অন্বেষণ জন্য লোক পাঠাইলেন।

রঘুবর পরে কহিলেন, তার পর হেমচন্দ্রকে অদৃশ্যভাবে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতে লাগিলাম। আমিও চারুচন্দ্রের অনুসন্ধান করি, তিনিও করেন।

একদা তাঁহাকে সিপাহীরা বধ করিতে উদ্যুক্ত হয় আমি দল বল লইয়া সিপাহীদিগকে নষ্ট করি।"

হেমচন্দ্র এই সময় হেমলতার অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন।

"ইতিমধ্যে চারু অন্বেষণের আরো একটী উপায় হইল। একদা এই বিজয় সিংহ আমার সমক্ষে আনীত হইয়া চারুচন্দ্রের সংবাদ দেন। চারু এই এমির প্রণয়ী হইয়াছে, তাহাকে বিযুক্ত করিয়া বিজয়কে দিতে অনুরোধ করে। আমি তাহাতে বিলক্ষণ সহায় হইলাম—এক ইউরোপীয় মহিলা হইতে আমি জন্মের মত নষ্ট হইলাম, আবার আমার পুত্র সেই কালভুজঙ্গম স্পর্শ করিবে! আমার ভয় হইল, বিজয়ের সহিত মন্ত্রণা চালাইতে লাগিলাম। পরে বিজয়ের সন্ধানে জানিলাম—চারু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কাণপুরে আছে। দস্যু দ্বারাও জানিলাম—আমার হুলিয়া ও মকর্দ্দমার নথি সকল স্থল হইতে তিরোহিত হইয়া কেবল কাণপুরে আছে। যে বাটীতে রেমণ্ড পরিবার ও চারু বন্দী, সেই বাটীতেই ঐ সকল কাগজ ছিল। এতদিন আমার আশা ছিল চারু বিচারে রক্ষা পাইবে, তাই বিলম্ব করিতেছিলাম। এতদ্দিন ইংরাজ ও বিদ্রোহী কাহার জয় হইবেক—না জানিয়া নিরপেক্ষ ছিলাম—দস্যুর ন্যায় উভয় দলেরই ক্ষতি করিতাম—উভয়েরই প্রপীড়িত ব্যক্তির আশ্রয় দিতাম। এই যত বন্দী আছে, তাহারা সেই সকল ব্যক্তি।

এক্ষণে আর উপায় না দেখিয়া রেমণ্ড ভবনে অগ্নি দিয়া পিতা পুত্রের অপরাধের কাগজ পত্র ভস্ম করিলাম। চারু এমি ও বিজয়কে আনিলাম। ইতি পূর্ব্বে হেমচন্দ্রকেও আনিয়া রাখিয়াছিলাম। চারু এমি আসিলে বুঝিলাম—তাহাদের প্রণয় দৃঢ়, অতএব কৌশল করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টায় ছিলাম—চারুর প্রণয় যে এত দৃঢ় ছিল আমি বিশ্বাস করি নাই" বলিয়া দস্যুপতি কাঁদিতে লাগিলেন।

সুমতিও কাঁদিলেন ও কহিলেন "কেন তুমি এমন বুদ্ধি করিলে—না হয় ছেলে বিবি বিবাহ করিত—তোমার মত দাস হইয়া থাকিত না!—বাপের বেটা শিখিবেত? এর বেলা তোমার এত শাসন! বুঝিলাম আমারই কপাল মন্দ।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"কপাল মন্দ"—রঘুবর কহিলেন "সত্য, প্রিয়ে! কপাল মন্দ, নচেৎ এমন বুদ্ধি হবে কেন?—আমাকে আর কেন ভর্ৎসনা কর যাহা হইবার হইল, এস এখন পুত্রের চিতাগ্নিতে দেহ জুড়াই।"

এই সময় বিজয় অনুতাপে কাতর হইয়া কহিলেন—আমিই "দস্যুপতির সকল অনর্থের মূল, অগ্রে আমার উচিত শাস্তি দিয়া যাহা হয় কর—আমি জানি যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে না আমার কামনা সিদ্ধ হইল, না তোমার জীবনের আশা পূরিল।"

রঘুবর সিংহ স্নেহবচনে কহিলেন "বিজয়! তুমিও আমার পর নহ—তুমি আমার ঔরসজাত সেই পাপীয়সী বিবির সন্তান! তুমি নির্দ্দোষী—তোমাকে কেন আমি ঘৃণা করিব? আমার যথার্থই ইচ্ছা ছিল, তোমার সহিত এমির বিবাহ দিয়া তোমাকে সুখী করি এবং চারুকে লইয়া ঘরে যাই।"

বিজয়ের মান ভাঙ্গিল—জারজ সন্তান!—কুমাতার সন্তান!—বাঙ্গালীর সন্তান!—বিজয় কি আর সহিতে পারে? তবে কেন এত অভিমান? কেন উচ্চবংশে আশা? কেন হেলেনাকে ঘৃণা?—বিজয় উন্মাদপ্রায় হইল। এক দিকে ছুটিয়া পলাইল, যতদূর পৃথিবীতে মাটী আছে। বিজয়ের প্রাণই মান—সে মান নাশে বিজয় প্রাণশূন্য দেহ। বিজয়ের প্রতি দস্যুপতি ও সকলেই হতাশ হইল।

এতক্ষণে হেমচন্দ্র আসিলেন—হেমলতাকে পাওয়া গেল না—ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়াছে—হেমচন্দ্র চিতায় উঠিবেন।

তখন রঘুবর সিং প্রত্যেক বন্দীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া ধনাগার হইতে কিছু কিছু অর্থ দিয়া স্ব স্ব স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন। দস্যুদলকে ভাল হইবার উপদেশ দিয়া তাবৎ ধন বিতরণ করিলেন। আর এমিকে কহিলেন, বিজয়, এক জন দস্যুর সহিত যোগ করিয়া রেমণ্ড সাহেবকে হত্যা করাইয়াছে—বিবি রেমণ্ড ও হেলেনা কোথায় আছে সংবাদ নাই—এমি আপাততঃ কলিকাতায় যাইতে পারেন। এমির মুখ শুষ্ক, বিষণ্ণ, হতজ্ঞান হইয়া

বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন—"আমার জন্য ভাবিতে হইবে না—আমি ১। ৪ ঘটিকা মাত্র আছি—বিজয়ের প্রতিজ্ঞা এড়াইবার জন্য যে বিষ সঙ্গে রাখিয়াছিলাম তাহা পান করিয়াছি।"

সুমতি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন—"বাছা তুমি সতী লক্ষ্মী—মা তুমি সত্যই কি আমার পুত্রের সহিত সহমরণে যাইবে? মা তুমি আমার বধূ—আহা এমন বধূ পাইলে আমি কত সুখী হইতাম—বাঙ্গালী করে কাপড় পরাইতাম—কে কি বলিতে পারিত?—বাছা তোমার নাম কি?"

এমি কহিলেন "এমি"। সুমতি দস্যুপতির প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"উহার মানে কি?" দস্যুপতি কহিলেন "চিত্তবিনোদিনী।"

সমাপ্তঃ।

উপসংহার।

মিলন।

ইতিহাসে, জীবনে—ঘটনাবলী আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল সামান্য লোকের ইতিহাস আমরা বিদ্রোহ ঘটনার সহিত বর্ণন করিতে-ছিলাম, তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত যে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী হইবে তাহার সম্ভাবনা কি? শেষ সুখ সংসারে বিরল। মনুষ্যের মনে সময় সময় কি যে সাংঘাতিক ভ্রম হয়—ঘটনাচয়ে কি যে বিষ মিশ্রিত থাকে, যে সেই জন্য পৃথিবীতে আশানুযায়ী ফল অতি অল্প হয়। পতঙ্গ অগ্নিতে পড়ে, আমরা দেখি আর হাসি। কিন্তু আমরা যে জানিয়া শুনিয়া বিপদে পড়ি তাহা কি আরও আশ্চর্য্য নহে? সুরা বিষ পান, পরনারী ভোগ, ধনলালসা, সন্দি-গ্ধতা, ক্রোধ প্রভৃতি সংসারিক উৎপাতের কথা কে না জানে, কে না পুস্তকে পড়ে? কিন্তু যে ঐ পথের পথিক হয়—কাহার সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে? পতঙ্গ না পুড়িলে চেতনা পায় না—প্রাণ থাকিতে বুঝে না,—মনু-ষ্যও জীবন থাকিতে আপনার খেয়াল ছাড়ে না। আবার ঘটনার যে কি অস্বচ্ছ প্রকৃতি যে একটীর অব্যবহিত পরবর্ত্তী অপরটীকেও আমরা দেখিতে পাই না। তাহা হইলেও তবু অনেক ধীর লোক পৃথিবীতেই শেষ সুখ পাইত। রঘুবর কি জানিত চারুর প্রেম এত গূঢ়! তা'হলে কি সে বিজ-য়ের পরামর্শে যোগ দিত? আর বিজয় কি জানিত যে সে বাঙ্গালীর পুত্র, তা হলে কি সে এত মানের গৌরবে পুড়িত? হেমচন্দ্র কি জানিত হেমলতা সতী? তা হলে কি তাহার জীবন নাশ স্বচক্ষে দেখিত? ফল কি হইল,—রঘুবর চিতানলে, বিজয় উন্মত্ততায এবং হেমচন্দ্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে চলিল।

পাঠকগণ! এক দিকে মনুষ্যের ভ্রমসঙ্কুল প্রকৃতি আর এক দিকে ঘটনার অভাবনীয় প্রণালী, এমত স্থলে যে মিষ্ট মুখে আপনাদিগকে বিদায় দিতে পারিলাম না তাহাতে গ্রন্থকারের দোষ কি? আপনারা ইচ্ছা করিলে অব-শিষ্ট গল্প কল্পনা করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু পাঠিকাগণ কি তদ্রূপ ক্ষমা করিবেন? যে দেশে মিলন না হইলে যাত্রা ভাঙ্গে না, যে দেশে কপালকুণ্ড-

ণার পুনর্জীবন হয়, তথায় শোচনীয় ব্যাপারে গ্রন্থ শেষ অসাধ্য। আমাদের কাগজে না থাকে, গল্পে না কুলায়, ঘটনায় না বলে, মিলন দেখাইয়া দিতেই হইবে। উপরোধে নারদবাহন গলাধঃকরণ না করিলে কি স্ত্রীসমাজে সমাদর পাওয়া যায়!

দস্যুপতির গল্প শেষ হইতে হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। অগ্নির উত্তাপহেতুই হউক অথবা কাল গুণেই হউক, যখন মৃত দেহ চিতায় উঠান হইবে—, চারুচন্দ্রের মুখে জীবন সঞ্চার লক্ষণ দেখা গেল। চিতা পড়িয়া রহিল, সকলে গহ্বরে গেল। হেমচন্দ্রেরও মরা হইল না—হেমলতাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া শৃগালে আপন গর্ত্তে লইয়াছিল—জীবন সঞ্চার দৃষ্টে শৃগাল পলাইল—হেমলতা পর দিনে জনৈক দস্যুর দৃষ্টিগোচর হইল ও গহ্বরে আনীত হইয়া রক্ষা পাইল। ২।৩ দিন গেল, এমির বিষের ফল ফলিল না—উপরোধে পড়ে ডাক্তার যে বিষ দিয়াছিল তাহা বিষ নহে। বলা বাহুল্য যে চারুচন্দ্রও এমির বিবাহ হইল—হেমদ্বয় পুনর্ম্মিলিত হইল এবং তাঁহারা ও প্রতাপ সুমতি কলিকাতায় পৌছিলেন। কৃপারাম মরণ কালে জানিয়াছিলেন হেমলতা তাঁহার পিণ্ডদানের একমাত্র অধিকারিণী এবং দ্বিতীয় সংসারকে ধনাধিকারিণী করিলে বিষম অনর্থের মূল হইবেক। অতএব তিনি এই চরমপত্রে লিখেন যে যদি তাঁহার কন্যা জামাতা দেশে আসে, তাবৎ বিষয়াধিকার পাইবেক এবং স্ত্রী কেবল খোর পোষ পাইবেন, নচেৎ অর্দ্ধেক বিষয় স্ত্রীর ধর্ম্ম কার্য্যে, বাকী অর্দ্ধেক দেবমন্দিরাদিতে ব্যয় হইবে এই বলিয়া কলিকাতাস্থ কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অচি করিলেন। এটী যে তাঁহার ঔদার্য্য মাত্র এমন নহে—আইনে জানিয়াছেন—হেমলতা তাহার মাতার ধনের একমাত্র অধিকারিণী। হেমচন্দ্র লক্ষপতি হইয়া সুখে বাস করিলেন—প্রতাপচন্দ্র ও চারু সস্ত্রীক কীর্ত্তিপুরে গেলেন।

সুমতী পুত্রবধূকে পশ্চিমবাসী বাঙ্গালী কন্যা বলিয়া পরিচয় দিলেন—বিনোদিনী বলিয়া সম্বোধন করেন। মোজা পরা, জামা পরা, সাদা বউ, খোট্টা কয় সে বাইয়ের মেয়ে, সেনেদের জল খাওয়া হইবে না—পাড়াগেয়েরা ঘোষণা করিয়া দিল। চারুচন্দ্রেরা সপরিবারে পুনরায় কলিকাতায় হেমচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিলেন। তাঁহার নিকট টাকা ধার লইয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিলেন ও চারু কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। কর্ম্ম একটী জুটিল, পাগড়ীর জন্য মলমল চাই চারুচন্দ্র বড়বাজারে গেলেন। পর দিন

প্রাতে ডাকযোগে এক পত্র পাইলেন, যে এক ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত মুমুর্ষু কালে তাঁহার দর্শনলোলুপ হইয়াছে। ঠিকানা ধরিয়া পর দিন প্রহরেক রজনীতে বড়বাজারে এক ত্রিতল গৃহে চারু এক রুগ্ন ব্যক্তির গৃহে উপনীত। রুগ্ন ব্যক্তি সেই রঘুতিলক পাঁড়েজী। তাহার আশা ভরসা গিয়াছে, জীবনের লক্ষ্য অসিদ্ধ, যন্ত্রণায় অনুতাপে সে কালগ্রাসে কবলিত হইতেছে। চারুচন্দ্রের সহিত মনের কথা মনের ব্যথা বলিতে গিয়া এমনি ক্লেশ পাইল যে অর্দ্ধ রজনীতে চারুর সমক্ষে তাহার প্রাণ বায়ু বিনিঃসৃত হইল। পাঁড়েজী রেমণ্ড পরিবার ও চারুর রক্ষার্থে যে কৌশল ও উপায় করিয়াছিলেন বলিতেছিলেন, সকল কথা বুঝা ভার। শেষ কালে কহিলেন "রেমণ্ড—বিবি।"—"আঃ থোড়া বাকী"—"ইলি—" ক্যা নাম ?" 'ইলিসিয়াম' রাম রাম সংহায়!—"

চারু এমিকে সকল কহিলেন, পিতাকেও কহিলেন প্রতাপ বুঝিলেন বিবি রেমণ্ডের বাসস্থান সিপাহী কহিতেছিল। কলিকাতার নসকা দেখিয়া চারুচন্দ্র 'ইলিসিয়ম' নামক রাস্তায় প্রতি বাটী অন্বেষণ করিলেন। একটী বাটীর নাম ফলকে রেমণ্ড নাম প্রাপ্তে তাহার সংখ্যা লইয়া হৃষ্টমনে এমিকে সংবাদ দিলেন। এমি পত্র লিখিলেন,

'প্রিয় মাতঃ!

হতভাগিনী জীবিতা আছে, সুখেও আছে, কিন্তু এমত অবস্থায় যে দেখিলে আপনার ঘৃণা হইবে। আমারও লজ্জা হয় তাই গেলাম না, আমাকে পার্শ্ব লিখিত ঠিকানায় আপনার এক ছবি পাঠাইবেন, তাহা চুম্বন করিয়া জীবন কাটাইব।

হতভাগিনী এমি।"

পর দিবস এমি এক পত্র পাইলেনঃ—

"আমার প্রিয় এমি!

যদি ঈশ্বর তোমায় ঘৃণা না করেন, আমি তোমায় কেন ঘৃণা করিব? ঈশ্বরের ঘৃণিত হইলে তুমি সুখী হইতে না। মাতার কাছে কন্যার আর লজ্জা কি? আমি তোমাকে স্বয়ং দেখা দিতে চাহি, তাই ছবি পাঠাইলাম না। কল্য ১০ টার সময় আমার বাড়ীতে আসিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী মাতা এন্।"

পর দিবস এমি বিবিবেশে মাতার সদনে গেলেন। পিতার অতাহিত

সংবাদ শুনিয়াছিলেন তাই সে সংবাদে বড় চঞ্চল হইলেন না। হেলেনার মনোভঙ্গ ভয়ে বিজয়ের কুমন্ত্রণা প্রকাশ করিলেন না। কি হীনাবস্থায় আছেন স্বয়ং মাতাকে বলিতে পারিলেন না—হেলেনা জানিয়া বলিলেন তিনি চারুকে বিবাহ করিয়া বাঙ্গালী হইয়াছেন এবং অন্তঃস্বত্বাও আছেন। বিবি রেমণ্ড চারুকে শ্রদ্ধা করিতেন—এই কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং কহিলেন "মনুষ্য পিতা ছাড়িয়া যৌবনকালে দাম্পত্যসুখে রত হয়—উপযুক্ত বরে মিলিয়াছ তাহাতে আপত্তি কি? তবে আমি আমোদ করিতে পাইলাম না।—যাহাহউক চারুচন্দ্রকে লইয়া শীঘ্র একদিন এখানে আসিবে।" চারুচন্দ্র গেলে বিবি ঈষদ্ধাস্যে ও কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনে কহিলেন, "চারু! তুমি জান আমাদের নিয়মে মাতা পিতার মত ভিন্ন যে বিবাহ, তাহা অসিদ্ধ?" চারু অধোবদন হইলেন। বিবি পুনর্ব্বার কহিলেন "তাহাকে তুমিই ঠকিয়াছ—যৌতুক পাও নাই। যাহাহউক আমার এখানে এক দিন ভোজ হইবে, তোমরা উভয়ে আসিবে এবং তোমার পিতাকে সঙ্গে লইয়া আসিবে।"

বৃদ্ধ বিবি অতি সরলা, কন্যা জামতা পাইয়া যেন আকাশ হাতে পাইলেন—ভোজের দিন তিনি এমির হস্তে একটী কাগজ দিলেন—তাহাতে প্রকাশ রেমণ্ড সাহেব বিদ্রোহ কালে এক চরমপত্র করেন, তাহাতে আপন অর্দ্ধেক বিষয় স্ত্রীকে ও অর্দ্ধেক এমিকে দিয়া গিয়াছেন। এই বিষয় হইতে এমি বৎসরে তিন সহস্র মুদ্রা পাইবেন। এমি দুঃখে পড়িয়াছিলেন—মনে মনে এ সংবাদে হৃষ্ট হইলেন। বিবি কহিলেন—"চারু! তোমার জন্য আমি যৌতুক রাখিয়াছি লও, ইহা তোমারই ধন।" চারু দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কাশীনাথ পলায়নের পূর্ব্বে সাহেবের কাছে এক পত্র রাখিয়া যান, তাহাতে তিনি চারুকে তাঁহার জামিনের ৪০০০০ চল্লিশ সহস্র মুদ্রার কোম্পানির কাগজ দিতে কহিয়াছেন। চারু এত টাকার কাগজ পাইলেন, "আর মন্নুলাল কি শুধু ফিরিবেন?" বিবি হাসিয়া তাঁহারও হস্তে এক কাগজ দিলেন। মিস রেমণ্ড, বিবির ননদ মরণকালে আপন (উইলে) চরমপত্রে রেমণ্ড সাহেবকে কর্ত্তা করেন ও ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা লালা বিজয় সিংহকে ও ২০,০০০ বিশ সহস্র মুদ্রা মন্নুলাল সরকারকে দিয়া যান। বাকী টাকা রেমণ্ড সাহেবকে। প্রতাপচন্দ্র আর মন্নুলাল নহেন, রঘুবরও নহেন—ধনের লালসা রাখেন না, পাপের ধনও চাহেন না। সে টাকা

হেলেনার রহিল। হেলেনা বিজয়ানুরাগিণী, বিজয়ের ও টাকা তাহার রহিল। এখন বিজয় আসিলেই বিবি রেমণ্ড হেলেনাকে দিয়া ও তার টাকা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া ইংলণ্ডে যান। বিজয়ের জন্য সকলেই দুঃখিত।

এমত সময় একটী জমাদার একখান পত্র আনিল, তাহাতে লালা বিজয় সিংহ লেখা। অমনি তাবৎ মণ্ডলী গৃহদ্বারে উপস্থিত ও বিজয় সাদরে গৃহীত হইলেন। বিজয়ের মানস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে—এমি-লালসা গিয়াছে, হৃদয়ে হেলেনার মূর্ত্তি জাগিয়াছে, অনেক অনুসন্ধানে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আজ মনের সহিত পিতাকে অভিবাদন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আলিঙ্গন ও হেলেনাকে চুম্বন করিলেন। সেই দিনেই বিজয় হেলেনার বিবাহ হইল এবং এই নব দম্পতী ইউরোপীয় বেশে বাস করিতে লাগিলেন। আর এমি আমাদের ঘরের বউ "চিত্তবিনোদিনী।"

গ্রন্থ সমাপ্ত।

চিত্তবিনোদিনী

অর্থাৎ

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক

উপন্যাস।

৺ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ. বি এল

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৯৭নং কলেজষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট. ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৪।